কায়স্থদীপিকা

অর্থাৎ

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন ও তন্মত খণ্ডন বিষয়ক
বিচার

তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষীয় প্রস্তাব সমূহ বা লিপিচয়

যাহাতে কায়স্থোৎপত্তি ও তজ্জাতীয় আদিপুরুষ
বংশানুচরিত্র এবং আদ্যন্ত বিবরণ প্রকাশ আছে

বহুল প্রমাণ এবং যুক্তির সহিত

শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চৌধুরি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

খিদিরপুর শাশরাঞ্জন ভবনে মুদ্রাঙ্কিত।

১২৫৯ বঙ্গাব্দীয়

১৭৭৪ শকাব্দীয়।

নমো ধর্ম্মায় মহতে।

ভূমিকা।

—০০—

সাধু সুশাশয় মহাশয় সমগ্রাভ্যাগ্রে নিবেদ্য। কায়স্থ জাতির ব্রাহ্মণত্ব সংস্থাপন ও তদুৎসাদন বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব নানা সময়ে নানা সম্বাচার পত্রে এবং কৌস্তুভ গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছিল তত্তাবৎ একস্থানে সংগ্রহ করণের মানস যে তৎ বক্তৃক বাদি প্রতিবাদি উভয় পক্ষীয় মত ও অভিপ্রায় এবং যুক্ত প্রমাণাদি একত্র দৃষ্টে পাঠক বর্গের চিত্ত সুখ হইতে পারে পরন্তু বক্তব্য অস্মল্লিখিত "কৈশ্চিৎ কায়স্থৈরিতি" ইত্যাক্ষরিত প্রস্তাব বা লিপিচয় যে তৎসংক্রান্ত পত্রে ইতঃপূর্ব্বে প্রচার পাইয়াছিল আর বহুলাংশ অদ্যাপি মুদ্রাগত প্রবেশ করে নাই সেই সকল প্রস্তাব বিজ্ঞ সমাজে প্রদর্শাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু ত্রাস করি যাঁহারা অনবরত পিকরব শ্রবণ করেন তাঁহারা কাকনিনাদ শুনিয়া সুখী হইবেন না তথাপি ভরসা করি যথা কোন অপকৃষ্ট বস্তু আশ্রয়ের উৎকর্ষ্য হেতুক শোভা পায় এবং মলিনাঞ্জন কামিনী নয়নে স্থান দান পাইলে শোভনীয় হইয়া থাকে, তদ্দ্যায় অকিঞ্চনোক্তি প্রাজ্ঞ সকলে কৃপার্দ্র চিত্তে গ্রাহ্য করিতে পারেন। যদি শ্রীযুত মিত্র বাবু মহাশয় সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন তদ্দর্শনে এবং অসকৃৎ উপ ঘর্ষণ দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত উদ্দীপনে পরমাপ্যায়িত হইব। অপরঞ্চাপি প্রমাদ জনিত ভ্রান্তি শান্তি নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনীয়া।

নিবেদন।

শ্রীমাধবচন্দ্র বসু দাসস্য কোন্নগর নিবাসী।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

বিজয়তাম্।

পাতু মাম্।

অথ কায়স্থ দীপিকা।

১২৫৬ বঙ্গাব্দীয় ১৭ অগ্রহায়ণীয় চন্দ্রিকা পত্রে উদিতা সম্পাদকীয় উক্তি।

আমরা জ্ঞাত হইয়াছি আন্দুল নিবাসী শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর বহুতর যত্ন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীযুত হলধর তর্ক চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্থান হইতে যে ব্যবস্থা পত্র লইয়াছেন তাহাতে কেবল কায়স্থ জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় অন্য২ শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এতাবন্মাত্র লেখা আছে তদ্দ্বারা উক্ত রায় বাহাদুরের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির কোন আনুকূল্য হয় নাই ইহা পণ্ডিতবর্গের নিকট এবং বিজ্ঞ২ মনুষ্য বর্গের নিকট ব্যক্ত করিবার কারণ নলডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের প্রেরিত উক্ত ব্যবস্থা পত্রের প্রতিরূপ পত্র এবং সাধু-ভাষা দ্বারা তাহার ভাবার্থ প্রকাশক পত্রের প্রতিরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

তর্কচূড়ামণি ঠাকুরের দত্ত ব্যবস্থা পত্র।

করণ সংজ্ঞকো জাতিবিশেষো দ্বিবিধস্তত্রৈকঃ শূদ্রাবিশোস্তু করণ ইত্যমরোক্তোবৈশ্যাচ্ছূদ্রাগর্ব্ভে উৎপন্নঃ সঙ্কর জাতীয়ঃ। অপরস্তু ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যা দ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এবচেতিমনূক্তো ব্রাত্যক্ষত্রিয়সন্তানঃ ক্ষত্রিয়াগর্ব্ভে উৎপন্নঃসএব কায়স্থো ব্রাত্যক্ষত্রিয়এব, করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধে না তথা শূদ্রাবিশোঃ সুতইতিরভসক্তো যে কায়স্থকরণ শব্দয়োরেকপর্য্যায়ত্ব দর্শনাৎ। লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ রাজাধি করণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং, রাজসাক্ষিকমিত্যনেন বিষ্ণুনা রাজকার্য্যকারিত্ব রূপোৎকৃষ্টধর্ম্ম প্রতিপাদনাদস্য বমরোক্ত করণাপেক্ষয় ব্রাত্যবৈশ্য সন্তানাপেক্ষয়া চোৎকৃষ্টইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

ইহার ভাবার্থ বিবরণ।

করণ নামক জাতি দুই প্রকার, তাহার মধ্যে এক প্রকার করণ বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে জাত বর্ণসঙ্কর, আর প্রকার করণ সংস্কারহীন অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তান, এই করণের নাম কায়স্থ ইহার প্রমাণ রভস অভিধান এবং বিষ্ণুবচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে রাজার বিচার স্থলে লেখ্য কর্ম্মে অর্থাৎ মুন্সীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত কায়স্থ অতএব উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কারিত্ব প্রযুক্ত ইতর শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কায়স্থ এই ব্যবস্থা পত্রের ভাবার্থ দ্বারা উক্ত রায় বাহাদুরের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির কি উপকার হইয়াছে এবং ব্রাত্য-

ক্ষত্রিয়সন্তানোৎকীর্ত্তন করাতেই শূদ্রত্ব ব্যক্ত হইতেছে যেহেতু।

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দারদাঃখসাঃ।

এই মনু বচন দ্বারা সকল ব্রাত্যক্ষত্রিয সন্তানেরই ক্রিয়ালোপাধীন অর্থাৎ সংস্কার লোপপ্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্তি বোধ হইতেছে বিশেষতঃ খস জাতির নামোল্লেখ করিয়া শূদ্রত্ব কহিয়াছেন খস আর করণ ইহারা এক জাতীয়, কেবল দেশ ভেদে নাম ভেদ মাত্র ইহা কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন যথা "একস্যৈব এতানি দেশ ভেদ প্রসিদ্ধ নামানি,, অতএব যখন খসজাতির শূদ্রত্ব কহিয়াছেন তখন তদেক জাতীয় করণ জাতির শূদ্রত্ব কহা হইয়াছে। যদি কহ করণ কায়স্থ যদি ব্রাত্যক্ষত্রিয়সন্তান হইল তাহা ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতিত্ব হইবেক।

ইহার উত্তর।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান সকলকেই মান্য শূদ্র ব্যবস্থাপন করিয়াছেন ইহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার অন্যথা করা মনুষ্যের অসাধ্য অতএব উক্ত ব্যবস্থা পত্র দ্বারা রায় বাহাদুরের ক্ষত্রিয় হওনের কোন আনুকূল্য প্রকাশ হয় নাই কেবল কায়স্থ জাতি ইতর শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাজকীয় প্রধান কার্য্যকারক ইহা মাত্র প্রকাশ হইতেছে। যদি অন্যং পণ্ডিতের ব্যবস্থার সাহসে উক্ত রায় বাহাদুর ক্ষত্রিয় হওনে উদ্‌যোগ করিয়া থাকেন তবে সে দোষের

ভাগী উক্ত চূড়ামনি ঠাকুর মহাশয় কি প্রকারে হইতে পারেন তবে যে কেহ উক্ত ব্যবস্থা পত্রের দোষোল্লাস পূর্ব্বক উক্ত চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের দোষোল্লাস করিয়া থাকেন বা করেন সে কেবল উক্ত ব্যবস্থা পত্রের অনবলোকন প্রযুক্ত কিম্বা সংস্কৃত বাক্যের ভাবার্থের অনবধান প্রযুক্ত, যদি উক্ত ব্যবস্থা পত্রে কিম্বা ভাবার্থাদি প্রকাশক পত্রে শাস্ত্র বিরোধাদি দোষ থাকে তবে পণ্ডিত মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দোষ প্রকাশ করিলে বিবেচনা হইতে পারে ॥

তদত্তরে ১২৫৩ বঙ্গাব্দীয় অগ্রহায়ণীয় ১৭ দিবসীয় সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে প্রকাশিত শ্রীগোলোকচন্দ্র চতুর্দ্ধুরিণ ইত্যঙ্কিত লিপিঃ।

মৎসদয় শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যসংবাদ পূর্ণচন্দ্রো দয় প্রকাশক মহাশয়েষু।

সন্তোষ পূর্ব্বকং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। চন্দ্রিকা সম্পাদকের ১২ অগ্রহায়ণীয় প্রকাশিত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া গত কল্য তৎ প্রকাশার্থে তন্নিকটে প্রেরণ করি তৎকালীন সম্পাদক স্বীয়ালয়ে নাথাকাতে তত্তনয় কহিলেন যে অদ্যকার চন্দ্রিকা পত্রে অদ্য ভবং সংবাদ যন্ত্রাঙ্কিত ভবনে স্থানের অনটন হইয়াছে অতএব উক্ত প্রেরিত পত্র অবিকল যুষ্মৎ সকাশে প্রেষণ করিতেছি আপনি স্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকায় উদিত করিয়া সাধারণ বিদিত ও অস্মদকে মোদিত করিবেন ইতি শাকাব্দাঃ ১৭৬৮

আন্দুল রাজাব্দাঃ ৭৯ অগ্রহায়ণীয় ষোড়শ দিবসীয় লিপীয়ং। শ্রীগোলোকচন্দ্র চতুর্ধুরিণঃ।

পুনশ্চ। গত কল্য চন্দ্রিকা সম্পাদকাত্মজ তৎপিতার প্রস্তাবের উত্তর লিপী দৃষ্টে অদ্যদিবসীয় চন্দ্রিকায় তৎ প্রস্তাব স্বকীয় নহে ব্যক্ত করতঃ পরকীয় প্রেরিত পত্র বলিয়া লিখিয়াছেন অদ্য প্রাতে দৃষ্ট হইল, ভদ্র, অতএব আমিও তদুত্তর লিপিতে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি যদ্যদুক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, তত্তদুক্তি পত্র প্রেরকের প্রতি প্রয়োজ্য হইবেক ইতি।

শ্রীগোলোকচন্দ্র চতুর্ধুরিণঃ।

পূজনীয় প্রাচীন মিত্র শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকাখ্য পত্র সম্পাদক
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সপ্রণাম নিবেদন মেতৎ।

বর্ত্তমান বর্ষীয় ১২ অগ্রহায়ণীয় চন্দ্রিকা পত্রীয় সম্পাদকীয়োক্তিতে শ্রীযুক্ত হলধর তর্ক চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতি এবং শ্রীমম্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রতি অসাধু প্রয়োগ দ্বারা যে এক অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন, তদবলোকনে নিরুত্তর থাকা অযুক্ত বোধে নিম্নভাগে যথাক্রমে তদুত্তর লিখিয়া এতল্লিপী প্রেরণ করিতেছি, যদি বর্ত্তমান মাসীয় ষোড়শ দিবসে সোমবারে এই পত্রাবিকল চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ করা মত হয়, তদা স্বীয়াভিমতসূচক লিপী প্রদান পূর্ব্বক এতল্লিপী গ্রহণ করিবেন, নতুবা এতৎ পত্র বাহক স্থানে

প্রত্যর্পণ করিবেন, যেহেতুক সমাচার পত্রান্তরে এত লিপী প্রকাশের কাল বিলম্ব নাহয়। ১ প্রথমতঃ লেখেন যে "আন্দুল নিবাসি শ্রীরাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর বহুতর যত্নপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীযুক্ত হলধর তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্থান হইতে যে ব্যবস্থা পত্র লইয়াছেন, তাহাতে কেবল কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান অর্থাৎ জাতি ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় অন্যে শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এতাবন্মাত্র লেখা আছে তদ্দ্বারা উক্ত রায় বাহাদুরের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির কোন আনুকূল্য হয় নাই "।

উত্তর, ব্যবস্থা দান গ্রহণ বিষয়ে বহুতর যত্ন এবং প্রার্থনাদাতৃ গ্রহীতৃ উভয় পক্ষে সম্ভাবিত যেহেতুক উভয় সম্পাদ্য কর্ম্ম উভয় যত্ন ভিন্ন কদাচ সম্পন্ন হয় না, অত এব এক পক্ষে যে বহুতর যত্নাদি লেখা সে পক্ষপাত মাত্র।

তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় গতাশ্বিনীয়েক বিংশ দিবসে আন্দুল রাজধানীতে আগমন করতঃ তৎ পর দিনে শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ করণ পূর্ব্বক আয়ুষ্মান্ ভব, ইত্যুক্তি দ্বারা আশীর্ভাষণ করেন, তৎকালে কথিত হইল যে এই আশার্ব্বাদ ক্ষত্রিয় পক্ষে বিধেয়, যথা "স্বস্তীতি ব্রাহ্মণে ব্রূয়াদায়ুষ্মানিতি রাজনি। বর্দ্ধতা মিতি বৈশ্যেষু শূদ্রেত্বারোগ্য মেবচ "॥ এতদা কর্ণনে তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রীমন্মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তদুত্তর স্বরূপ যে ব্যবস্থা পত্রিকা লিখিয়া

দেম, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ যে এতদ্দেশীয় কায়স্থগণ শ্রীশ্রীভগবন্মন্বাদ্যুক্ত করণ শব্দ প্রতিপাদ্য ক্ষত্রিয় বর্ণ, অপর অমরোক্ত করণ দেশান্তরে শূদ্র কায়স্থ নামে বিখ্যাত, অপকৃষ্ট দাস্য কর্ম্মকারী, ইহাতে সম্পাদক মহাশয় কি বিবেচনায় "কায়স্থজাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান,, অর্থাৎ জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় এমত অসঙ্গত বাক্য লিখিলেন, তাহা বলুন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের অর্থ কি জাতি ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় হইতে পারে, যে অর্থাৎ লিখিয়া ব্রাত্যের অর্থ জাতি ভ্রষ্ট ঘটাইয়াছেন, অতএব তাহার অর্থ ঘটে নাই অপর কায়স্থ অন্যান্য শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই যে সম্পাদক লিখিয়াছেন, ইহা তর্কচূড়ামণির ব্যবস্থায় কোন্ শব্দার্থ দ্বারা সন্ধান পাইলেন, তাহা বলুন, তর্কচূড়ামণির ব্যবস্থায় অমরোক্ত করণাপেক্ষয়া ব্রাত্যাম্বষ্ঠ বৈশ্যাপেক্ষয়াচোৎকৃষ্ট ইহাই লিখিত আছে, অস্যার্থে অমরোক্ত যে সঙ্কর করণ তাহা হইতে এবং সংস্কার হীন অম্বষ্ঠ বৈশ্য হইতে উৎকৃষ্ট ইত্যর্থ দেদীপ্যমান হইতেছে, অতএব ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির আনুকূল্য হয় নাই, সম্পাদকের এই যে লেখা ইহা সঙ্কর কায়স্থ পক্ষে উচিত ছিল, রাজপক্ষে প্রয়োজ্য নহে। ২ দ্বিতীয়তঃ লেখেন, যে "ইহা পণ্ডিত বর্গের নিকট এবং বিজ্ঞ২ মনুষ্য বর্গের নিকট ব্যক্ত করিবার কারণ নলডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের প্রেরিত উক্ত ব্যবস্থা পত্রের প্রতিরূপ পত্র এবং সাধুভাষা দ্বারা তাহার ভাবার্থ প্রকাশক পত্রের প্রতিরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে,, যথা।

প্রকৃত ব্যবস্থা অন্যথা করিয়া যে মনোগত ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, তদবিকল এই যে। করণ সঙ্কো জাতি বিশেষো দ্বিবিধস্তত্রৈকঃ শূদ্রাবিশোস্তু করণ ইত্য মরোক্তো বৈশ্যাচ্ছূদ্রা গর্ব্ভোৎপন্নঃ সঙ্কর জাতীয়ঃ। অপ রস্তু ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এবচেতি মনূক্তো ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানঃ ক্ষত্রিয়া গর্ব্ভোৎপন্নঃ য এব কায়স্থোব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এবং করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধে না তথা শূদ্রা বিশোঃসুত ইতি রভসকোষে কায়স্থ করণ শব্দয়োরেক পর্য্যায়ত্ব দর্শনাৎ। লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিক মসাক্ষিকঞ্চ রাজনি করণে তন্নি যুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিক মিত্য নেন বিজ্ঞনা রাজকার্য্য কারিত্ব রূপোৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রতি পাদনা দস্যাবমরোক্ত করণাপেক্ষয়াব্রাত্য বৈশ্য সন্তানা-পেক্ষয়াচোৎকৃষ্ট ইতি বিদ্বষাং পরামর্শঃ।

উত্তর। সম্পাদক উক্ত ভূমিকা করিয়া তর্ক চূড়ামণি ঠাকুরের দত্ত ব্যবস্থা পত্র বলিয়া যে এক ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবার্থ পত্রিকা প্রকাশে উক্ত ঠাকুরের নির্ম্মল যশে কলঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন, বাস্তবিক ঐরূপ ব্যবস্থা পত্র আদৌ তর্কচূড়ামনি ঠাকুর মহাশয় দেন নাই, তাঁহার দত্ত ব্যবস্থা পত্রের স্থানেং অনেক রূপান্তর করিয়া এবং তদর্থে অনর্থ ঘটাইয়া ঐ ঘটায় চন্দ্রিকা কেন মলিনা করিতেছেন, তাঁহার ব্যবস্থা পত্রানুলিপী প্রেরক ত্রিলো-চন হইয়া ত্রিলোচন নাম ধারণ করিয়া আলোচনা বহুহে আলোচন বৎ প্রকৃতার্থ পর্য্যালোচনে বঞ্চিত হইয়া

ছেন, যেহেতুঃ মিথ্যা ব্যবস্থা সাজাইয়া তন্মিথ্যার্থ অনু-বাদ করিয়া লিখিয়াছেন, এক্ষণে সম্পাদকের ভ্রান্তি শান্তি কারণ শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত ব্যবস্থা পত্রানুরূপ নিম্নভাগে লিখিতেছি, এবং মূল ব্যবস্থা পত্রিকা পাতুরিয়া ঘাটার রাজবাটীতে রাজ কার্য্য কারক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ নন্দির নিকট সপ্তাহ রক্ষিতা হইল, যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্র গমন পূর্ব্বক দৃষ্টি করতঃ সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

অথ শ্রীমন্মহারাজ সমীপে তর্কচূড়ামণি প্রদত্ত মূল ব্যবস্থার অনুরূপ, করণ সংজ্ঞকো জাতিবিশেষো দ্বিবিধঃ শূদ্রা বিশোস্তু করণ ইত্যমর সিংহোক্তো বৈশ্যাচ্ছূদ্রা গর্ব্ভোৎপন্নঃ সঙ্কর জাতীয়ঃ শূদ্রকায়স্থতয়া দেশান্তরে প্রসিদ্ধোঽপকৃষ্ট দাস্যাদি কর্ম্ম কারকঃ, অপরস্তু ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচেতি মনূক্তঃ সবর্ণা গর্ব্ভজাত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানঃ সএব কায়স্থো ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ, এবং করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধেনা তথা শূদ্রা বিশোঃ সুত ইতি রভস কোষে কায়স্থ করণ শব্দয়োরেক পর্য্যায়ত্ব দর্শনাৎ, সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাচ্চ। লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিক মসাক্ষিকঞ্চ রাজাধি করণে তন্নি-যুক্ত কায়স্থ কৃতং তদক্ষর চিহ্নিতং রাজ সাক্ষিকং লিখ্য-নেন বিষ্ণুনা ক্ষত্রিয় কার্য্য কারিত্ব রূপোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রতি পাদনাদসাবমরোক্ত করণাপেক্ষয়া [illegible]

ক্ষয়াচোৎকৃষ্ট ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ, লিখন মিদ মষ্টা ষট্ সপ্তেক পরিমিত শকাব্দীয় সৌরাশ্বিন দ্বাবিংশ দিবসীয়ং।

ভট্টপল্লী গ্রাম নিবাসিনাং শ্রীহলধর দেবশর্ম্মণাং তর্ক চূড়ামণ্যুপাধিকানাং। ভট্টপল্লী নিবাসি শ্রীরামদয়াল দেব শর্ম্মণাং তর্ক রত্নোপাধিকানাং

অস্যার্থঃ।

করণ নামক দুই প্রকার জাতি, তন্মধ্যে এক শূদ্রা গর্ভে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন অমর সিংহ নামক কোষ কারের কথিত জাতি সঙ্কর দেশান্তরে শূদ্র কায়স্থ রূপে বিখ্যাত অপকৃষ্ট দাস্যাদি কর্ম্মকারী। দ্বিতীয় মনুক্ত ক্ষত্রিয়া গর্ভে ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাত তিনিই কায়স্থ, এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয়। যেহেতুক রভসাভিধানে কায়স্থ শব্দ এবং করণ শব্দ উভয়ের একার্থ দর্শন হইতেছে। অপিচ মনূক্ত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ত্বের প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য বচনে সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুরুষ হইতে জাত যে সন্তান তিনি তদ্বর্ণত্বে নিশ্চিত হয়েন। এবং বিষ্ণুসূত্রে লেখনীয় তিন প্রকার প্রথম রাজসাক্ষিক দ্বিতীয় সসাক্ষিক তৃতীয় অসাক্ষিক তন্মধ্যে রাজ নিযুক্ত কায়স্থাক্ষর চিহ্নিত রাজসাক্ষিক শব্দার্থ তস্মাৎ রাজকর্ম্মে নিযুক্তত্ব নিবন্ধন ক্ষত্রিয় কার্য্য কারিরূপও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বিষ্ণুসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন অতএব অমর সিংহ কথিত করণ অর্থাৎ শূদ্র কায়স্থ তদপেক্ষা এবং ব্রাত্য অম্বষ্ঠে বৈশ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এতাবৎ পণ্ডিত বর্গের বিবেচনা সিদ্ধ ইতি। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য এই আনি যে ব্যবস্থা পত্রানুরূপ প্রকাশ করিলাম ইহার

সহিত আপনকার প্রকাশিত ব্যবস্থার মেলন করিয়া মূল ব্যবস্থার রূপান্তর করণের দোষ কাহার প্রতি অর্হে, তাহা সম্পাদক মহাশয় প্রসন্নতা পূর্ব্বক ব্যক্ত করুন্। তৃতীয় লিখেন, যে " উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কারিত্ব প্রযুক্ত ইতর শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কায়স্থ এই ব্যবস্থা পত্রের ভাবার্থ দ্বারা উক্ত রায় বাহাদুরের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির কি উপকার হইয়াছে, বরং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানোৎকীর্ত্তন করাতেই শূদ্রত্ব ব্যক্ত হইতেছে।

উত্তর তর্কচূড়ামণির লিখনে তর্ক করিয়া এক শব্দের অন্যার্থ কল্পনা করণে কেবলশ্রীমন্মহারাজ প্রতি নিন্দা ভাষ করা হইয়াছে এমত নহে, ইহাতে যুষ্মৎ কর্ত্তৃক মহা-মহোপাধ্যায় বিদ্বদগ্রগণ্য দেশ মান্য তর্কচূড়ামণি ভট্টা-চার্য্য মহোদয়ের প্রতি অনভিজ্ঞতা রূপ গ্লানি করা হই-তেছে, যেহেতুক তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের লিখন এই যে অমরসিংহ কথিত করণ অর্থাৎ শূদ্র কায়স্থ তদপেক্ষা এবং ব্রাত্য অম্বষ্ঠ বৈশ্যাপেক্ষা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট, ইহাতে কেবল ইতর শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কায়স্থ, এমত ব্যবস্থা পত্রের ভাবার্থ সম্পাদক মহাশয় কোথা হইতে পাইলেন, যে ঐ সদ্ভাবের অভাবার্থ প্রকাশেঅস্মদের সহিত অপূর্ব্ব সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহারাজের ক্ষত্রিয়-ত্ব প্রাপ্তির উপকার কি হইয়াছে, সম্পাদকের এরূপ লেখা-তে কেবল স্বকীয় কটুবাক্যের পটুতা প্রকাশ করা ভিন্ন অন্য কোন তাৎপর্য্য বোধ হয় না, যেহেতুক স্বভাব সিদ্ধে-র তদ্ভাব সিদ্ধি সাধনের প্রয়োজনা ভাব, অপর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানোৎ কীর্ত্তনে শূদ্রত্ব ব্যক্ত হইতেছে, এরূপ

লেখাতে বোধের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ মাত্র, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান কোন মতে শূদ্র নহেন, তাহা তর্কচূড়ামনির ব্যবস্থায় স্পষ্ট বিদিত আছে, যথা মনূক্ত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্য বচনে সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুরুষ হইতে জাত যে সন্তান তিনি তদ্বর্ণ নিশ্চিত হয়েন। অতএব সম্পাদক মহাশয় এতদবধারিত জ্ঞান করিবেন, যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান শূদ্র নহেন, অধুনা ব্রাত্য ভাব হেতুক বরং অন্ততঃ অপ্রকট ক্ষত্রিয় কায়স্থই বলিবেন এতাবন্মাত্র।

৪ চতুর্থ সম্পাদক হেতুবাদ বলিয়া লিখেন যে "সন কৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেচ,,। উত্তর এই মনুবচন দ্বারা সকল ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তানগণের কিরূপে ক্রিয়ালোপাধীন অর্থাৎ সংস্কার লোপ প্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্তি বোধ হইতে পারে, যেহেতুক "সনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিত্যাদি দশমাধ্যায়ে ৪৩ সংখ্যক মনুবচনের কুল্লূক ভট্ট এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে "ইমাবক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয় জাতয় উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদর্থ দর্শনা ভাবেন শনৈঃ শনৈ র্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ,,। অস্যার্থঃ বক্ষ্যমাণ, শব্দে কথিত হইবেন যে ক্ষত্রিয় জাতি, তাঁহারা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির অর্থ দর্শনাভাব প্রযুক্ত ক্রমশঃ ইহলোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই অর্থ উক্ত ৪৩ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লূক ভট্ট কহিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ঐ দশমাধ্যায়ের ২২ শ্লোকে ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ। নট শ্চ করণ

শ্চৈবেত্যাদি ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তানের উৎপত্তি মনু কহিয়াছেন, অতএব ইহাতে বক্ষ্যমাণ শব্দ দ্বারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান যে করণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ ইনি কদাচ শূদ্রবর্ণে নিবিষ্ট হইতে পারেন না, যেহেতুক সনকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। ইত্যাদি বচনার্থে বক্ষ্যমাণ শূদ্র জাতি মধ্যে ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ কায়স্থ পরিগণিত কদাচ নহেন, ইহা ঐ বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে।

৫ পঞ্চম লেখেন যে " পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দারবাঃ খসাঃ। এই মনু বচন দ্বারা সকল ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তানেরই ক্রিয়া লোপাধান অর্থাৎ সংস্কার লোপ প্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্তি বোধ হইতেছে, বিশেষতঃ খস জাতির নামোল্লেখ করিয়া শূদ্রত্ব কহিয়াছেন, খস আর করণ ইহরা একজাতীয় কেবল দেশ ভেদে নাম ভেদ মাত্র ইহা কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন, যথা একস্যৈব এতানি দেশ ভেদ প্রসিদ্ধ নামানি। অতএব যখন খস জাতির শূদ্রত্ব কহিয়াছেন, তখন তদেক জাতীয় করণ জাতির শূদ্রত্ব কহা হইয়াছে, উত্তর, এই বচন লিখিয়া খস জাতির নাম উল্লেখ করিয়া শূদ্রত্ব যে কহিয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, যেহেতুক মনূক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় যে খস শব্দ, তিনি দন্ত্য সান্ত এবং ঐ মনূক্ত যবনাদি মধ্যে পরিগণিত যে খস শব্দ তাহা তালব্য শান্ত ইহাই শান্ত হইয়া মনু গ্রন্থ দেখিলেই ভ্রান্ত হইবেন না, তবে বর্ণ জ্ঞানাভাবে বর্ণ সঙ্কর বলিয়া যে বর্ণনা করেন, ইহা অল্পখেদের বিষয় নহে। তস্যাতু সৌর

শব্দ বদভয় সকার স্বীকারে খস দ্রবিড়োভয় শব্দ থাকা নিবন্ধন উপলক্ষণাসম্ভব, বরং করণের ক্ষত্রিয়ত্বের দৃঢ় প্রমাণ হইতেছে।

৬ ষষ্ঠ সম্পাদক লেখেন, যে "যদি কহ করণ কায়স্থ যদি ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান হইল তবে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতি হইবেক। ইহার উত্তর। ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান সকলকেই মনু শূদ্র ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার অন্যথা করা মনুষ্যের অসাধ্য. উত্তর ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়ন হীন যে দ্বিজাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা যদি জাতিভ্রষ্ট হইতেন, তবে বেদান্তাদি সূত্রে এবং নানা সংহিতায় তথা স্মৃতি পুরাণাদিতে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন করনের বিধি থাকিতনা, অপিচ ৺ মহারাজ রাজবল্লভ গৃহীত বহু পুরুষীয় ব্রাত্য সন্ততির উপনয়ন গ্রহণের ব্যবস্থায় নবদ্বীপস্থ ৺ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ৺ তিতুরাম তর্কপঞ্চানন ৺ শিবরাম বাচস্পতি ৺ স্মরণ তর্কালঙ্কার ৺ রামহরি বিদ্যালঙ্কার ৺ রাম নাথ তর্কবাগীশ ৺ শঙ্কর তর্কবাগীশ ইত্যাদি ও ত্রিবেণীস্থ ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি ও শ্রীক্ষেত্র নিবাসি ৺ বিন্দুহরণ মিশ্র ৺ দামোদর মিশ্র প্রভৃতি ও মহারাষ্ট্র নিবাসি ৺ ভাস্কর পণ্ডিত প্রভৃতি ও দ্রাবিড় নিবাসি ৺ হলায়ু ব্রহ্মচারি প্রভৃতি ৺ কাশীক্ষেত্র নিবাসি ৺ মণিরাম দিক্ষিত ৺ শ্রীকৃষ্ণ দিক্ষিত প্রভৃতি ও মিথিলা নিবাসি ৺ জীবনতারা ত্রিবেদি প্রভৃতিএবং অন্যান্য নানা দিগ্দেশস্থ ও নানা সমাজস্থ বহু সংখ্যক মহা মহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বাক্ষর করিতেন না, এক্ষণে যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত ব্রাত্য সন্ততিকে জাত্যন্তর কহেন, এবং ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মাচারী হইতে পারেন না, এরূপ কথা বলেন, এবং যদি ঐ পণ্ডিতের বংশাবলি পণ্ডিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আধুনিক কথার বৈপরীত্য ব্যবস্থা পত্রে প্রায় তৎপূর্ব্ব পুরুষের স্বাক্ষরিত দেখাইব, সম্প্রতি ঐ ব্যবস্থা পত্রের প্রতি লিপি পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ নন্দির নিকট সপ্তাহ পর্য্যন্ত সংরক্ষিতা হইল, যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি পাতুরিয়া ঘাটার রাজবাটীতে উক্ত নন্দির নিকট তত্ত্ব করিলে দেখিতে পাইবেন, এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় বলুন যে ৺ মহারাজ রাজবল্লভ গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা বহু সংখ্যক পৌরুষিক ব্রাত্যাম্বষ্ঠের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া সংস্কার হইয়াছে ও হইতেছে কিনা? এবং ঐ দ্বিজাতি অম্বষ্ঠগণ সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছেন কি না, অতএব যেস্থলে ৺ মহারাজ রাজবল্লভ কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদ্বারা এতদ্দেশীয় ব্রাত্যোপনয়ন সহস্রং হইয়াছে, এবং অদ্যাপি হইতেছে সেস্থলে মনুষ্যের অসাধ্য, একথা সম্পাদকের বলা সঙ্গত হয়না। সপ্তম, সম্পাদক মহাশয় রাগত হইয়া লেখেন, যে "উক্ত ব্যবস্থা পত্রের দ্বারা রায় বাহাদুরের ক্ষত্রিয় হওনের কোন আনুকূল্য প্রকাশ হয়নাই কেবল কায়স্থজাতি ইতর শূদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাজকীয় প্রধান কার্য্য কারক ইহাই মাত্র প্রকাশ হইতেছে"। যদি অন্য২ পণ্ডিতের ব্যবস্থার সাহসে উক্ত রায় বাহাদুর ক্ষত্রিয় হওনে উদ্যোগ করিয়া থাকেন তবে সে দোষের ভাগী উক্ত চূড়ামণি ঠাকুর মহাশয় কি প্রকারে হইতে পারেন তবে যে কেহ উক্ত ব্যবস্থা পত্রের

চিদুক্তং তত্ত্বেয়মেব শূদ্রাবিশোর্জাতঃ কায়স্থ ইতি ভরত ব্যাখ্যানং কল্পদ্রুমেঽপি তথা দর্শনাচ্চ। কিন্ত্বয়ং সঙ্কর কায়স্থো দেশন্তরে শূদ্র কায়স্থ তয়া প্রসিদ্ধঃ। পরন্তু তন্মধ্যে দাস্যাদি কর্ম্ম কার্য্যক ইতি লিখনং নাস্তি কিন্তু স্বকপোল রচিত মেতৎ যদি কার্য্যেক ইতিস্যাৎ তদা আদৌ তত্রৈক ইতি লিখনাৎ পুনরেক পদ লিখনং ব্যর্থং স্যাৎ। বচ্চ অপরশ্চ ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছি-বি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এবচ ইতি মনুক্তঃ সবর্ণাগর্ত্ত জাত ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তানঃ সএব কায়স্থো ব্রাত্যক্ষত্রিয়এবং করণংকারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধেনা তথা শূদ্রাবিশোঃ সুত ইতি রভস কোষে কায়স্থ করণয়োরেক পর্য্যায়ত্ব দর্শনাৎ সবর্ণেভ্যঃ স্ববর্ণাস্থিতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাচ্চ অসাবমরোক্ত করণা-পেক্ষয়া উৎকৃষ্ট ইতি দাক্ষিণাত্যসাপন সুন্দরং যতো ঝল্লো মল্লশ্চ ইত্যাদি মনু বচনে কায়স্থস্য নামাপিন শ্রূয়তে কৃত এবং ব্যখ্যায়তে ইত্যুক্তং তদপ্যতীব হেয়ং। করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু কায়স্থেকচবন্ধেনা ইতি রভস কোষেণ করণ শব্দন্য কায়স্থ বাচকত্বাৎ করণং সাধনে গাত্রে পুমার্নশূদ্রা বিশোঃ সুতে। যুদ্ধে কায়স্থ ভেদেঽপিক্লেরং করণমস্ত্রিয়া মিতি শব্দরত্নাকরাৎ। করণং ক্ষেত্র গাত্রেচ সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। বণিগাদৌচ কায়স্থে করণস্তু প্রকীর্ত্তিত ইত্যমর টীকায়াং মথুরেশ ধৃত শব্দ মালাদর্শনাচ্চ মনুনা যচ্চোপনয়ন সংস্কার রহিতানাং বর্ণ সঙ্করত্ব মুক্তং তত্তুল্য দোষ ভাগিতাজ্ঞ পদার্থং নতু বাস্তবং যথা চাণ্ডালো জায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মাংস

ভক্ষণাদিতি নারদীয়ং ত্র্যহেণ শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াদিতি মনুবচনাঞ্চ। বর্ণ সঙ্কর শব্দার্থ বাধাৎ। অধর্মাভি ভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বাষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্করঃ। সঙ্করো নর কায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চেত্যাদি ভগবদ্বাক্যৈক বাক্যত্বাচ্চ। যচ্চাপর মুক্তং কায়স্থে কচবঙ্গেনা ইত্য ত্রাণায়াঃ সামানাধিকরণ্যে নাঞ্চয়ো নত্তপ্রাত্যকে নেতি তেনাত্মনো বৈয়ধিকরণ্য মাত্রং প্রকাশিতং অনভিজ্ঞতাচ উক্ত শব্দরত্নাকরাদি বিরোধাৎ কায় কারস্থ কর্ম্মস্বিতি বিশ্ব কোষে তাদৃশান্বয় ভ্রান্ত্য যোগাচ্চ অন্যথা করণং কারণে কায়ে ইত্যত্রেষান্ পাত্রে শিশৌ পোতঃ প্রেতঃ প্রাণ্যন্তরে মৃতে ইত্যাদিষু চ সামানাধি করণ্যেনান্বয়ঃকথং নস্যাৎ আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃসদারকা ইত্যাদ্বগ্নিপুরাণ বচনমপ্রামাণিকং এব মন্যক্রুত্রয়ামলাদি বিরুদ্ধ বচন মপি মুখতোস্য ব্রাহ্মণাৰ্জাতা বামতোস্য স্ত্রীজাতা ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধত্বাৎ ব্রাহ্মণো নামাঙ্গতো জাতত্বাৎ স্ত্রীণাং বামেতি নামাসীদিতি প্রসিদ্ধার্থ বাধাচ্চ অত্র প্রমাণং যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানিতু। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হিতামসী। কাপিলং পঞ্চ রাত্রঞ্চ যামলং বামমাশ্রিতং। এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিতু। বেদ শাস্ত্রাভিযোগেন মোহয়ন্তোহনানবান্। ময়াসৃষ্টানি শাস্ত্রানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে ইতি কূর্ম্ম পুরাণং পরন্তু আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বো বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্ছূদ্রশ্য সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্যচ সেবকঃ। হীমনামা সুতস্তস্য

প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ। কায়স্থ স্তস্য পুত্রোহং ভূর্ব্বভব লিপি কারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্নিধৌ। চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈশ্যতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে। ইত্যাগ্নি পুরাণে বচন দর্শিভিঃ। কস্য চিন্মতেন যদি চিত্রগুপ্তস্য শূদ্রত্বং স্যাৎ তদা তন্মতে দ্বিজাতি কর্ত্তৃক সর্ব্ববাদি সিদ্ধ পিতৃ তর্পণ প্রাক্কর্ত্তব্য চিত্রগুপ্ত তর্পণং নস্যাৎ। ব্রাহ্মণঃ পিতৃ তর্পণানন্তরং ভীষ্ম তর্পণং কুর্য্যাৎ অত্রবীজং বর্ণ জ্যৈষ্ঠ্যমিতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখনাৎ তেষাং প্রামাণিকত্বে দেশান্তর প্রসিদ্ধ শূদ্রকায়স্থ পরতয়া ব্যাখ্যেয়ানি এবমন্যানি বিরুদ্ধ বচনানীতি নব্যাং মতম্। আন্দুল নিবাসি বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মণাম্।

এষামর্থ।

কেহ কহেন যে করণ নামক জাতিবিশেষ দুই প্রকার তন্মধ্যে শূদ্রা গর্ভে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন অমরসিংহ নামক কোষকারের কথিত জাতিসঙ্কর দেশান্তরে শূদ্র কায়স্থ রূপে বিখ্যাত অপকৃষ্ট দাস্যাদি কর্ম্মকারী একপ্রকার। ইহা মনোরম নহে বলিয়া শূদ্রা বিশোস্তু করণ এই অমরাভিধানোক্ত বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভে উৎপন্ন করণ জাতি বিশেষের কায়স্থত্ব বোধক প্রমাণ নাই, এইরূপ যেকেহ কহিয়াছেন তাহা নিতান্ত হেয় যেহেতুক শূদ্রগর্ভে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন কায়স্থ ইহা অমর টীকাকার ভরত মল্লিক মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন কল্পদ্রুম গ্রন্থে তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু এই কায়স্থ জাতিসঙ্কর দেশান্তরে

শূদ্র কায়স্থ রূপে প্রখ্যাত। পরন্তু এতন্মধ্যে দাগ্যাদি কর্ম্ম কার্য্যক এইরূপ কাহার লিখন নাই স্বকীয় আরোপিত রচিত মাত্র। যদ্যপি কার্য্যেক লেখনে একার পতিত হইয়া কার্য্যক হইয়াছে বলেন তদা পূর্ব্বে তত্ত্রেক শব্দ লিখন প্রযুক্ত এক শব্দের পুনর্লিখন ব্যর্থ হয়। অপর ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীগর্ভে দেশ ভেদে ঝল্ল মল্ল নিচ্ছিব নট করণ খস দ্রবিড় নামক উৎপন্ন হইলেন এই মনুক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান যে করণ তিনিই কায়স্থ উপনয়ন সং-স্কার হীন ক্ষত্রিয় জাতি যেহেতুক ক্লীবলিঙ্গ করণ শব্দার্থ কারণ, কায়, সাধনইন্দ্রিয় কর্ম্ম, এবং পুংলিঙ্গ করণ শব্দার্থ কায়স্থ ও কেশবন্ধন ইত্যাদি রভসাভিধানে কায়স্থ করণ শব্দের সমানার্থ দৃষ্ট হইতেছে এবং সবর্ণ পুরুষ হইতে সবর্ণা স্ত্রীগর্ভোৎপন্ন যে সন্তান তিনি সেই বর্ণই হয়ে। যাজ্ঞবল্ক্য কহেন এই কায়স্থ অমরোক্ত করণকায়স্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই যাহারা কহিয়াছেন তাহাও সুন্দরনহে বলিয়া ঝল্ল মল্লশ্চ ইত্যাদি মনু বচনে কায়স্থের নাম মাত্র শ্রবণ হইতেছে না, কি হেতু এমত ব্যাখ্যা করেন এই যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত হেয় যেহেতুক কথিত রভস কোষে পুংলিঙ্গ করণ শব্দের অর্থ কায়স্থ ইহা নিরূপণ করিয়াছেন, এবং করণং সাধনে গাত্রে পুমান শূদ্রা বিশোঃ সুতে। যুদ্ধে কায়স্থ ভেদেপিক্ষেত্রেষং করণ মিন্দ্রিয়াং ইতি শব্দ রত্নাকর কোষে পুং এবং ক্লীব উভয় লিঙ্গ করণ শব্দের কায়স্থ বাচকতা প্রকাশ আছে। করণং ক্ষেত্র গাত্রেচ সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। বণিগাদৌচ কায়স্থে করণস্তু প্রকীর্ত্তিত ॥ ইতি অমর

টীকাকার মথুরেশ ধৃত শব্দমালাকোষে পুংলিঙ্গ করণ শব্দার্থে কায়স্থ দৃষ্ট হইতেছে। অপর মনু কর্ত্তৃক উপনয়ন সংস্কার রহিত ব্রাহ্মণাদির যে বর্ণ সঙ্করত্ব উক্ত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নহে কেবল বর্ণ সঙ্কর তুল্য দোষ ভাগিত্ব নির্ব্বন্ধন নিন্দাবাদ মাত্র যথা চাণ্ডালোজায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মাংস ভক্ষণাৎ। ইতি নারদীয় পুরাণে কার্ত্তিক মাসে মাংস ভক্ষণ করিলে চাণ্ডাল হয় কহিয়াছেন এবং ত্র্যহেন শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ ইতি মনু বচনে তিন দিবস ব্রাহ্মণে দুগ্ধ বিক্রয় করিলে শূদ্র হয়েন প্রকাশ আছে কিন্তু কার্ত্তিকে মাংস ভোক্তি ব্যক্তি কি চাণ্ডাল এবং দিন ত্রয় ক্ষীর বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ কি শূদ্র হইবেন এমত নহে, ইহা শাসনার্থ নিন্দাবাদ মাত্র। যদি ইহার অন্যথা কহেন তবে বর্ণ সঙ্কর শব্দার্থের বাধ হয়, যেহেতুক বর্ণ সঙ্কর শব্দার্থ উভয় পৃথক্ বর্ণ মিশ্রিত জাতি ইহা উভয় সমান বর্ণ পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অপিচ ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন মহাশয় কহিয়াছেন, যে হে কৃষ্ণ অধর্ম্মাক্রমণে কুলস্ত্রী সকল অতি দুষ্টা হয়েন, তাহা হইলে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্নহয়, সেই সঙ্কর কুলনাশক এবং কুল এই উভয় পক্ষের নরকের নিমিত্ত হয়েন। এই গীতায় সঙ্করের দোষিত্ব তুল্যরূপ দৃষ্ট হইতেছে, পুনশ্চ কায়স্থে কচবন্ধেনা এইস্থলে দেহস্থিত যে কচবন্ধ তদ্বিষয়ে করণ শব্দ পুংলিঙ্গ হয়েন এই যথার্থ কায়স্থ জাতি বিশেষে তথা কচবন্ধনে পুংলিঙ্গ হয়েন এরূপ অর্থ নহে এই যে কহিয়াছেন তদ্দ্বারা স্বকীয় বিপরীতার্থ কথন রীতি মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু জ্ঞানেরো বৈধম্য প্র-

কাশ হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে প্রাগুক্ত শব্দ রত্নাকরাদি গ্রন্থ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং কায় কায়স্থ কর্ম্মসু॥ এই বিশ্বকোষে তজ্রূপার্থ ভ্রান্তির কোন রূপে যোগ হয় না, অন্যথা করণং কারণে কায়ে এই স্থলে এবং যান পাত্রে শিশৌ পোতঃ প্রেতঃ প্রাণান্তরে মৃতে ইত্যাদি স্থলে উক্ত বিপরীতার্থ কথন কেন নাহয়। এবং অ[illegible]ী প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্দ্বিপ্রাঃ সদারকা ইত্যাদি অগ্নিপুরাণ বচন তথা রুদ্রজামলাদি বিরুদ্ধ বচন প্রামাণিক নহে যেহেতুক ইহাতে শ্রুতি বিরোধ হয় কারণ বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম বামাঙ্গ হইতে স্ত্রীর জন্ম তদর্থে স্ত্রীগণের নাম বামা এই যে প্রসিদ্ধ আছে সেই শব্দার্থেরো বাধ হয় অগ্নি পুরাণে মুখ হইতে স্ত্রীর জন্ম কথিত আছে অতএব ইহাতেই শ্রুতি বিরোধ হইল এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য কূর্ম্ম পুরাণে কথিত আছে সেই পুরাণ বচনার্থ এই যে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র এই লোকে দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে নিষ্ঠা নরকের প্রতি কারণ হয়েন সেই বিরুদ্ধ শাস্ত্রের বিবরণ বামাচারাশ্রিত কাপিল পঞ্চরাত্র যামলাদি শাস্ত্রগণ মোহনিমিত্ত হয়েন অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র মূলক জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য গণকে ইহলোকে মুগ্ধকরেন এবং ভগবতী কথিত তাদৃশ শাস্ত্র সংসাররূপ সাগরে মনুষ্য গণের মোহনার্থ হয়েন। পরন্ত কথিত অগ্নিপুরাণ বচন প্রমাণে চিত্রগুপ্তের শূদ্রত্ব যে উৎকীর্ত্তন করিয়াছেন যদি সেকথা সত্য হয় তবে তন্মতে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ দ্বিজাতি মাত্র কর্তৃক পিতৃতপণ পূর্ব্ব কালীন চিত্রগুপ্ত তর্পণ

ব্যবস্থা হইতে পারেনা যেহেতুক ব্রাহ্মণ পিতৃ তর্পণান্তে ভীষ্ম তর্পণ করিবেন কারণ ব্রাহ্মণে বর্ণশ্রেষ্ঠতা এইরূপ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিখন আছে অতএব চিত্রগুপ্ত শূদ্র মধ্যে কদাচ পরিগণিত হইতে পারেন্ না। এবং অগ্নি পুরাণাদি বচন যদি প্রমাণ হয় তবে দেশান্তর প্রসিদ্ধ শূদ্র কায়স্থ বিষয়ে ব্যাখ্যা উচিতা হইবেক, এবং ঐ রূপ অন্যান্য বিরুদ্ধ বচনেরো ব্যাখ্যা ঐ শূদ্র কায়স্থপরা করণীয়া এই পণ্ডিত বর্গের অভিমত ইতি।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৬ মাঘ ১২৫৩সাল।

অথ মহানবমী সম্পাদকন্যাভাস।

অস্মদাদির বৃদ্ধ মিত্র মিত্র, মহাত্মা দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র প্রায় সচ্ছূদ্র জনক জননী হইতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাধীন ক্ষত্রিয় হইয়াছেন বরং বিশ্বামিত্রাপেক্ষাও মিত্রের ক্ষমতা অধিক বলিতে হয়, কেননা তিনি বৃদ্ধ বাদে নিরাকৃত হইয়া নানাতীর্থে তীর্থবিহিত নিয়মাচারে মহোগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে বশ্য করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ইনি অবিবাদে অতপস্যায় অনিয়মাচারে মেং মুরক্রাফ্ট সাহেবের প্রসাদাৎ শিমলা সবাথু ও তাৰ্ব্বতীয় পর্ব্বত ভ্রমণ পূর্ব্বক স্বয়ং বর্ম্মা হইয়া পুনর্ব্বার আর কতক গুলীন ঘোষবসু মিত্র সন্তানকে কৌশল ক্রমে স্বমতাবলম্বী করত বর্ম্ম শর্ম্ম দান করিয়াছেন সুতরাং বিশ্বামিত্র হইতে মিত্রের ক্ষমতা অধিক হইল। এইক্ষণে দৃষ্ট হয় যে তন্মতাবলম্বিরা স্ব স্ব নামে বসুবর্ম্মণ, দত্ত বর্ম্মণ; লিখিয়া থাকেন ইহাতে তাঁহার দিগের লজ্জা সজ্জা না হইয়া বরং অভিমানের অঙ্গ পুর্ত্তি হইতেছে, ফলতঃ তদ্দ্বারা জনপদের

হাস্যাস্পদ হইতেছেন তৎপ্রতি ভ্রমেও দৃক্‌পাত করেন না. এবং সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব বলিতে পারেননা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন, চিত্রগুপ্ত দ্বারা জাত কায়স্থ জাতির জন্ম বিবরণ পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডেও কুলজ্ঞ গণের বংশাবলি গ্রন্থে লিখিত আছে কিন্তু তাঁহারদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন গ্রন্থে বর্ণনা নাই, তবে শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের নিমিত্ত আপনারদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করণের কি ইষ্টাপত্তি বুঝিতে অশক্ত, যেহেতু পতিত ক্ষত্রিয় কায়স্থ হইতে শ্রেষ্ঠ জাতি নহে, কায়স্থ জাতিকে যে শূদ্র কল্পনা করা যায় তাহার তাৎপর্য্য এইযে “ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ : চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ,, । এইজাতি চতুষ্টয় ব্যতিরেকে পঞ্চজাতি নাথাকাতে কায়স্থ জাতিকে শেষ জাতি ভুক্তকরিয়া পূর্ব্বের ব্যবস্থাপক ঋষিগণ তাঁহার দিগের প্রতি সৎ শূদ্রত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক পুরোহিত্ত দান করিয়াছেন, তদবধি ঐ জাতি আদরণীয় হইয়াছেন, যাঁহারদিগের সংসৃষ্টতায় ও দানাদি গ্রহণে ব্রাহ্মণেরা অপবিত্র নহেন তাঁহারদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিতে হইলে যেমত পতিত ব্রাহ্মণের সংসর্গ দোষে ও দানাদি দ্বারা বেদবিৎ বিপ্র পতিত হয়েন, সেইরূপ পতিত্ত ক্ষত্রিয়ের সংসৃষ্টতায় ও ব্যবহারে এবং দানাদি গ্রহণে বিপ্রজাতির উৎকৃষ্টত্বের হানি অবশ্য হইতে পারে কায়স্থ জাতিকে শূদ্র জাতিতে গণনা না করিলে যেরূপ চারি জাতির অনুলোম বিলোমে বষ্টি প্রকার বর্ণসঙ্কর হইয়াছে

তেমন ঐ জাতীয় অনুলোম বিলোমে অন্যজাতি বর্ণ-সঙ্কর সম্ভব হইত তাহার অভাব প্রযুক্ত একজাতি স্বা-কারে ও উত্তমতা বিধানে ব্যবহৃত হইয়াছে স্বকর্ম্মদোষে কোনজাতিজ মনুষ্য পতিত বা জাতিচ্যুত হউক ফলতঃ অপাগমতাকালেও জাতীয় ব্যবহার লক্ষণে অপরিত্যক্ত থাকে, অগ্রদানির ও সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণের শুদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় সন্ধ্যাবন্দনাদি ও যজ্ঞসূত্রধারণের বৈলক্ষণ্য নাই, ইহাতে কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইলে তাহার দিগের ক্ষত্রিয়াচার ও পবিত ধারণের অভাব হইতনা; আদিশূর রাজ যজ্ঞে আহূত পঞ্চব্রাহ্মণ সন্তানেরা এতদ্দেশে বাস করত কাল বশতঃ অপবিত্রাচার হইলে ও জাত্যুক্ত সমস্ত লক্ষণের ও যজ্ঞসূত্র ধারণের ও গর্ভাধানাদি দশ সং-স্কারের অভাব হয়নাই, অথচ সমকালে আগত পঞ্চ কায়স্থের সন্তান দিগের পবিত ধারণাদি পবিত্র লক্ষণ অসাধারণ রূপে কে নিবারণ করিয়াছে, এবং ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহার দিগকে যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ কেনউক্ত রাজা আনয়ন করিবেন এতদনুমানে তাহারা যে সচ্ছূদ্র তাহার সংশয় নাই, অতএব বিপ্রের আদরণীয় বিপ্র ভক্তসচ্ছূদ্র জাতিকে অধম ক্ষত্রিয় বলা প্রলাপের বাক্য বলিতেছয়, পরন্তু বিশেষানুমান ও প্রমাণ দ্বারা যাহারা আপনারদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান জানিয়াছেন তাঁহারা পুনর্ব্বার কিপ্রকার পবিত্র ক্ষত্রিয় হইতে যত্ন করেন, যদিবল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র হওনের পন্থা আ-ছে, উত্তর ইহাও সঙ্গতনহে, কেননা পাপকর্ত্তা প্রায়শ্চিত্ত

দ্বারা স্বকৃত দুষ্কৃত হইতে বিমোচিত হইতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষের পাপ মোচন হইতে পারে না, তাহা হইলে অগ্রদানি ও পতিত ব্রাহ্মণেরা বিশেষতঃ চণ্ডালেরা তাহার দিগের আদি জনক শূদ্র ও জননী ব্রাহ্মণীর ব্যভিচার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কেন পবিত্র না হয়। যদিচ অভীষ্ট প্রদ তপোদ্বারা ইহলোকেই দেবত্ব বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়াযায় কিন্তু নব্য বর্ম্ম দিগের কেবল নামান্তে বর্ম্মন ও পদমোচ্চারণ রূপতপন্যায় ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, যদি একের উপাধি অন্য ব্যক্তি ধারণ ও একের উচ্চার্য্য বস্তু উচ্চারণ করিলেই তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হয় তবে ভট্টগণ স্বাধীন ভূপতির উপাধি মহারাজ ও চক্তি প্রাচীন ফিরাঙ্গিরা ঠাকুর উপাধি ধারণ করিয়া কেন ভূপতি ও ভূদেব না হয়েন, যাহাহউক বাতোন্মনব্যাধিত মিত্র বাবুর প্রলাপাপনোদনার্থে কতিপয় কারুণিক মহাশয় যেমুষ্টি যোগ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে প্রকটন করিলাম যদি তদ্দৃষ্টে মিত্রজের রোগ শান্তি না হয় তবে আগামিতে উক্ত মহাশয় উপযুক্ত ঔষধ বিধান করিবেন।

কায়স্থ বিষয়ক।

ভূদেবস্য প্রস্তাব।

কায়স্থ বিষয়িকা ব্যাখ্যা এমতি মহতী সুদীর্ঘা যে তাহার সংক্ষেপও বাহুল্য হয়, স্থূল এই যে ইদানীন্তন কেহ২ কহিয়াছেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় কিন্তু আমরা তাহা মানিনা বরং নির্ভয়ে বলি যে কায়স্থ শূদ্র হয়। আমারদের প্রতিপক্ষ বিজ্ঞবরেরা আপনারদের অভিমত সং

স্থাপনার্থ যাহা কহিয়াছেন তাহা অগ্রে খণ্ডন, পশ্চাৎ স্বমত মণ্ডন করিব, অন্তে ব্যবস্থা প্রকাশিব। আদৌ পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞবরেরদের উক্তি অন্যথা জন্য ত্রিবিধ প্রস্তাবকরি।

প্রথম প্রস্তাব।

আগম, নিগম, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা, মীমাংসা, প্রভৃতি অসীম শাস্ত্ররূপ অকূল সিন্ধু সলিলে নিমজ্জন পুরঃসর শ্রীযুত তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি বিজ্ঞবরেরা অন্বেষিয়া অনুসন্ধিয়া কেবল একিপ্রমাণ রত্ন লাভ করিয়াছেন তদ্যথা, ঝল্লো মল্লোশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ,,। অস্যার্থঃ। ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড়, এই সপ্তজাতি ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার বিহীন ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং কহিয়াছেন যে রভসাদিকোষ প্রমাণে পুংলিঙ্গ করণ শব্দার্থ কায়স্থ দেখিতেছি সুতরাং করণ যে কায়স্থ উঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জনক জননী হইতে সম্ভূত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় সিদ্ধান্ত হইলেন,,। এতদপ্যতীবামূলকং অর্থাৎ একথা নিতান্তামূলিকা তদ্ধেতু মহর্ষি মহাজন কর্ত্তৃক উক্ত মনুবচনোক্ত সপ্ত প্রকার জাতি সকলি অন্ত্যজ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তৎ প্রমানং ভক্তি রসামৃত সিন্ধোর্ব্বহুদুর্গম সঙ্গমনী টীকায়াং শ্রীজীব গোস্বামী ধৃত স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে গৌতম বচনং যথা। অন্ত্যজা

অপি তদ্রাষ্ট্রে শংখ চক্রাঙ্ক ধারিণঃ সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভূঃ॥ কেতে অন্ত্যজাঃ তৎপ্রমাণং মাহ রেবাখণ্ডে বিষ্ণুং প্রতি গৌতমঃ। কিরাতাঃ পুক্কসাঃ মেধাঃ খসাশ্চ করণাঃ কিরাঃ। নিচ্ছিবাঃ বাহ্লিকাশ্চৈব পুলিন্দাঃ কঙ্করা নগাঃ॥ ১॥ অপরন্তু পরশু রাম পদ্ধত্যাং প্রথমাধ্যায়ে সগরং প্রতি পরশু রাম বাক্যং॥ চর্ম্মকারঃ করাচশ্চ কপালী শবর স্তথা। পুলিন্দো মেধ ভল্লশ্চ ঝল্লো মল্লশ্চ খারকঃ॥ কুন্দকারঃ কাণ্ডকারঃ ভোখলো মৃত-পস্তথা। কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খশো দ্রবিড় এবচ। চণ্ডালো হড্ডীপশ্চৈব অন্ত্যজাদধমাঃ স্মৃতাঃ॥ এষামর্থঃ। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর দুর্গম সঙ্গমনী নাম্নী টীকাতে স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের গৌতমোক্ত বচন শ্রীজীব-গোস্বামী কর্ত্তৃক ধৃতহইয়াছে তদ্যথা, তদ্দেশস্থ অর্থাৎ দ্বারকাস্থ শংখচক্র ধারী যে অন্ত্যজ সকল তাহারাও বৈষ্ণবী দীক্ষাতে দীক্ষিত প্রায় হইয়াছে। সেইসকল অন্ত্যজ কে বটে ইহার প্রমাণ উক্ত পুরাণের রেবাখণ্ডে শ্রীবিষ্ণু প্রতি শ্রীগৌতম বচনযথা। কিরাত, পুক্কস, মেধ, খস, করণ, নিচ্ছিব, বাহ্লিক, পুলিন্দ, কঙ্কর, নগ, এই সকল অন্ত্যজ হয়। অপরন্তু পরশু রাম পদ্ধতির ১ অধ্যায়ে অন্ত্যজ জাতির নামাবলি সগর রাজার প্রতি পরশু রাম কহিয়াছেন যথা। চর্ম্মকার, করাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্ল, মল্ল, খারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ভোখল, মৃতপ, কিরাত, নিষাদ, খস, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হাড়ী,। এই সকল অন্ত্যজ জাতি নিতান্তাধম। উক্ত জাতি সমগ্র মধ্যে কতক

এতদ্দেশে কতক দেশান্তরে কতক পর্ব্বতে অধিবাস করে ॥ উক্ত বিজ্ঞবরেরা এই প্রমাণে কি অকাট্য অখণ্ড্য বলিয়া মানিবেন না, যদি না মানেন তবে আমরা "বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং নভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং,,॥ এই শ্লোক পাঠ করিব। যদি মানেন তবে এই নিবেদন করিব যে যখন মুনিরদের সিদ্ধান্ত বাক্যে করণ জাতি অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য হইয়াছে তখন সেই অপকৃষ্ট জাতিকে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া ফলতঃ শূদ্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া অকার্য্য হইয়াছে কি না তাঁহারাই বিবেচনা করুন, ফলিতার্থ যে স্বাভাবিক কুরূপ সেসকল বসন ভূষণ দ্বারা সুরূপ হইতে পারে না। যদিবল ঝল্ল মল্ল নিচ্ছিবি নট খস দ্রবিড় এইছয় জাতি অন্ত্যজ বটে কিন্তু করণ নহে, উত্তর পুংলিঙ্গ করণ যে অন্ত্যজ তাহা গৌতমোক্ত বচন দ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি তবুতু যদি তন্মতে করণ অন্ত্যজ নাও হয় তথাপি অন্যং অন্ত্যজ সহিত এই করণের এক পর্য্যায়ত্ব দর্শনাৎ গৌরবের হানি হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ করণকে বিজ্ঞ বরেরা যেমন স্বর্ণ চক্ষে দেখিতেছেন তেমনি যদি বাস্তবিক হইত তবে ভগবান্ মনু মহাশয় সেই করণ রূপ স্বর্ণকে ঝল্লমল্লাদি অন্ত্যজরূপ লৌহ মধ্যে কখন নিবেশ করিতেন না এবং শ্লোকৈক পাদৈক রূপ আকর মধ্যে উত্তমাধম ভিন্নং ধাতুকে স্থান স্থান করিতেননা ইতি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভূরি২ শাস্ত্র, অসংখ্য শ্লোক, মধ্য হইতে বিজ্ঞ বরেরা ঝল্ল মল্ল যে একটি বচন বাহির করিয়াছেন তাহার নূতনার্থ যদ্রূপ করিয়াছেন তদ্রূপার্থ প্রাচীন পণ্ডিত পরম্পরা কেহ কখ করেন নাই বিশেষতঃ মনুর টীকাকার শ্রীলশ্রী-কল্লূক ভট্ট মহাশয় এমন ব্যাখ্যা করেন নাই যে করণ শব্দ প্রতি পাদ্য কায়স্থ ক্ষত্রিয়। অপিতু ব্রভসাদি কোষ কেবল নাম লিঙ্গানুশাসন বিষয়ে শাসন মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ পক্ষে প্রমাণ নহে বস্তু তস্তু প্রাগ্ লিখিত মনুবচন মধ্যে যে সপ্ত জাতি ধৃত হইয়াছে সে সকলি সঞ্জ্ঞা বাচক শব্দ অর্থাৎ ঝল্ল মল্ল ইত্যাদি যেমন জাতি বিশেষ তন্ন্যায় করণও জাতি বিশেষ অন্ত্যজ, কায়স্থ সে সচ্ছূদ্র তাহা ঐ করণ শব্দ প্রতি পাদ্য জাতি নহে যদি তাহা হইত তবে অন্ত্যজ বিধায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক কিপ্রকার ব্যবহৃত হইতেন বিশেষ মিত্র বাবুর মত সিদ্ধমত হইলে মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে অথবা পুরাণেতে কিম্বা সংহিতাতে কোন স্থানে না কোনস্থানে অবশ্য কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতই, যে স্থলে সম্যক্‌রূপ প্রমাণাভাব সেস্থলে আধুনিকাভিমত অলীক ও অমূলক ভিন্ন অন্য কি গণ্য মান্য হইতে পারে, অপর মনূক্ত করণ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় অথচ অমরোক্ত সঙ্কর কায়স্থকে শূদ্র কহিয়া ব্যবস্থা প্রকাশিতা করিয়াছেন কিন্তু এক কায়স্থ জাতিকে বর্ণ দ্বয় মধ্যে নিবেশ করণ ও শ্রেণ্যন্তরে দ্বিধাকরণ শাস্ত্র

এবং মুক্তির বিরুদ্ধ এইস্থানে ইহাও নিবেদন করিতে হয় যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের স্পষ্ট প্রমাণ যাবৎ তোমরা নাদর্শাইতে পার তাবৎ তোমার দিগের কেবল মৌখিক ভৌতিক বাক্য বিজ্ঞ সমাজে কেন মান্যহইবেক ইতি!

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিজ্ঞবরেরা কোষ হইতে অর্থ-সংগতি পূর্ব্বক করণ শব্দার্থ কায়স্থ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতেও লাভ ব্যতীতহানির বিষয়কি, কেননা যদ্যপি দৃষ্টান্ত হেতু স্বীকার করাহয় যে মনুক্ত করণ যে কায়স্থ জাতি ইহারা ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান, তথাপি সমগ্র ক্ষত্রিয় সন্তান কেই ভগবান্ মনু মহাশয় যে শূদ্র ব্যবস্থাপন করিয়াছেন একথাটাকিসে কাটিবেন, যথা" শনকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ,,। এই মনু বচন দ্বারা সমুদয় ক্ষত্রিয় সন্তানইক্রিয়া লোপাধীন ও সংস্কার রহিতাধীন এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনাধীন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব বিজ্ঞবরেরদের হস্তগত কায়স্থ রত্ন আমূল ক্ষত্রিয় হইলে ও সেমূল নির্ম্মূল হইয়াগিয়াছে ঐ বচনের এইরূপ অর্থ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও মন্যমান করিয়া কলিতে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়াছেন তবে যে বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিয়াছেন যে" ইমাঃ" ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ,, এইপদ বাচ্যে বক্ষ্যমান অর্থাৎ ভবিষ্যতে কথনীয় ক্ষত্রিয় সন্তান প্রতিই প্রযোজ্য, পূর্ব্ব কথিত করণ কায়স্থ পক্ষে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির আশঙ্কা হইতে

পারেনা।, তদ্রূং, কিন্তু বুঝিতে বুঝিবেন যে দশমাধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকে ব্রাহ্মনরাজন্যঃ সপ্তধা সংজ্ঞা যাহা মনু-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে সেনকলি অন্ত্যজ ইহা তচ্ছ্লোকে বিন্যস্ত জাত্যাবলির সাহচর্য্যাধীন বিলক্ষণ নিরীক্ষণ হইতেছে বিশেষতঃ শ্রীবেদব্যাস প্রণীত স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ড ও পরশুরাম পদ্ধতিতে এবং পরাশরোপনি-ষদ্ দৃষ্ট স্পষ্ট কৃতং অতএব শূদ্রাদধম অন্ত্যজের প্রতি শূদ্রত্ব প্রাপ্তিবাদ নিন্দা না হইয়া বরং সাধুবাদ হয় এই কারণে সেই অন্ত্যজ সম্বন্ধে শূদ্রত্ব ভান অনবধান বিবেচনায় মনু মহাশয় উক্ত অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে কহিলেন যে বক্ষ্যমান পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয় সন্তানেরা ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতুত্বাৎ ক্রমেং ইহলোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুকত্ত্বে কি পূর্ব্ব কথিত কি পশ্চাল্লিখিত কোন ক্ষত্রিয়েরি এইক্ষণে ক্ষত্রিয়ত্ব স্থিরনাই, কেহবা অন্ত্যজ কেহবা শূদ্র। অতএব বিষ্ণুপুরাণং। মহানন্দি সুতঃ শূদ্রা গর্ভোদ্ভবোহ তিলুব্ধো মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোহ খিল ক্ষত্রিয়ান্ত কারী ভবিতা। ততঃ শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি বিষ্ণুপুরাণ বচনাৎ মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ এবং বৈশ্যানামপি ইতি স্মার্ত্ত লিখনত্বাৎ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমেব। এষামর্থঃ।। শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণু পুরাণ বচনে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে শূদ্রা গর্ভোৎপন্ন মহানন্দি সুত মহাপদ্ম পরশুরাম বৎ ক্ষত্রিয়ান্ত কারী জন্মিবেক, তাহার পর শূদ্ররাজা হইবেক, অতএব মহানন্দি পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয় ছিল স্মার্ত্ত বাগীশের লিখিত

এই স্বরূপে অধুনা কলিতে ক্ষত্রিয় অভাব প্রযুক্ত তাহার-দেরকে শূদ্র কল্পনা করিতেই হয় ইতি।

এইতো বিজ্ঞবরেরদের ধৃত প্রমাণের কৃত অসদর্থের ভ্রান্তি শান্তি জন্য কিঞ্চিদ্বক্তৃতা করিলাম অতঃপর কায়স্থের শূদ্রত্ব দর্শাই।

—⋯—

প্রথম প্রমাণং।

উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণুপুরাণ বচন যমবচনঞ্চ। শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ। ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ। শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ইতি শাতাতপী যেন শর্ম্মান্ততাচ। যদ্বেষ্ঠং মঙ্গলং কুলে ইতি মনু বচনাৎ। চূড়া কার্য্যা যথা কুল মিতি বামন পুরাণাৎ। চূড়া কার্য্যা যথা কুলমিতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ। দেশানু শিষ্টং কুলধর্ম্ম মুখ্যং সগোত্র ধর্ম্মং নহি সংত্যজেৎ ইতি বামন পুরাণাৎ। সংস্কার মাত্রে কুল ধর্ম্মানুরোধেন কালান্তর মঙ্গল বিশেষা চরণঞ্চ সচ্ছুদ্রাণাং নামকরণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতি যুক্ত নামচ বোধ্যং।

এষামর্থঃ।

উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণুপুরাণ বচন ও যম বচনার্থ এই যে ব্রাহ্মণে শর্ম্মা কি দেবশর্ম্মা ও ক্ষত্রিয়ে বর্ম্মা কি ত্রাতা আর বৈশ্য ভূতি কি দত্ত এবং শূদ্রে দাস কহিবেক। মনুবচনের তাৎপর্য্য এই যেযে কুলের যে আচার তাহাই ইষ্ট আর বামন পুরাণে ও যাজ্ঞবল্ক্য বচন ক্রমে চূড়া কার্য্য কুলাচার ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন করিতে হয়। এবঞ্চ

দেশ প্রচলিত কুল ধর্ম্মই মুখ্য আর স্ব গোত্র ধর্ম্মই অগ্রগণ্য, তাহাত্যাগ বিধেয় নহে ইতি বামন পুরাণাৎ। সংস্কার-মাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধে মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য এবং সচ্ছূদ্র বর্গের নামকরণে বসু ঘোষাদিরূপ পদ্ধতিযুক্ত নাম জ্ঞাপনীয়।

এতাবতা যে স্থলে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টা-চার্য্য মহাশয় কায়স্থকে সচ্ছূদ্র অবধারণ পূর্ব্বক ঐ শূদ্রের দের নামকরণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতি ও দাসকথনের রীতি ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে স্থলে এইক্ষণে নব পণ্ডিত সেই অবধারিত শূদ্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিকীর্ত্তন যে করিয়াছেন এ অত্যাশ্চর্য্য, স্মার্ত্ত বাগীশ মতাবলম্বী শিষ্য হইয়া আচার্য্য মতের বিরুদ্ধাচরণ করণ সর্ব্বথা অক-র্ত্তব্য ইতি।

দ্বিতীয় প্রমাণং।

পরশুরাম সংহিতা জাতিমালায়াং। ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতশ্চ পার্শব স্তুসঃ। বৈশ্যাদ্বল কন্যায়াং করণস্যচ সম্ভবঃ॥ শূদ্রকে ক্ষত্রিয় করণের অদ্ভুত মত যদি শাস্ত্রসম্মত হইত, তবে নানা শাস্ত্র বিশারদ পরম কোবিদ অমর সিংহ মহাশয় অবশ্য করণ কিংবা কায়স্থ শব্দ ক্ষত্রিয়বর্গ মধ্যে নিবেশ করিতেন, যে স্থলে তাহা করেন নাই বরং শূদ্র বর্গ মধ্যে করণ ও কায়স্থ লিপি বদ্ধ করিয়াছেন সেস্থলে কায়স্থ যে শূদ্র ইহা দৃঢ় প্রতি-পন্ন হইতেছে তথাচ শূদ্রাশ্চাবর বর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ

জঘন্যজাঃ। আচাণ্ডালাতু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ। শূদ্রা বিশোস্ত্র করণো হম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥ লিপি বৃত্তিক কায়স্থঃ। অর্থাৎ শূদ্রের নাম শূদ্র, অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্যজ, আর চাণ্ডাল পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠ ও করণাদি বর্ণ সঙ্কর হয় এবং শূদ্রা গর্ভে বৈশ্য হইতে করণ উৎপন্ন আর বৈশ্যা গর্ভে ব্রাহ্মণ ঔরসে অম্বষ্ঠ সম্ভূত হইয়াছে। কায়স্থের লেখন বৃত্তি অতএব "মাতৃবর্দ্ধন সঙ্করাঃ" এই প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ শূদ্র সিদ্ধান্ত হইতেছে ইতি।

তৃতীয় প্রমাণং।

ভবদেব ভট্ট ধৃত হারীত বচনং। গাঙ্গং নতোয়ং কনকংনধাতুস্তৃণং নদূর্ব্বা পাশবো নগাবঃ। প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ। কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ॥ ১॥ ভবদেব ভট্ট ধৃত হারীত বচনার্থ এই যে গঙ্গা জল নহে, কনক, ধাতু নহে, দূর্ব্বা তৃণ নহে, গোপশু নহে, কায়স্থ শূদ্র নহে, সচ্ছূদ্র ইত্যর্থঃ।

চতুর্থ প্রমাণং।

মহারাজ আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষণে নিযুক্ত পঞ্চ কায়স্থ সেইং ব্রাহ্মণের অভিদিষ্ট পুরোহিত গোত্র প্রত্যেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা প্রমাণ সিদ্ধ ও লৌকিক সিদ্ধ বটে, অতএব ঐ কায়স্থ বর্গের ক্ষত্রিয়ত্ব ন্নমাস্তাং শূদ্রত্বই প্রমেয় ইতি।

পঞ্চম প্রমাণং।

মরীচিঃ। যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ। ইতি বামন পুরাণ বচনাৎ। সমরশ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবজ্জ্ঞেয়মিতি বিষ্ণু বচনাৎ। অস্যার্থঃ। মরীচি উক্তি যে স্থানের যে শৌচ ও যে ধর্ম্মাচার থাকে তাহা অবজ্ঞা করিতে হয় না, কেননা সেখানকার ধর্ম্মই সেই প্রকার হয়, ইহা বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত শ্রীবিষ্ণু বচনার্থ এই যে সাধুদিগের সম্বন্ধে সামরিক প্রচলিত আচারই বেদবৎ মান্য; মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও মর্ম্ম এই যে বৃদ্ধ পরম্পরা পিতৃলোকের আচরিত কুলাচার রূপ ধর্ম্ম ত্যাগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রাচীন পরম্পরা সপিণ্ড মরণ জনিত মাসাশৌচ ব্যবহারি গৌড় দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র মতাবলম্বি কায়স্থ বর্ণের শূদ্রবৎ ব্যবহার যাহা পুরুষানুক্রমে গঙ্গা স্রোতের ন্যায় ধারা বাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে এক্ষণে তদ্বিপরীত কল্পনা জল্পনা পূর্ব্বক দ্বাদশাহীয়াশৌচ আচরণের ও উপবীত ধারণের ও বেদ পাঠ করণের পশ্চাতে চলা শাস্ত্র বিরুদ্ধ প্রযুক্ত পাপকৃত বলিতে হইবেক, বস্তুতঃ পৈতৃক ধর্ম্মের বিসর্জ্জন আর আধুনিক ধর্ম্মের অবলম্বন অমৃত ত্যাগে হলাহল গ্রহণ সাদৃশ্য।

যদি কহ মহারাজ রাজবল্লভ যেমন অম্বষ্ঠ দিগের উপবীত চালাইয়াছেন, সেইমত কায়স্থেরো স্কন্ধে সূত্র দিয়া চিরকীর্ত্তি জাগরূক রাখিব এবং যশঃ কৌস্তুভে দেশীয়

সভার শোভা জন্মাইব। উত্তর, তাহা পারিবানা তাহার কারণ এক এই যে অম্বষ্ঠ দিগের জনক জননী দ্বিজাতি দ্বিজাতি প্রযুক্তা তত্তদ্বর্ণের রীত্যনুক্রমে উপবীত বিধান পক্ষে ব্যবস্থা প্রদাতারা একটা আমূল অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কায়স্থ বিষয়ে তাহার অভাব। দ্বিতীয় উক্ত মহারাজ যে বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বজাতীয় বর্গের সম্যক্ সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিদ্যমান বিষয়ে অনেকানেক কায়স্থের অসম্মতি বরং বিরুদ্ধ ভাব দেখিতেছি। তৃতীয় স্বর্গীয় মহারাজ সর্ব্ব বিষয়ে যাদৃশ পরাক্রম ও গুণশালী ছিলেন, তাদৃশ শক্তি ও মহিমা অধুনা প্রায় দেখি না, কাযেই দুঃসাধ্য মান্যমান করিতেই হইল, বিস্তরাবেদনেনাল মিতি।

কৈশ্চিদ্ভূদেবৈঃ।

অথ ব্যবস্থা।

কায়স্থানাং হিতার্থায় ধর্ম্ম সংস্থাপনায়চ। ব্যবস্থা লিখ্যতে চৈষা ভূসুরৈঃ শ্রীত্রিলোচনৈঃ।। শূদ্রা বিশোস্তু করণ ইত্যমর কোষোক্তস্য বৈশ্যাচ্ছূদ্রা গর্ভোৎপন্নঃ করণ ইত্যর্থঃ। করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়-স্থে কচবন্ধেনা তথা শূদ্রা বিশোঃসুতে। ইতি রভস কো-যাক্ত পুংলিঙ্গ করণ শব্দস্য কায়স্থে শক্তির্বিভিন্ন পিতৃ মাতৃকতয়া সঙ্কর জাতীয়ঃ। মাতৃবন্ধন সঙ্করা ইতি শ্রুতেঃ। এবঞ্চ শূদ্রায়াং বৈশ্যাজ্জাতঃ করণঃ। লিপি লেখন বৃত্তিঃ কায়স্থঃ। আচাণ্ডালাৎ সংকীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ। চাণ্ডাল

পর্য্যন্তং অম্বষ্ঠা করণাদয়ো বর্ণ সঙ্করা ইতি রায়মুকুট ব্যাখ্যানাৎ এবঞ্চ শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেহপধ্বংশ জাঃ-স্মৃতাঃ। ইতি বিষ্ণুপুরাণ বচনাচ্চ শূদ্রা মাতৃ জাতস্তু শূদ্রা এব কায়স্থাঃ। কিন্তু দেশ ভেদাদ্ব্যবহার ভেদঃ। বৃদ্ধ পরম্পরা প্রাপ্ত সপিণ্ড মরণজ মাসাশৌচ ব্যবহারিণাং গৌড় দেশীয়ানাং মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মতাবলম্বিনাং কায়স্থানাং শূদ্রত্ব মেব। তথাচ মরীচিঃ। যেসু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্রতন্নাব মন্যেত ধর্ম্ম স্তত্রৈব তাদৃশঃ। ইতি বামন পুরাণ বচনাৎ সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেদিতি বিষ্ণু বচনাৎ। এবং দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং সগোত্রধর্ম্মং নহি সংত্যজেচ্চেতি মনু বচনাৎ যেনাস্য পিতরোজাতা যেন জাতাঃ পিতাবহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তত্রগচ্ছন্ন দুষ্যতীত্যাদি বচনাচ্চ বৃদ্ধ পরম্পরা প্রসিদ্ধত্বেন তেষাং শূদ্রত্ব মেব। নতু ক্ষত্রিয়ত্বং। যথা বিশ্বামিত্রের্ম্মুনি শ্রেষ্ঠৈ স্তপোভিরতি শায়কৈঃ। বৃহ্মর্ষিত্বং নচপ্রাপ্তং দেবর্ষিত্বং সদৈবহি। এবং ভগবান্রাম চন্দ্রোপি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভব রাবণাদির্ব্বধার্থায় ক্ষত্রিয়ত্বং জাহাতিন। এবং যুধিষ্ঠিরাদয়োপি, তথা কায়স্থস্য কুলে জাতঃ শূদ্রএব নসংশয়ঃ। ক্ষত্রিয়ত্বং নচাপ্নোতি ব্রাহ্মণত্বং তথৈবচ। অপরশ্চ ঝল্লো মল্লশ্চেতি মনু বচন শেষস্য ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তানঃ সবর্ণা গর্ভজাতঃ সএব কায়স্থঃ তত্রায়ং দোষঃ তাদৃশস্য কায়স্থত্বে সর্ব্বেষাং ক্ষত্রিয়াণাং সবর্ণা গর্ভজাতত্বেন কায়স্থত্বাপত্তিঃ। উদ্দিশ্য বিধেয় ভাবেনান্বয়ে ব্রাত্য বিশে-

হস্ত রূপ যোগ্যতা বিরহাৎ বহ্নিনা সিঞ্চতীতি বক্তৃ ক্ষ বোধানুপপত্ত্যাপি প্রয়োগাঃ! এবং নানাদেশীন টীকা কৃদ্ভির্ব্বাচস্পতি মিশ্রৈঃ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যাদিভিরপি কুত্রাপি লিখিতত্ত্বেন তস্মিন্‌ বচনস্য তাদৃশী ব্যাখ্যা। সম্প্রতিরণাদর-ণীয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তংকৃত্বা শূদ্রাণানুপনয়ন বিধানে তেষাং প্রণবোচ্চারণ পুরাণ পাঠাদাবিপ্যধিকারঃ স্যাৎ তত্ত্রক্তা সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদীচ্ছতি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো জানীয়াৎ স মৃতোঽধো গচ্ছতি ইতি স্মৃতেঃ অধ্যেতব্যং নচান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ম্বিনা। শ্রোতব্য মিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন ইতি বচনাৎ এবং তেষাং রৌরব গমনং। বস্তুতস্তু ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ। শনৈকেশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেনচ॥ অতএব বিষ্ণু পুরাণং মহানন্দি সুতঃ শূদ্রা গর্ব্ভোদ্ভবোতি লুব্ধো নন্দো মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতাততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি বিষ্ণু পুরাণ বচনাৎ মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীত্‌ এবং বৈশ্যানামপি ইতি স্মার্ত্ত লিখনত্বাৎ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শূদ্রত্বং কায়স্থস্য তদন্তর্গতত্ব করণেপি শূদ্রত্ব মতনৈবাহব্যাতো নরক গমন প্রযোজকক্রিয়া কর্ত্তৃত্বৎপ্রযোজক ব্যবস্থাপারিতৃণপি নরক গমন মব্যাহত মেবেত্য স্যেষাং বিদ্বামপ্যয়ম্পরামর্শঃ।

গদ্য পদ্য ময় বর্ম্ম বিভ্রতী ভারতী স্ফুরতী যস্য কণ্ঠতঃ। বিপ্র তস্য কবিচন্দ্র সজ্ঞয়া তস্য যন্তনয় দেহ সম্ভবঃ সর্ব্ব-শাস্ত্র জ্যেষ্ঠ চান্দ্রেদশী হরিজ্যো গঙ্গাধরেন বিহিতা দ্বিজ সং-

স্কিয়শ্চ। বাল্যাৎ প্রভৃত্যখিল সজ্জন সম্মতস্য ঘস্রস্য নন্দন কবের্হরি নাথ নাম্নঃ তস্য শ্রীল ত্রিলোচনাখ্য তনয়েনৈবা ব্যবস্থাকৃতা গোবিন্দাখ্যকং পুরকে নিবসতা সচ্ছাস্ত্র সমেবাধিতা।

শ্রীত্রিলোচন শর্ম্মণাম্ শ্রীকাশীশঙ্কর শর্ম্মণাম্ তর্ক ভূষণোপাধিকানাম্ তর্ক চূড়ামণ্যুপাধিকানাম্ শ্রীকৃষ্ণধন শর্ম্মাণাম্ শ্রীকালীচন্দ্র শর্ম্মণাম্ তর্কালঙ্কারোপাধি কানাম্ ন্যায় রত্নোপাধিকানাম্।

বঙ্গানুবাদঃ।

কায়স্থ বর্গের হিতের নিমিত্তে এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্যে শ্রীত্রিলোচন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক এই ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।

"শূদ্রা বিশোস্তু করণঃ,, এই যে অমর কোষের লিখন তাহার অর্থ এই যে বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভে করণ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। রত্নসকোষের লিখনাধীন নপুংসক লিঙ্গ করণ শব্দে কারণ, কায়, সাধন, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম, আর পুংলিঙ্গ বাচী ঐ করণ শব্দে কায়স্থ ও কেশবন্ধন তথা শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে জাত সন্তান বুঝায়, এতাবতা পুংলিঙ্গ যে করণ শব্দ তাহার কায়স্থত্ত্বে শক্তি কিন্তু বিভিন্ন পিতৃমাতৃকত্ত্বা হেতুক সঙ্কর জাতীয়, যেহেতুক বর্ণ সঙ্কর মাতৃবৎ হয়, এইমত শ্রুতিতে প্রমাণ আছে, আর শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে জাত যে করণ তাহার লিখন বৃত্তি জানিবেন, সোহি কায়স্থ হয়। চাণ্ডাল পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠ করণ

ইত্যাদি করিয়া যে জাতি সকল তাহারা সংকীর্ণ অর্থাৎ সঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা রায় মুকুট করিয়াছেন, আর তাবদপধ্বংসজ সঙ্কর জাতি শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী ইহা বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, সুতরাং শূদ্রা মাতৃ জাতত্ব হেতুক কায়স্থ জাতি শূদ্র কিন্তু দেশ ভেদে ব্যবহার ভেদ অতএব মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘু নন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতাবলম্বী বৃদ্ধ পরম্পরা প্রাপ্ত সপিণ্ড মরণ জনিত মাসাশৌচ ব্যবহারী গৌড়দেশীয় কায়স্থ বর্গ সম্বন্ধে শূদ্রত্বই প্রমেয়, তাহা মরীচি কহিয়াছেন, যে যে স্থানেতে যে শৌচ এবং যে ধর্ম্মাচার আছে তাহা অবজ্ঞা করিবেক না, ইহা বামন পুরাণে লিখিয়াছেন, আর শ্রীবিষ্ণু কহিয়াছেন যে সাধু দিগের আচরিত যে কার্য্য তাহা বেদবৎ প্রমাণ হয় এবং দেশানুশিষ্ট শ্রেষ্ঠ যে কুলধর্ম্ম ও স্বগোত্র ধর্ম্ম তাহা কদাচ ত্যাগ করিবেক না। ইহা শ্রীমনু উক্ত করিয়াছেন, অপর যে পথে পিতা পিতামহাদি গমন করিয়াছেন, সেই সৎ পথ, তাহাতে সন্তান পরম্পরা গমন করিলে দূষণীয় হয় না, ইত্যাদি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টে বৃদ্ধ পরম্পরা প্রসিদ্ধত্ব হেতুক কায়স্থ দিগের শূদ্রত্বই সিদ্ধ হইল, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হইতে পারে না। যথা বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ অত্যন্ত তপস্যার দ্বারাও ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন না, দেবর্ষিত্ব পাইলেন, শ্রীমদ্রামচন্দ্র রাবণাদির বধ নিমিত্তে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব হইয়া তৎকুলাদির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, যুধিষ্ঠিরাদি ও তদ্রূপ মন্তব্য তদ্বৎ কায়স্থের কুলে জাত যে সন্তান সেশূদ্রই বটে, ইহাতে সংশয় কি এবং ক্ষত্রি-

য়ত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবার বিষয় কি। অপরন্তু ঋজ্ঞ মন্ন এই মনু বচনোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান যে সবর্ণা গর্ভ-জাত হেতুক কায়স্থ সিদ্ধান্ত হইল কহিয়াছেন তাহাতে এই দোষ দেখ যে সেই প্রকার সমগ্র সন্তানের কায়স্থত্বাপত্তি হয় এবং উদ্দিশ্য পদার্থের অন্বয়ের বিরোধ জন্মে ও ন্যায়ের বিরুদ্ধ ঘটে, যেমন বহ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে ইত্যাদি স্থানে শাব্দ বোধের অনুপপত্তি প্রযুক্ত অপ-প্রয়োগ বলা যায় যদি কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান হইত তবে নানা দর্শনের টীকা কারক বাচস্পতি মিশ্র ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়েরা উক্ত মনু বচ-নের তাদৃশী ব্যাখ্যা অবশ্যই করিতেন, যখন প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এরূপার্থ ব্যক্ত হয়নাই তখন আধুনিকা-ভিমত বিজ্ঞবরোক্তা ঈদৃশী ব্যাখ্যা সুবুদ্ধি জনগণের সর্ব্বথা অনাদরণীয়া, আর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শূদ্রের উপনয়ন দ্বারা প্রণবোচ্চারণের ও পুরাণ পঠনের যদি অধিকার হয় এই ইষ্টাপত্তিতে মহান্দোষ অর্হে, যেহেতুক শ্রুতি আছে যে সাবিত্রী প্রণব এবং যজুর্ম্মন্ত্র আরলক্ষ্মীবীজ এসকল যদি স্ত্রী শূদ্র জানে তবে তাহারদিগের অধোগতি হয়, আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে অন্যে বেদাধ্যয়ন করিতে পারে না, শূদ্র কেবল শ্রবণ করিবেক অধ্যয়ন কদাচ করিবেক না। ইহার বিপরীতাচার যে করিবেক তাহারদিগের নিশ্চয় রৌরব নামক নরকে গমন হইবেক, বস্তুতস্তু শনৈকেশ্চ ক্রিয়ালোপাৎ, এই মনু বচন দ্বারা ইদানীং সকল ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্বাবধারণ হইতেছে, অতএব

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীমদ্বেদব্যাস কহিয়াছেন যে মহানন্দি সুত শূদ্রাগর্ভোদ্ভব অতি লুব্ধ মহাপদ্ম নন্দ নামক কোন ব্যক্তি পরশুরামের ন্যায় সমস্ত ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেক সেই হইতে শূদ্র সকল ভূপাল হইবেন, বিষ্ণু পুরাণোক্ত এই বচনাধীন মহানন্দি পর্য্যন্তই ক্ষত্রির ছিলেন এবং বৈশ্য সকলেরও সম্বন্ধে তদ্রূপ ব্যাখ্যা গোচরীভূতা হইয়াছে, এতাবতা যেস্থানে স্মার্ত্তের এই নিয়ম আছে সেস্থলে ইদানীন্তন কায়স্থকে সেই ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত করিলেও অনিবার্য্য শূদ্রত্ব উপস্থিত হইতেছে অতএব নরক গমন প্রযোজক ক্রিয়া কর্ত্তার এবং তৎ প্রযোজক ব্যবস্থাপকের নরক গমন অব্যাহতই মন্তব্য এই পণ্ডিতদিগের পরামর্শ সিদ্ধ ইতি।

শ্রীত্রিলোচন কালীশঙ্কর কৃষ্ণধন কালীচন্দ্রানাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং লিখিতায়া ব্যবস্থা লিবেঃ প্রাকৃতানুবাদ পত্রীয়ং। কৈশ্চিচ্চন্দ্রদেবৈ।

(দুর্জ্জন দমন মহানবমী ২২ চৈত্র ১২৫৬ সাল)

কায়স্থ বিষয়িকা দ্বিতীয় ব্যবস্থা।

কেচিৎ করণ সজ্ঞকো জাতি বিশেষো দ্বিবিধঃ ইত্যাদ্যুপক্রম্যামর সিংহোক্তস্য সঙ্করত্বং বৈশ্যাচ্ছূদ্রা গর্ভোত্পন্নত্বাৎ তন্যো শূদ্র কায়স্থ তয়া দাস্যাদি কার্য্য কারিত্বব্যক্তাপরস্য ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাজ্জাত্যান্নিচ্ছিবি রেব চ নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচেতি মনূক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান করণস্য রুভন কোষ লিখনেন কায়স্থত্বং

বিষ্ণুসন প্রমাণেন ক্ষত্রিয় কার্য্য কারিত্ব রূপোৎকৃষ্ট ধর্ম্মবত্ত্বা তদন্তশ্যাগরে স্ত করণাপেক্ষয়া ব্রাত্যাম্বষ্ঠ বৈশ্যা-পেক্ষয়াচোৎকৃষ্টত্বমপি যদাহুঃ এতাবত্যেতস্য পোষকত্ব বৃক্ষ্যা বিজ্ঞবরৈর কেনাপি অগ্নি পুরাণ বচনস্যা প্রামাণিকত্ব মপরেণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তানন্তরম্ভেবা মুপনয়নাদি সংস্কার বেদধ্যয়নাদি কর্ত্তব্য মিতি যদ যদ বতারিতং তৎ সর্ব্ব মশ্রদ্ধেয় মশ্রাব্যঞ্চ। ভবত্ রভস কোষেণ করণস্য কায়স্থত্বং কিন্তু ঝল্লো মল্ল ইতি ভগবদ্মনু বচনোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া-পত্যানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বথৈবান্ত্যজত্বমেব। চর্ম্মকারঃ করাচশ্চ কপালী শবরস্তথা। পুলিন্দো নেব ভল্লশ্চ ঝল্লো মল্লশ্চ থারুকঃ॥ কন্দকারঃ কাণ্ডকারো ডোখলো মৃতপ-স্তথা॥ কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খসো দ্রবিড় এবচ। চণ্ডালো হড্ডিপশ্চৈব অন্ত্যজা দশমা স্মৃতা ইতি পরশুরাম প-দ্ধত্যাং সগরং প্রতি পরশুরাম বচনাৎ। কিরাতাঃ পুক্কসা মেধাঃ খসাশ্চ করণাঃ কিরা। নিষ্ঠুরা বাহ্লিকাশ্চৈব পুলি-ন্দাঃ কঙ্করা নগা ইতি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌবৃহদ্দুর্গম সঙ্গমনী টীকায়াং স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ডস্যান্ত্যজপরি-গণনে জীব গোস্বামি ধৃত শ্রীগৌতম বচনাচ্চ। পৌণ্ড্রকা শ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দারবাঃ খসা। ইতি মনূক্ত প্রমাণদপি অতস্তেষাং কায়স্থত্বং ব্রাত্যাম্বষ্ঠ বৈশ্যাপেক্ষয়া চোৎ কৃষ্টত্বং বাকথং সংগচ্ছতো আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখা-দ্বিপ্রাঃ সবেদকা ইতি পাঠে সদারকা পরিত্যজ্য শ্রীঅগ্নি পুরাণস্য সাধুভিঃ সমাদৃতস্যাপ্রামাণিকত্বং যদুক্তং তদপি

নমনোক্তং তস্য বেদ সম্মতত্বাৎ অতঃশ্রুতি স্মৃতি বিরু-
দ্ধানীত্যাদীনি বচনানি তন্ত্র পরাণি অত্র প্রয়োজন বিরু-
দ্ধাৎ পংক্তি পুরকাশ্চি জ্ঞেয়ানি॥ যমায় ধর্ম্ম রাজায়েতি
মন্ত্রেণ চতুর্দ্দশ যমান্তর্গতত্বাৎ চিত্রগুপ্তস্য দেবত্বং তর্হি-
তস্য দেবত্ব পুরস্কারেণ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পিতৃ তর্পণ
প্রাক্ চিত্রগুপ্ত তর্পণে নক্বাচিৎ ক্ষতিরিতি। মনুক্তস্য
সনকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ বৃষলত্বং
গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেনচ॥ এতদ্বচনস্য তাৎপর্য্যং
ত্র্যহেন শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াদিত্যাদ্যুদা
হৃত্য বৃষলত্ব তুল্যদোষ ভাগিত্বং নতুতদ্বাস্তবং যদুক্ত
তদপ্যতীব হেয়ং যতঃ এতস্যাতুল্য দোষ ভাগিতা রূপা-
র্থং কৃত্বা মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেণ তৎ
কৃত সুদ্ধিতত্ত্বে।

সনকৈশ্চতি বচনং ধৃত্বা এতসৈক বাক্যতয়া অতএব
বিষ্ণু পুরাণং মহানন্দি সুতঃ শূদ্রা গর্ব্ভোদ্ভবোতি লুব্ধো
মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভ-
বিতা ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তীতি অতএব
মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীদিত্যবধার্য্য কলৌ বা-
হুজানাং নাপ্যশৌচং ব্যবস্থাপিতং। অতস্তস্য তুল্য-
দোষ ভাগিত্বং কিংস্বরূপত্বং তদপক্ষ পাতিভির্ব্বিচারনীয়ং।
তস্য পুনর্ব্বাস্তবার্থেপি সন্তুতে মনুনা ছিন্ন মূলস্য ক্ষত্রিয়
হীরুহস্যেদানীং ক্ষত্রিয়ত্ব কলং নভবিতু মর্হতীতি। অ-
তএব মন্বর্থ ঘটিতায়া ব্যবস্থায়া নিন্দাবাদ জল্পনেনাত্র
হ্যবজ্ঞা সাধুভিরনাদরণীয়া। যতঃ মন্বর্থ বিপরীতা যা ন্য

স্মৃতি নপ্রশস্যতে ইতি নদাদিশূরেণ গঙ্গাভুজা কান্য কুব্জা দিহ বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণা আনীতা স্তেষাং শুশ্রূষণার্থং পঞ্চ শূদ্রা অপ্যাগতা অভূবন্ তেষামবর বর্ণানাং সন্তানৈরিহ বঙ্গদেশো ব্যাপ্তঃ এবং তত্তদ্ব্রাহ্মণ গোত্রজ্ঞাতি দেশেন তেনস্তানা ভরদ্বাজ কাশ্যপাদি গোত্রিনো বিদ্যন্তেঽধুনাপি, তেষাং মধ্যে যেন মত্ততয়া দাসত্বং নস্বীকৃতং তেন কৌলীন্যমপি নপ্রাপ্তং তদকুলীনস্য সন্তানো ঽধুনাপীহ দেশে বর্ব্বত্তীতি কুল শাস্ত্র প্রমাণেন এবং বসু ঘোষাদি যুক্তো নাম্না নামিতত্ত্বে নচ তেষাং বাঙ্গ কায়স্থানামাচ্ছ সঙ্কুদ্রত্বং প্রনীয়তে নতু ক্ষত্রিয়ত্বং তথাচোক্তং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনেন সঙ্কুদ্রানাস্তু নাম করণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতিযুক্ত নামঞ্চ বোধ্য মিতি। অতএবেদানীন্তনৈতদ্দেশীয় কায়স্থানাং পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ সহাগতা দাস্য ধর্ম্ম বঙ্গঘন্যজ জানাং নতু ক্ষত্রিয়ত্বং নাপ্যুপবীতং নবেদাধিকারিত্বঞ্চেতি সতাম্মতম্ ১৭৬৯ শকাব্দীয়া মীন সৈকাদশ দিনজ্ঞেয়ং ব্যবস্থেয়ং।

শ্রীআনন্দচন্দ্র মৈত্রাণাং।
আত্রেয়া কূলাখ্য গ্রাম বাসিনাং।

অস্যার্থঃ।

কেহ২ কহিয়াছেন, "করণ সজ্ঞক জাতি বিশেষ দুই প্রকার এক শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন অমর সিংহোক্ত করণ সে বর্ণসঙ্কর দেশান্তরে শূদ্র কায়স্থ রূপে প্রসিদ্ধ দাস্যাদি কার্য্যকারী দ্বিতীয় ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ

এই মনু বচনোক্ত করণ যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় রভস কোষের লিখনাধীন কায়স্থ এবং বিষ্ণু সূত্রের প্রমাণাধীন এই বরণের ক্ষত্রিয় কার্য কারিত্ব রূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বত্তা হেতুক অমরোক্ত করণাপেক্ষয়া এবং ব্রাত্যাম্বষ্ঠ বৈশ্যা পেক্ষয়া উৎকৃষ্টতা দর্শন হইতেছে. এই অদ্ভুত কথনের ও আশ্চর্য্য বচনের পোষকত্ব বুঝিতে কোন বিজ্ঞবর কর্ত্তৃক অগ্নি পুরাণের অপ্রমাণিকত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং অপর কোন বিজ্ঞোত্তম কহিয়াছেন, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তানন্তর কায়স্থের উপনয়নাদি সংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদি বিধান উপযুক্ত এসকলি অশ্রদ্ধেয়। কোষের প্রভাবে করণের কায়স্থতা সিদ্ধ হউকিনা থাকেন, কিন্তু ঝল্লো মল্ল বচনোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান সকলেরি সর্ব্বথা অন্ত্যজত্ব দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক পরশুরাম পদ্ধতিতে সগর রাজার প্রতি পরশুরাম ঠাকর উক্ত করিয়াছেন, যে চর্ম্মকার, নরাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্ল, মল্ল, খারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ভোখল, মৃতপ, কিরাত, নিষাদ, খস, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হাড়ী, ইহারা অন্ত্যজ ইহাতেও অধম আর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর বৃহদ্দুর্গম সঙ্গমনী টীকাতে শ্রীজীব গোস্বামি ধৃত স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ডে অন্ত্যজ পরিগণনে শ্রীগৌতম বচনে কিরাত, পুক্কস, মেধ, খস, করণ, কির, নিষ্ঠিব, বাহ্লিক, পুলিন্দ, কঙ্কর, নগ, এই সকল জাতি অন্ত্যজ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আর মনু বচন দ্বারা পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ,

পহ্লব, চীন, কিরাত, দারদ, খস, অধম প্রকাশ হইতেছে, ইহার দিগেরি সদৃশ যে করণ সে অন্ত্যজ প্রবৃত্ত কিরূপে কায়স্থ সাধ্যস্থ হইবেন, আর অমরোক্ত করণ ও ব্রাত্যাদ্ভব বৈশ্য অপেক্ষাইবা কিরূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারেন, অপিচ্ আদৌ প্রজা পতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সবেদকা অর্থাৎ আদিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ সহিত ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন, এই প্রসিদ্ধ পাঠ ব্যতিক্রম করত সদারকা অর্থাৎ দারার সহিত এই পাঠ সৃজন করিয়া সাধ্ মহাজন সমাদৃত শ্রীঅগ্নি পুরাণের অপ্রমাণিকত্ব যে লিপি করিয়াছেন, তাহাও মনোজ্ঞ নহে, বরং অবজ্ঞেয় যদ্ধেতু সবেদকা পাঠ বেদ সম্মত বটে, অতএব শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ইত্যাদি বচন যাহা তত্পর প্রযোজ্য তাহা এস্থলে প্রয়োজন বিরহে কেবল পুঁক্তি পুরক ব্যতীত নহে। অপর "ধর্ম্মাক্ত ধর্ম্ম রাজায়, এই মন্ত্রাধীন চিত্রগুপ্ত চতুর্দশ যমান্তর্গত হেতুক তাঁহার দেবত্ব মান্যমান করিতে হয়, সুতরাং দেবত্ব পুরস্কারে দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পিতৃ তর্পণের পূর্ব্বে তাঁহার তর্পণ করণে কি হানি আছে। ক্ষ্যেণ শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ অর্থাৎ তিন দিন দুগ্ধ বিক্রী করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব, এই নিন্দাবাদ উদাহরণ দিয়া "সনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণে দর্শনেনচ,,। অর্থাৎ ক্রমেং ক্রীয়া লোপ প্রযুক্ত এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতুক এই ক্ষত্রিয় জাতি সকলেরি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই মন্ বচনের তাৎপর্য্য শূদ্র তুল্য দোষ জ্ঞাপিক শব্দ ব্যাখ্যা যে করেন এ

অত্যন্ত হেয়, যেহেতুক এই বচনের অর্থ অতুল্য দোষ ভাগিতা রূপ করিয়া মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তৎকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে মনকৈশ্চ এই বচন ধরিয়া তাহার এক বাক্যতাতে বিষ্ণু পুরাণের বচন লেখেন যে মহানন্দি সুত শূদ্রা গর্ব্ভোদ্ভব অতিলুব্ধ মহাপদ্মানন্দ নামক পরশুরামের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়ান্তকারী জন্মিবেক অতএব মহানন্দি পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয় ছিল, এইমত অবধারণ করিয়া কলিতে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া তাহার অশৌচ সংস্থাপন করেন নাই, অতএব সেই মনু বচনের তাৎপর্য্য তুল্য দোষ ভাগিত্বে কি স্বরূপত্বে ইহা অপক্ষপাতি মহাশয়েরাই বিচার করুন, বস্তুতস্তু সে মনু বচনের যাথার্থ পরিজ্ঞানে মনু কর্ত্তৃক ছিন্ন মূল ক্ষত্রিয় রূপ বৃক্ষের ইদানীং ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ম্ম হইতে পারেনা, অতএব নিন্দাবাদ তৎপর দ্বারা সঙ্কর্ষ ঘটিত ব্যবস্থার যে অবস্থা তাহা সাধুদের সর্ব্বথা অমাননীয়া যেহেতুক সঙ্কর্ষ বিপরীতা স্মৃতি ও প্রশংসাক্রান্ত হে। অথান্তর যে কালে মহারাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ দেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শুশ্রূষার্থ তত্তৎ সাহিত্য পঞ্চ শূদ্র ও আসিয়াছিলেন, সেই শূদ্রদিগের সন্তান কর্ত্তৃক ক্রমশঃ এই বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং কথিত ব্রাহ্মণেদের গোত্রস্থাপিত দেশে লিখিত শূদ্র মহাশয়েরা ভদ্রাভদ্র কায়স্থাদি গোত্রী হইয়াছেন, বিশেষ অধমক শূদ্র সন্তান মধ্যে বিত্ত প্রযুক্ত যিনি দাসত্ব স্বীকার করেন নাই, সেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন

নাই, সেই অনুলোম সন্তানেরা একাল পর্য্যন্ত বিশিষ্ট রূপে বর্ত্তমান আছেন, এই কুলশাস্ত্র সম্মত প্রমাণ, এবং বসু ঘোষাদি যুক্ত নামে নামিত থাকা প্রযুক্ত ঐ বঙ্গ কায়স্থ দের বর্ণসঙ্কর সম্ভূতত্ব প্রকাশ ও প্রমাণ হয়, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ নহে। তাহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মহাশয় করিয়াছেন, যে শূদ্রের নাম করণে বসু ঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নাম, আ-বশ্যক, এতাবতা কান্যকুব্জ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আগত দাস্যধর্ম্ম বিশিষ্ট শূদ্র সন্তান যাঁহারা এতদ্দেশীয় কায়স্থ রূপে খ্যাত আছেন তাঁহারদের ক্ষত্রিয়ত্ব কদাচ সিদ্ধ হইতে পারেনা এবং উপনয়ন ও বেদাধিকারো নাস্তি এই সল্লোকের লক্ষ ইতি।

১৭৬৯ শকাব্দীয় চৈত্র মাসের ১১ দিবসে এই ব্যবস্থা।

শ্রী আনন্দচন্দ্র মৈত্রেয়াণাং।
আলেয়া কলাখ্য গ্রাম বাসিনাং।

কায়স্থ বিনাশিকা তৃতীয়া ব্যবস্থা।

করণং কারণ জাতের্নামেদং জ্ঞেয় কর্ম্মণ। কায়স্থে কচ-বর্ণেষু তথা শূদ্রা বিশেষতঃ ইতি রত্নকোষ দর্শনাৎ করণ শব্দেন কায়স্থ জাতি বিশেষো বৈশ্যাচ্ছুদ্রা গর্ভোৎ-পন্ন করণাখ্য সঙ্কর জাতি বিশেষশ্চাভিধীয়তে। অত্র কায়স্থশ্চ বঙ্গমগধাদি পুরাণ বচনাচ্ছুদ্র এব নতু মনুক্ত করণাখ্য দেশ বিশেষ নিবাসি করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ব ইতঃ। কায়স্থস্য করণ শব্দে প্রমাণাভাবাৎ। নন্ করণ শব্দস্য কায়স্থ বাচিত্ব দর্শনাদুক্ত কোষ এব প্রমাণ

মিতি চেৎ তথাত্বে কচবন্ধাদিতিঃ শাদৈরপি মনুক্ত করণো ক্ষত্রিয়তাং মনুক্ত করণশ্চ ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্য নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খস দ্রাবিড় এবচেতি। এতস্য চৈতানি দেশ ভেদ প্রসিদ্ধ নামানীতি কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যানাৎ করণাদি দেশ বিশেষ নিবাসাদেব তেষাং করণত্বা দিকং যথা ব্রাহ্মণানাং রাঢ়ীয়ত্বা দিকং নতু মনক্ত করণত্বাদিকং জাতিঃ তথাত্বে রাঢ়ীয়ত্বা দেবপি জাতিত্বাপত্তেঃ। করণাদৈর্দ্দেশ বাচিত্বন্তু দেশ বাচি মল্ল দ্রাবিড় শব্দাভ্যাং সাহচর্য্যাৎ। এতেন করণ সংজ্ঞকো জাতি বিশেষো দ্বিবিধ ইত্যুক্তো অপরশ্চ ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণোশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচেতি মনুক্ত ইতি যদুক্তং তন্নিরং। বৈশ্যাচ্ছুদ্রা গর্ভোৎপন্নস্য করণত্বং, যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং বৈশ্যাত্তু করণং শূদ্রাং বিন্নাস্বেব বিধিঃ স্মৃত ইতি বিন্নাভিভদ্রা স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাস দ্বিজৈরুৎপাদিতান সুতান। সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃ দোষ বিগর্হিতান ইতি মনুক্ত দশমাধ্যায় ষষ্ঠ বচন ব্যাখ্যানে পিতৃ সদৃশ গ্রহণাম্মাতৃ জাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃ জাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়া ইতি কুল্লুক ভট্টেন যাজ্ঞবল্কোক্ত করণস্য শূদ্র জাতেরুৎকর্ষত্ব প্রতিপাদনাৎ কায়স্থাপেক্ষয়া যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত করণস্যাপকর্ষত্বং যদুক্তং তদপি হেয়ং যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত করণাদপ্যুৎকৃষ্টাত্ব্যাৎ বৈশ্যাত্তৎ জ্যা মপি কায়স্থস্যোৎকর্ষা ভিধানস্তু সৎকারাং হেতুমেব। কায়স্থস্য শূদ্রত্ব যুক্ত মপি পুরাণাদৌ। তথাচাগিপুরাণং নিষেধ প্রজাপতেশ্চ জাতো মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।

ক্ষত্রিয়া জাতা উরুতো বৈশ্যা বিরুজ্জিরে। পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্যচ সেবকঃ। চিত্র নাম্না সূতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ। কায়স্থস্য পুত্রোংগুদ্ভবঃ লিপি কারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতী তলে। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্র সেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ। চিত্রগুপ্তো গতঃস্বর্গে বিচিত্র নাগ সন্নিধৌ। চিত্র সেনঃ পৃথিব্যাং বৈইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে॥ নন্বিহ খলু মুখতঃ সনারূক ব্রাহ্মণ জনন প্রতিপাদনেন মুখতোস্য ব্রাহ্মণাজাতা বামতোস্য স্ত্রীজাতেত্যাতি শ্রুতি বিরুদ্ধত্বাৎ ব্রাহ্মণো বামাঙ্গতো জাতত্বং স্ত্রীণাং বামেতি নানাসাদিতি প্রসিদ্ধার্থ বাধাচ্চাগ্নি পুরাণ বচন সপ্রমাণ মেবেতি যদভিহিতং তদপ্যতীব হাস্যাস্পদং যস্মাদিতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমূপ বৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদোমাময়ং প্রহরিষ্যতি ইতি বশিষ্ঠ বচনেন অস্য মুখস্য বামতো বাম ভাগতঃ স্ত্রীজাতা সাচ ব্রাহ্মণীতি অপরাত্বপর বামাঙ্গতো জাতত্বেব এব শ্রুতেরর্থস্তথাচ সতি নখলু কিমপি শ্রুত্যর্থ বিরুদ্ধত্বং নাপিচ কোপি প্রসিদ্ধার্থ বাধ লেশঃ। যচ্চাপর মুক্তং চিত্রগুপ্ত তর্পণস্য দ্বিজাতিনামপি পিতৃ তর্পণাৎ প্রাগ্বিধানাৎ চিত্র গুপ্তস্য শূদ্রত্ব মসঙ্গত মতশ্চাগ্নিপুরাণ সপ্রমাণ মিতি তদপিনাস্যাম্পদত্বং তর্পণোদ্দেশ্য যমান্যতম চিত্রগুপ্তস্যাগ্নি পুরাণোক্ত চিত্র গুপ্তাদন্যত্বাৎ তপঃ প্রভাবতঃ স্বর্গ গত চিত্র গুপ্তস্য দেবত্ব প্রাপ্তের্ব্বা। অতএব বেদব্যাসাদি প্রণীতস্যাপ্যগ্নিপুরাণাদের্ব্বেদ বিরুদ্ধাংশে নাপ্রমাণ্যমিতি বেদব্যাস তোপ্যুক্তোবেদবিরুদ্ধং

মহদ্দর্শিতং বিধিকৃত শূদ্রাণামুচ্চ পদ দানোদ্যমেন বিশিতঃ পদদ্বৈগুণ্য মবিজ্ঞ ত্বঞ্চ ॥ মত্ত শূদ্রা বিশেষোক্ত করণ ইত্যমর লিংহোক্তো বৈশ্যাচ্ছূদ্রা গর্ভোৎপন্নঃ সঙ্কর জাতীয়ঃ শূদ্র কায়স্থতয়া দেশান্তরে প্রসিদ্ধ ইতি প্রাগভিধায় পশ্চাদভিহিতং তেষাং প্রামাণিকত্বে দেশান্তর প্রসিদ্ধ শূদ্র কায়স্থ পরতয়া ব্যাখ্যেয়ানীতি তদপ্যবুদ্ধেরমেব। বিজ্ঞৈঃ বৈশ্যাচ্ছূদ্রা গর্ভোৎপন্ন করণস্য কায়স্থ বাচ্যত্বে প্রমাণা ভাবাৎ। ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ। ১৭৬৯ শকাব্দীয় পৌষ ফাল্গুনীয় পঞ্চদশ দিন জেয়ং লিপিঃ।

শ্রীরাধানাথ শর্ম্মণাম্ ।
বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিকানাম্ ।

অস্যার্থঃ ।

করণং কারণে কায় ইত্যাদি। অর্থাৎ নপুংসক লিঙ্গ করণ শব্দে কারণ, শরীর, সাধন, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, ও পুংলিঙ্গে কায়স্থ, কেশ বন্ধন এবং বৈশ্য ঔরসে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন সন্তান বুঝায় এই রভস কোষের লিখনাধীন করণ শব্দ কায়স্থ জাতি বিশেষ বোধক আর বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন করণ নামক সঙ্কর জাতি বিশেষে জানা যায় ফলতঃ ব্রহ্মাণ্ড অগ্নিপুরাণ প্রমাণে কায়স্থ নিশ্চয় শূদ্রই বটেন, সেই কায়স্থ মনস্ক করণাখ্য দেশ বিশেষ নিবাসি করণ নামক শূদ্রজাতির সন্ততি কদাচিত নহেন যেহেতুক কায়স্থ শূদ্রের করণ বাচিত্বে প্রমাণ নাই। যদি বল রভস কোষ মতে করণ শব্দের কায়স্থ বাচিত্ব দর্শন হইয়াছে, উক্তই তোমার মতে তবে রভসের লিখিত কচ-

বন্ধ্যাদি শব্দেরো মনুক্ত করণতা কেন বাধ্য না হয়, মনুক্ত করণ যথা ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার রহিত ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছবি, নট করণ, খস, দ্রবিড়, জন্মিয়াছে ইহারা সকলেই একের সন্তান কেবল দেশ ভেদে নাম ভেদ মাত্র, শ্রী কুল্লুক ভট্ট মহাশয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনুসারে করণাদি দেশ বিশেষ নিবাস হেতুক তাহারদিগকে করণাদি কহা যাইতেছে যেমন ব্রাহ্মণাদিকে রাঢ়ি যুক্ত বলা যায় মনুক্ত করণাদি সতন্ত্র জাতি নহে তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদির রাঢ়ি যব্বাদি পৃথক্ জাতিত্বাপত্তি হইতে পারে। করণাদির যে দেশবাচিত্ব তাহা মল্ল দ্রবিড় শব্দের সাহচর্য্য প্রযুক্ত বিলক্ষণ নিরীক্ষণ হইতেছে এতাবতা বিজ্ঞবরেরা করণ সজ্ঞক জাতি বিশেষ দুই প্রকার উক্ত করিয়া অপার মনুক্ত ঝল্ল মল্লাদি যে কহিয়াছেন তাহা ভ্রম। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে জাত পর ব্যক্তির করণত্ব যাজ্ঞবল্ক্য অবধারণ করিয়াছেন যে বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রার গর্ব্ভে করণের জন্ম হইয়াছে। পরন্তু স্ত্রীস্বনন্তরজাতাসু শ্লোকার্থ এই যে অনন্তরবর্ণা স্ত্রীতে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে সন্তান সকল তাহারা মাতৃদোষে দূষিত প্রযুক্ত পিতৃ সদৃশ হয়েন এই মনুক্ত দশমাধ্যায়ের ষষ্ঠ বচন ব্যাখ্যানে কুল্লুক ভট্ট কহিয়াছেন পিতৃ সদৃশ পাঠ গ্রহণেতে ঐ জাতি সন্তানেরা মাতৃ হইতে উৎকৃষ্ট এবং পিতৃ জাতি হইতে নিকৃষ্ট বুঝায় এই মতে ভরত মল্লিক ও আচার্য্যের কল্লুকের সূত্র অধিকার উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট হয়েছে ...

কায়েও যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত অর্থাৎ অমরোক্ত করণের অপকৃষ্টত্ব যাহা সুনব পণ্ডিত কহিয়াছেন তাহাও সেই করণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে বৈশ্য বর্ণ তদপেক্ষায়েও কায়স্থের উৎকর্ষাভিধান যে কহিয়াছেন সুতরাং তাহাও অবজ্ঞেয়। বস্তুকর্ত্তু অগ্নি পুরাণাদিতে কায়স্থের শূদ্রত্ব উক্ত হইয়াছে। অগ্নাচাগ্নি পুরাণঃ। আদৌ ব্রহ্মাপাদৈর্জাতেত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ জন্মেন, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জাত হয়েন, উরু হইতে বৈশ্য জন্মিয়াছেন, পাদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জাতি উৎপন্ন হয়েন, সেই শূদ্র পদ্ম দীপ, দীপের সন্তান প্রদীপ, প্রদীপের সুত কায়স্থ লিপিকারক তাহার তিন পুত্র জগতে বিখ্যাত বিশেষতঃ চিত্রগুপ্ত১ চিত্রসেন২ বিচিত্র৩ চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র পাতালে, চিত্রসেন পৃথিবীতে গত হইয়াছেন, ইহারদেরকেই শূদ্র কহে ইতি দারার রহিত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন প্রতিপাদনেতে মুখতোস্য ব্রাহ্মণা জাতা বামোরুতঃ স্ত্রীজাতেত্যাদি, শ্রুতি বিরুদ্ধতা হেতুক এবং ব্রহ্মার বামাঙ্গ জাতত্ব প্রযুক্ত স্ত্রীদের নাম বামা হইয়াছিল এই প্রসিদ্ধার্থ বাধহেতুক অগ্নিপুরাণোক্ত বচনের অপ্রামাণিকত্ব বিজ্ঞবরেরা যে কহিয়াছেন সেহ অত্যন্ত হাস্যাস্পদ, ইতিহাস পুরাণেত্যাদি অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদের অন্বয় করিবেক, অল্প শ্রুত ব্যক্তি হইতে বেদ ভয় পান, যে এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবেক এই বশিষ্ঠ বচন প্রমাণে ব্রহ্মার দেহের বামভাগ হইতে স্ত্রীজাত হইয়াছে সে স্ত্রী

ব্রাহ্মণী অপরা স্ত্রী অপর বাম অঙ্গ হইতে উৎপন্না হইয়াছে, এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ নিশ্চয় হয় তাহা হইলে না কিছু শ্রুত্যর্থ বিরুদ্ধ না কোন প্রসিদ্ধার্থেরি বাধ লেশ জন্মে। অপর উক্ত করিয়াছেন যে দ্বিজাতির পিতৃ তর্পণ পার্ব্বে চিত্রগুপ্ত তর্পণ বিধান দৃষ্টে তচ্ছূদ্রত্ব পরি কল্পনা অসঙ্গত অতএব অগ্নিপুরাণ অপ্রমাণ তাহাও হাস্যাস্পদতর বটে কেননা তর্পণেরউদ্দেশ্য চতুর্দ্দশ যমের অন্যতম যম যে চিত্রগুপ্ত সে অগ্নিপুরাণোক্ত চিত্রগুপ্ত হইতে পৃথক্ অথবা তপঃ প্রভাবে স্বর্গগত চিত্রগুপ্তের দেবত্ব প্রাপ্তি হেতুক প্রাক্ তর্পণের বাধের বিষয় কি, অতএব বেদব্যাসাদি প্রণীত অগ্নিপুরাণাদির বেদ বিরুদ্ধ কথনে কেবল বেদব্যাস হইতে আপনার আশ্চর্য্য বেদ বিজ্ঞাতি শয্য দর্শন করাইয়াছেন আর বিশিক্ত শূদ্রেরদের উচ্চ পদ দানোদ্যমে বিধি হইতে স্বপদ দ্বৈগুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র অপিতু বিজ্ঞবরেরা শূদ্রা বিশোস্ত্র করণ অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শূদ্রা গর্ভোৎপন্ন সঙ্কর জাতি শূদ্র কায়স্থতা নিমিত্ত দেশান্তরে প্রসিদ্ধ এই বলিয়া পশ্চাত্ কহিয়াছেন যে অগ্নি পুরাণাদির বচন প্রামাণিক হইলে তদ্ব্যাখ্যা দেশান্তরে প্রসিদ্ধ শূদ্র কায়স্থ পরা কর্ত্তব্যা তাহা বিজ্ঞের অবজ্ঞেয় যেহেতুক বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন করণের কায়স্থ বাচিত্ত্বে প্রমাণাভাব। এই পণ্ডিতেরদের পরামর্শং ১৭৬৯ শকাব্দীয় ২৫ ফাল্গুনীয় পত্র।

শ্রীরাধানাথ বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিকস্য।
ভট্টাচার্য্যস্য ব্যবস্থায়া অনুবাদোহয়ং।

কায়স্থ বিষয়িকা চতুর্থ ব্যবস্থা।

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুয়ান্। তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ। আবন্ত্য বাট ধানৌচ পুষ্পধঃ শৈখ এবচ। ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥ বৈশ্যাত্ত্ব ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এবচ। কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃ স্বাত্বত এবচ॥ সবর্ণাসু ব্রাহ্মণী প্রভৃতিষু পরভার্য্যাসু অনূঢ়াসু বা দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো যান্ ব্রতান্ গর্ভাধানাদিরূপ শাস্ত্রোক্ত নিয়মাযোগ্যান্ অতএব তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি শব্দেন নির্দ্দিশেৎ। যদ্বা তান্ কাল বিশেষ পর্য্যন্ত মকৃতোপনয়ন সংস্কারাংশ্চ ব্রাত্যা ইতি নির্দ্দিশেৎ, পূর্ব্ব কল্পে সাবিত্রী পরিভ্রষ্টা নিত্যধিক যোয়ার্থং, পরকল্পে সাবিত্রী পরিভ্রষ্টা নিত্যস্যাত্র কীর্ত্তনং তানি ব্যত্যর্থ লাভায়। যস্তু ব্রাত্যাদব্রাহ্মণাৎ পরভার্য্যায়াং ব্রাহ্মণ্যাং সমুৎপাদ্যতে অতএব পাপাত্মা যথা পতিতাৎ পতিতো জায়ত ইতি সভূর্জ কণ্টকঃ ভূর্লোক জাতানাং সংস্কার্য্যাণাং প্রতিকূল সংজ্ঞাত্বাৎ পুংস্ত্ব মবিরুদ্ধং যস্তু তস্তু সাবিত্রী পরিভ্রষ্টা নিত্যস্ত মাত্র লিখনেন বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতে সদেতি বচনেন চৈষাং শূদ্রতুল্যত্ব মতএব করণম্মন্যানাং পুরাতনৈ ঋষিভিঃ কল্পিতং মাসো শৌচাদিকং অদ্যাপি দৃশ্যতে ভূর্জ কণ্ট-

কাদেঃ শূদ্রতুল্যত্বাৎ তদভার্য্যায়াং শূদ্রায়াং যেজাতা স্তেষাং সুতরাং শূদ্র তুল্যত্বমতো নতেষাং মন্যে সংস্করাঃ। শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চেতি মনুবচন স্থেন ইমা ইতি পদেন যে নির্দ্দিষ্টাঃ ক্ষত্রিয়া যবনাদি দেশ বিশেষ-স্থা স্তেষু ক্রিয়া লোপাত্ সংস্কার লোপাদতএব ব্রাহ্মণা দর্শনেন বেদকর্ম্মাধিকারা ভাবেন জন্ম দোষা ভাবেপি বৃষলত্বং শূদ্রত্বং গতাঃ জাতিতঃ ক্ষত্রিয়া অপি শূদ্রত্বঙ্গতা স্তেষামেবস্তন গন্ধর্ব্বী নামকৃত সংস্কার জাতনাং বিষ্ণু পুরাণে তেচাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগান্ ম্লেচ্ছতাং যযু রিত্যনেন ম্লেচ্ছত্ব মুক্তং তত্তদ্দেশস্থ ক্ষত্রিয় ব্রাত্য তত্তৎ স্ত্রী জা-ত নাং ভূর্জ কণ্টকাদি শব্দ বাচ্যত্বং যদুক্তং তত্ কিং কায়স্থাদি শব্দ বজ্জাতি বিশেষার্থ মুত পরিচয় মাত্রার্থ মাহোস্বিদ্ দ্বয়ার্থ মিতি বিকল্প বিচারে প্রয়োজনং নাস্তি কেবলং লোক প্রসিদ্ধ্যা কায়স্থ শব্দস্য জাতি বিশেষ বাচ-কত্বং দৃশ্যতে তত্রৈব করণ শব্দঃ করণং কারণে কায়ে সাধকেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচবন্ধেশা তথা শূদ্রা বি-শোঃ সুতো। ইতি কোষে করণ শব্দ দৃশ্যতে শূদ্রা বিশোঃ সুত ইতি দর্শনাদস্য শূদ্রা বিশোঃ সুত ইত্যস্য কায়স্থাদ-ভেদঃ প্রতীয়তে অতঃ করণ শব্দস্য উভয়ার্থত্বং মনুক্ত করণ শব্দস্য দেশ বিশেষ বাচিত্বেন তদ্দেশ জাতস্য তত্ পরিচেয়ত্বে জাতি বিশেষ বাচকত্বং নাস্তীতি সোপি করণ শব্দস্য পারের্থঃ সাংহ্ কুলালাদি শব্দো যথা জাতি বাচক স্তদ্বৎ প্রতীয়মানোপি কায়স্থো শব্দো যদি মনুক্ত

বর্ণ বাচকঃ স্যাৎ তদাপি সংস্কার হীনত্বাচ্ছূদ্রত্ব মক্ষত্বং অস্যচ দেশ বিশেষ বাচকত্বং মল্ল দ্রবিড় শব্দাভ্যাং দেশ বিশেষে রূঢ়াভ্যাং সাহচর্য্যাৎ। অগ্নি পুরাণে কায়স্থস্য শূদ্র সন্তানত্বেন তৎসন্তানস্য শূদ্রত্বং ব্যক্তী কৃতং যথা, আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোবৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্যচ সেবকঃ। হীম নামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ। কায়স্থস্য পুত্রো ভূদ্বভূব লিপি কারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতী তলে। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ। চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্র নাগ সন্নিধৌ। চিত্র সেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে। অত্র মুখাদ্বিপ্রা সদারকা ইতি স্থিতেঃ মুখতোস্য ব্রাহ্মণা জাতা বামতোস্য স্ত্রী জাতা ইতি শ্রুতি বিরুদ্ধত্বাদগ্নিপুরাণমেব বেদব্যাস প্রণীতমপ্য প্রমাণ মিতি যেন কেনচিদুক্ত মেবা প্রমাণং যতঃ শ্রুতি স্মৃতি বিরো ধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সীতি স্মৃত্যা ঔডম্বরীং স্পৃষ্টোদগায়েতীতি শ্রুতি বিরুদ্ধত্বাৎ যথা সর্ব্বা ঔডুম্বরী বেষ্টয়িতব্যেতি স্মৃতৌ সর্ব্ব শব্দার্থস্য সংকোচস্তথাত্র ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃং হয়েৎ। বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরীষ্যতীতি স্মৃত্যা অস্য মুখস্য বামতঃ স্ত্রীজাতা ইয়ন্তু ব্রাহ্মণী অপরাতু বামাঙ্গতো জাত ইত্যুক্তৌ কানুগ পণ্ডিঃ অতঃ স্ত্রী মাত্রস্য বামাঙ্গ জাতস্য বামা শব্দ বাচ্যত্ব মুপ পদ্যতে। যত্তু পিতৃ তর্পণাৎ পূর্ব্বং চিত্রগুপ্তস্য তর্পণ দর্শনাচ্চিত্রগুপ্তস্য শূদ্রত্ব কি-

র্ত্তন নৌচিত্যাচ্চাগ্নি পুরাণ মপ্রমাণ মক্তং তদপ্য সঙ্গতং চতুর্দ্দশ যমাঙ্কঃ পাতিন শ্চিত্রগুপ্তস্য ভিন্নত্বাদ্বা তপো-বলেন পূর্ব্বোক্তস্য স্বর্গ গতস্য দেবত্ব প্রাপ্তের্ব্বা কি মিতি বচনং নকুরুতে "বচনস্য নাতি ভার,, ইতি ন্যায়াদ্বেতি। অতঃ কায়স্থ শব্দেন তৎসন্তান প্রতীত্যা কোষে ভেদ নি-র্দ্দেশ উপপদ্যতে শূদ্রাবিশোস্তু করণ ইত্যমরোক্ত্যা শূ-র্দ্রোক্ত কোষোক্ত্যাচ কায়স্থাৎ করণ প্রাশস্ত্যং পিতুঃ প্রশস্তত্বাৎ অম্বষ্ঠানাস্তু বৈশ্যতোপি প্রাশস্ত্যং পিতুর্ব্রা-হ্মণত্বেন প্রাশস্ত্যাৎ স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদি-তান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃ দোষ বিগর্হিতা-নিতি মনু বচন মেবাত্র প্রমাণং। কায়স্থ শব্দস্য মনুক্ত করণ পরত্বে প্রমাণা ভাবাৎ কায়স্থ শব্দ বাচ্যত্বেন লোক প্রসিদ্ধঃ করণাদ প্রশস্তঃ মনুক্ত করণস্য শূদ্রতুল্যত্ব মুক্তং প্রশস্তা প্রশস্তে প্রমাণং নাস্তি। ননু সবর্ণা স্বিত্যন্যা-নূঢ়া পর ভার্য্যয়োরন্যতর পরত্বে কিং প্রমাণ মিতি চেদ ব্রাত্যানিতি মনু কুল্লুক ভট্টেন অব্রাত্যা নিত্যস্য যান জনয়ন্তি তেচেদুপনয়নাখ্য সংস্কার হীনা স্তদাতান্ ব্রাত্যা ইতি নির্দ্দিশেদিত্যুক্তং তৎকথমেষোর্থো লভ্যতা মিতি চেন্ন-তদ্ব্যাখ্যায়াং বাক্য ভেদা পত্তের্ব্ব্যবহিত যোজনা পত্তে-শ্চ। এবং ব্রাহ্মণা দর্শনেন চেত্যস্য ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক যাজনা-ধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনা ভাবেনেতি যোর্থ উক্তঃ সোপি পৌনরুক্ত্যাপত্যা হেয়ঃ ক্রিয়া লোপাদিত্যনেন হ্যস্মন্মতে বেদ দর্শনাধিকারো নিষিদ্ধাতে অতএবাকৃতো-পনয়ন সংস্কারস্য ব্রাহ্মণস্য নির্দ্দোষস্যাপি শূদ্র সম্বন্ধ

স্মুক্তং শূদ্রেনহি সমস্তাবৎ যাবৎ বেদেন জায়তে ইত তো জন্মদূষ্যস্য ক্রিয়া লোপাৎ সুতরাং শূদ্র মাত্র পাতিভ্রং। এতেন কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যা দুষণেনাস্মৎ প্রামাণিকত্ব মগ্নি পুরাণ প্রামাণ্য বাদি ভির্ব্বক্তু মযোগ্যং মাপিতন। ভ্রা- স্তত্বং মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমা মাংসং যচ্চান্ পস্কৃতং। অক্ষার লবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্চতে। ইতি মনু বচন বিরোধা দত্রানুপস্কৃত মিত্যনেন পাকোপস্কার রহিত মাং- সং তদপি হবিরিত্যুক্তং নচানুপস্কৃত মধিকৃতং পূতি গন্ধাদি রহিত মিতি কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যানং যুক্তং শব্দাভি- ধেয়ত্বা দিতি স্মার্ত্ত কর্ত্তৃক তদ্ব্যাখ্যা খণ্ডনাৎ ॥

শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
সিদ্ধান্তোপাধিকানাম্।

এতেষামর্থঃ।

দ্বিজাতয়ঃ স্বর্ণাসু ইত্যাদি মনু বচনের অর্থ এই যে দ্বিজাতি যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা স্ববর্ণা স্ত্রীতে যে অব্রত সন্তান উৎপত্তি করেন সেই সন্তানেরদিগকে সাবি- ত্রী পরিভ্রষ্টরূপে ব্রাত্যশব্দে কহিয়াছেন ॥ ১ ॥ (আর ব্রাত্য পদবাচ্যে সংস্কার রহিত) ব্রাত্য বিপ্রহইতে ভূর্জ কণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ, এই সকল পাপা- ত্মা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২ ॥ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড়, জাত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত, সম্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ এইতো শ্লোক চতুষ্টয়ের

যথাশ্রুত অর্থ কথিত হইল তত্তাৎপর্য্য যথা সবর্ণা ব্রাহ্ম-ণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা পরভার্য্যাতে অথবা সবর্ণা অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতি কর্ত্তৃক যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা অব্রত অর্থাৎ গর্ভা-ধানাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অযোগ্য অতএব তাহারা সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট একারণ ব্রাত্য সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছে কিম্বা সেই উৎপন্ন সন্তানেরা কাল বিশেষ পর্য্যন্ত অকৃতো-পায়ন সংস্কার হেতুক ব্রাত্যরূপে পরিকীর্ত্তিত। এই উভয় কল্পের মধ্যে প্রথমোক্ত কল্পে সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট পাঠ কেবল অধিকতর দোষ জ্ঞাপনার্থ অথচ শেষোক্ত কল্পে মূল শ্লোকের মধ্যে সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট শব্দের উৎকীর্ত্তন তত্তুল্যার্থ লাভ নিমিত্ত। অপর ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে পরস্ত্রী বা অবিবাহিতা ব্রাহ্মণী গর্ভে যেজাত সন্তান সে অবশ্যই পাপাত্মা যস্মাৎ পতিত হইতে পতিতই জন্মে সেভূর্জ্জ কণ্টক বলিয়া খ্যাত। বস্তু তস্তু "সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট" এই গুরুতর দোষাত্মক পাঠ গ্রহণ প্রযুক্ত এবং শূদ্রের যে কেবল বিবাহ মাত্র সংস্কার আছে এপ্রযুক্ত উক্ত ভূর্জ্জকণ্টক ব্রাত্য সন্তানগণের শূদ্রতুল্যত্ব অভিধেয়এ জন্যই আধুনিক কাল্পনিক ক্ষত্রিমন্য মহাশয় বর্গের প্রাচীন ঋষি কল্পিত অথচ বৃদ্ধ পরম্পরাচরিত মাসাশৌচাদি ব্যবহার অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে এবঞ্চ ভূর্জ্জ কণ্টকাদির শূদ্রতুল্যত্ব দোষ হেতুক তৎ পত্নী যে শূদ্রা তাহার গর্ভজাত সন্তানগণের অনিবার্য্য বৃষলত্বাববার্য্য হইতে পারে অতএব তাহার-দের উদ্বাহ ভিন্ন অন্য সংস্কারো নাস্তি। অপর ভগবান্

শ্রীমনু মহাত্মার অনুশাসন করিয়াছেন যে এই সকল ক্ষত্রিয় জাতিক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত এবং বেদের দর্শন হেতুক ক্রমেং ইহলোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বচনস্থ ইমাঃশব্দে নির্দ্দিষ্ট যবনাদি দেশ বিশেষ নিবাসি যে ক্ষত্রিয় সকল তাহারা ক্রিয়া ফলতঃ সংস্কার লোপ প্রযুক্ত এবং বেদ দর্শনাধিকারাভাব হেতুক জন্মদোষ না থাকিয়াও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্রতা এবং আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য ম্লেচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বিষ্ণু পুরাণের প্রমাণ দ্বারা সেই অকৃত সংস্কার ব্যক্তি সকলের অধস্তন সন্তানদিগের ম্লেচ্ছত্ব সংসিদ্ধ তত্তদেশস্থ সেইং ব্রাত্য স্ত্রীজাত সন্তানদিগের ভর্জ্জ কণ্টকাদি শব্দ বাচ্যত্ব যে উক্ত হইয়াছে তাহা কায়স্থাদি শব্দ প্রায় জাতি বিশেষার্থ কি পরিচয়ার্থ এতদুভয় মধ্যে যাহাই বলাযাউক কিন্তু বিকল্প বিচারে প্রয়োজনাভাব কেবল লোক প্রসিদ্ধ প্রযুক্ত কায়স্থ শব্দের জাতি বিশেষ বাচকত্ব দৃষ্ট হইতেছে পরন্তু করণং কারণে কায় ইতি বচনে করণ শব্দ দেখিতেছি এবং শূদ্রা বিশোঃ সুতে এই পাঠ দৃষ্টে সেই করণ সুতরাং কায়স্থ হইতে ভেদ প্রতীতি হইতেছে অতএব করণ শব্দের উভয়ার্থ মন্যমন করিতেই হইল। মনুক্ত করণ শব্দের দেশ বিশেষ বাচিতা জন্য তদ্দেশ জাত ব্যক্তি যে করণ তাহার পরিচয়ার্থ জাতি বিশেষ বাচকতা নাহি ইহা করণ শব্দের অপরার্থ হয় যেমন কুলালাদি শব্দ জাতি বাচক তদ্রূপ প্রতীয়মান যে কায়স্থ শব্দ তাহা যদি

মনুক্ত করণ বাচি হয়ো তথাপি সংস্কার বিহীন হেতুক অবশ্যই শূদ্র। অপরঞ্চ দেশ বিশেষে রূঢ় মল্ল দ্রাবিড় শব্দের সাহচর্য্যেতে করণ শব্দের দেশবাচকতা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে আর অগ্নি পুরাণে কায়স্থ শূদ্র সন্তান প্রযুক্ত তৎ সন্তানের শূদ্রত্ব প্রকাশ ও প্রমাণ আছে যথা "ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ জন্মেন,, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় জাত হয়েন, উরু হইতে বৈশ্য জন্মিয়াছেন, পাদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জাতি উৎপন্ন হয়েন, সেই শূদ্র পুত্র ভীম. ভীমের সন্তান প্রদীপ, প্রদীপের সুত কায়স্থ লিপিকারক তাহার তিন পুত্র জগতে বিখ্যাত বিশেষতঃ চিত্রগুপ্ত১ চিত্রসেন২ বিচিত্র৩ চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র পাতালে, চিত্রসেন পৃথিবীতে গত হইয়াছেন ইহারদের কেহ শূদ্র কহে ইতি। এস্থলে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ মুখ হইতে জাত হইয়াছেন এই বচনাবলোকনে " মুখতোস্য ব্রাহ্মণা জাতা বামভোগস্য স্ত্রীজাতা ,, অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মেন আর বামভাগ হইতে স্ত্রীজাতা হইয়াছে এই শ্রুতি বিরুদ্ধত্ব ঘটাইয়া বেদব্যাস প্রণীত অগ্নি পুরাণকে যেকেহ অপ্রমাণ কহিয়াছেন তাহা অপ্রমাণ যেহেতুক শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতি প্রধানা হন ইহা স্মৃতিতে কহিয়াছেন। ঔড়ুম্বরী যে যজ্ঞ দ্রব্য বিশেষ তাহা স্পর্শ করিয়া উদ্গান করিবেক এই শ্রুতি আছে আর সর্ব্বা ঔড়ুম্বরী বেষ্টন করিবেক এই স্মৃতি দেখা যায় এস্থলে শ্রুতি বিরোধ ভয়ে যেমন সর্ব্ব শব্দার্থ সঙ্কোচ কহিতে হয় সেইমত এখানে ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদের অন্বয় করি-

বেক অপর শূদ্র ব্যক্তি হইতে বেদভয় পান যে ঐ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবেক এই স্মৃত্যনুসারে ব্রহ্মার মুখের বামভাগ হইতে স্ত্রী জন্মিয়াছে সে ব্রাহ্মণী অপরা স্ত্রী অন্য বামাঙ্গ হইতে জাতা হইয়াছে এমত কহিলে অনুপপত্তির বিষয় কি অতএব স্ত্রীসকলের বামাঙ্গজাত সঙ্গত হইয়া বামা শব্দেরো উপপত্তি হইল। পিতৃতর্পণ পূর্ব্বে চিত্রগুপ্ত তর্পণ দর্শনে চিত্রগুপ্তের শূদ্রত্ব কীর্ত্তনে অনৌচিত্য প্রযুক্ত মহা বিজ্ঞ অগ্নিপুরাণকে অপ্রমাণ যে কহিয়াছেন তাহা অসঙ্গত কারণ চতুর্দ্দশ যমান্তঃপাতি যে চিত্রগুপ্ত সে পৃথক্ অথবা তিনি তপোবলে স্বর্গগত হইয়া দেবত্ব পাইয়াছেন এমত ব্যাখ্যা কেন করেন না দেখ "বচনের অতি ভারনাহি,, এইমত ন্যায়ও আছে অতএব কায়স্থ শব্দে শূদ্র সন্তান প্রতীতি দ্বারা কোষে ভেদার্থ দর্শন হইতেছে। শূদ্রা বিশোস্তু করণ এই অমরোক্তি দ্বারা এবং পূর্ব্বোক্ত কোষোক্তি দ্বারা পিতার উৎকর্ষতা জন্য কায়স্থ হইতে করণের প্রাশস্ত্য দেখা যায় এবং পিতার ব্রাহ্মণত্বে প্রাশস্ত্য হেতুক অম্বষ্ঠগণ বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ যথা অসবর্ণা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে উৎপন্ন হয় যে সন্তান সকল ইহারা মাতৃদোষে দূষিত জন্য পিতার সদৃশ হয়েন, এই মনুবচনে প্রমাণ আছে তদ্ব্যতীত মনূক্ত করণ পর কায়স্থের প্রমাণাভাব নিমিত্ত কায়স্থ শব্দ বাচ্যে যাহা লোক প্রসিদ্ধ আছে, তাহা করণ হইতে অপ্রশস্ত্য আর মনূক্ত করণের শূদ্রতুল্যত্ব শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, প্রশস্তাপ্রশস্তের

প্রমাণ নাই। যদিবল "সবর্ণাসু এই শব্দের অর্থ অনূঢ়া অথবা পর ভার্য্যা যে উক্ত হইয়াছে ইহার প্রমাণ কি ?" উত্তর মনু বচনে যে অনূত পাঠ লিখিত আছে তদ্দারাই ঐ অর্থ প্রতীতি হইতেছে। ইহারো পর যদি কহ যে কুল্লুক ভট্ট কর্ত্তৃক অনৃত শব্দের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে, যে "যাহারা জন্মে তাহারা উপনয়ন নামক সংস্কার রহিত হইলে অবৃত কহা যায়, এস্থলে মৎ প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত অর্থ কি সঙ্গে লাভ হয়,, উত্তর তাঁহার ব্যাখ্যাতে বাক্য-ভেদ পত্তি এবং ব্যবহিত যোজনা পত্তি হইতেছে বিশেষ "ব্রাহ্মণ দর্শনেন চ ,, এই পাঠের অর্থ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যাজনাধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদি দর্শনাভাব কুল্লুক ভট্ট মহাশয় যে কহিয়াছেন, তাহা পৌনরুক্তি প্রযুক্ত হেয় কেননা ক্রিয়া লোপাৎ এই পাঠ সম্বন্ধে গতিকেই বেদ দর্শনাধিকার নিষিদ্ধ মন্তব্য এপ্রযুক্তই অকৃতোপনয়ন সংস্কার নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান কহিয়াছেন, যথা 'যাবৎ সংস্কার না হয় তাবৎ শূদ্রতুল্য, অতএব জন্মদুষ্ট জনের ক্রিয়া লোপ জন্য সুতরাং শূদ্রত্ব অবধারিত হইতেছে। এইরূপ কুল্লুক ভট্ট মহাশয়ের ব্যাখ্যা দর্শনেতে আমার অপ্রমাণিকত্ব অগ্নিপুরাণ অপ্রমাণবাদিগণ বলিতে পারিবেন না, যস্মাদুক্ত মহাশয় অভ্রান্ত ছিলেন না, আর দেখুন মুন্যন্নাণি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতং। অক্ষার লবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে। এই বচনে ভগবান মনু মহাশয় অনুপস্কৃত অর্থাৎ পাকোপস্কার রহিত যে মাংস তাহাকে হবিঃ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু অনুপস্কৃত

পদে পৃতি গন্ধাদি রহিত অর্থ যে কল্লুক ভট্ট মহাশয় করিয়াছিলেন, তাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক দূষিত তথা খণ্ডিত হইয়াছে ইতি।

শ্রীশিবচন্দ্র সিদ্ধান্তস্যাচার্য্যস্য।
প্রকাশিতায়া ব্যবস্থায়া অনুবাদং।

ভূদেবের দশ প্রশ্ন।

কায়স্থ বিষয়ে পূর্ব্বাপর অনেকানেক প্রস্তাব কথিত ও লিখিত হইয়াছে আমরাও তদ্বিষয়ে ইতঃগ্রে কিঞ্চিদ্ব্যক্তা প্রকটিতা করিয়াছি এইক্ষণে আমারদের প্রাচীন মিত্রকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করিব।

প্রথম প্রশ্নঃ।—

ঝল্লো মল্লশ্চেতি মনুবচনোক্ত করণকে কায়স্থ বলিতেছ এবং ক্ষত্রিয় মানিতেছ ভাল, জিজ্ঞাসা করি উক্ত মনুবচনাধীন করণ যেমন ক্ষত্রিয় সূত তেমনি ঝল্ল, মল্ল, খসাদিও বাহুজাত্মজ বটে, অতএব করণকে যদি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কিম্বা তদ্বিনাপি উদ্ধার করিলে তাবৎ সোদর ঝল্ল মল্ল খস প্রভৃতির সন্তানেরা করণ তুল্য আঢ্য হইলে এবং প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে তোমার ব্যবস্থা প্রদায়কেরদের প্রবৃত্তি জন্মে কিনা?

দ্বিতীয় প্রশ্ন।—

এতদ্দেশস্থ সমস্ত প্রধান ও ধনবন্ত কায়স্থ দিগকে মনূক্ত করণ জাতি কল্পনা করিয়াছ আর ভিন্ন দেশীয় অপ্রধান ধনহীন কায়স্থকে অমরোক্ত সঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছ, ইহার

প্রণয় হেতু ও বিশ্বাস্য প্রমাণ কি? আমি এই পূর্ব্বপক্ষ করি. উক্ত দরিদ্র কায়স্থরাই মনক্ত করণ কেন নাহয়, যদি বল এপূর্ব্ব পক্ষের শরস কি? উত্তর তোমার কথারি বিশ্বাস কি?

তৃতীয় প্রশ্ন।—

শুনিয়াছি কায়স্থ বর্গের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপণ ও উপবীত ধারণ এবং বেদপাঠ করণাত্মিকা ব্যবস্থা অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর দ্বারা শোভিতা হইয়াছে সেই পণ্ডিত গণ শ্রীচরণে এই নিবেদন যে কায়স্থেরদের অঙ্গীকার করিতে যথার্থ পক্ষে কি তাঁহারদের অন্তরের শ্রদ্ধা হইয়াছে, কি বাক্যে এক মনে আর?

চতুর্থ প্রশ্ন।—

যদি কোন কায়স্থ পিতৃ মরণ জনিত দ্বাদশ দিনাশৌচ ব্যবহার করিয়া ত্রয়োদশ বাসরে আদ্য শ্রাদ্ধ এবং অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করে, তবে তোমার ব্যবস্থাপকেরা পদরজো দ্বারা সে শ্রাদ্ধ সভাকে শোভান্বিতা করিবেন কি না? দানশ বন্দি হেঙ্গামার মত তো কার্য্যকালে কহিবেন না, যে "কোষের অর্থ পাইয়াছি ব্যবস্থা দিয়াছি কিন্তু দেশ চলন রীতির ও কুলাচার পদ্ধতির বিপরীতাচার কেন করিব?"

পঞ্চম প্রশ্ন।

দেশ ধর্ম্ম ও কুলাচার ও শিষ্টাচার ও মহাজনাচরিত পদ্ধতি এবং পৈতৃক সৎপ্রণালী যাহা অনাদি রূপে নানা শাস্ত্র সিদ্ধ ও বহু বিবেচক লোক কর্ত্তৃক বৃদ্ধ পরম্পরা সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে তো-

স্মার নবীন উৎসাহের হেতু কি? যদ্যপি তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে প্রতিষেধ বিরহ কিন্তু অলীক জ্ঞান ও অমূলক ভান দ্বারা ভ্রান্তির পথ কেন কর, তথাহি যোগ বাশিষ্ঠে। নতু তার্কিকতা মেত্য নাশনীয়া প্রবুদ্ধতা অনভ্যস্য প্রলাপৈ স্বৈররূপবিচিত্রৈর্ব্বিকল্পতৈঃ। তথা চ মনুঃ। যেনাস্য পিতরো যাতা যেনযাতাঃ পিতামহা। তেন যাযাৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥ এবং মহেশঃ শিষ্টানাং ব্যবহারোপি প্রমাণং বেদ্বদ্ভবেৎ। যস্মিন্ দেশে কুলে যদ্বদাচারাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ তৎ কুতে ধর্ম্ম রক্ষাস্যাদ্ধর্ম্ম লোপোন্যথা ভবেৎ॥ ইত্যাদি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণের বিপরীতাচরণ কি পাপকৃত নহে?

ষষ্ঠ প্রশ্ন।—

পূর্ব্বোক্ত মনু বচনে সপ্তধা জাতি বিশেষ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা ঐ বচনের এক পর্য্যায়ত্ব অর্থাৎ সাহচর্য্য প্রযুক্ত করণ কে ঝল্ল মল্ল খসাদিবৎ অন্ত্যজ জ্ঞান হয়, এবং স্কন্দ পুরাণীয় কাশীখণ্ডে তথা রেবা খণ্ডে শ্রীগৌতমোক্তিত পরশুরাম পদ্ধতি দৃষ্টে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঐ করণ বাস্তবিক অন্ত্যজ বটে, অতএব নির্ম্মল জাতি কায়স্থ যে সচ্ছূদ্র তাহাকে প্রমাণ সিদ্ধ অন্ত্যজ যে করণ তৎ প্রতিপাদ্য জাতি বলিয়া তোমার প্রধান মত পোষক আন্দুলীয়া রাজ সভা পণ্ডিত কোন্ বিবেচনায় ব্যবস্থা প্রচারিতা করিয়াছেন?

সপ্তম প্রশ্ন।—

তোমার পিতৃ পিতামহাদি শূদ্রবদ্ব্যবহার করিয়াছেন

তুমি এইক্ষণে ক্ষত্রিয় বদাচার করিতে বসিয়াছ, ভাল শূদ্র পুত্র বিরাট্ কি কখন সম্ভব হয়, তোমার পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ মাসান্তে সম্পন্ন পূর্ব্বক প্রেতত্ব পরিহার হইয়াছে, তোমার সম্বন্ধে দ্বাদশ দিবসান্তে তাহা দূর হইবেক এখন কাহার প্রেতত্ব স্বীকার করিবা, যদি তুমি ক্ষত্রিয় তবে যথাকালে তোমার পিতার বৈদিকী ক্রীয়া নিষ্পন্ন না হওয়াতে তাঁহার প্রেতত্ব অন্তর হয় নাই। যদি তুমি শূদ্র তবে অকালে সকালে তোমার শ্রাদ্ধ হওন হেতুকত্ব প্রেতত্ব দূরীকৃত হইবেক না, বাপের সময় শূদ্র আপনার বেলা ক্ষত্রিয়, এবৈধম্য কেন গন্য না কর, বল দেখি তোমার পূর্ব্ব পুরুষের এবং তোমার নিজেরি বা পূর্ব্ব সংস্কার সকল কিরূপে স্থির থাকে?

মনোরমা ব্যবস্থা লিপিকরেরা নির্জ্জনে গোপনে আত্মীয় অন্তরঙ্গ সদনে প্রসঙ্গাধীনে কি এমত্ কহেননা যে "প্রধানের মনোরঞ্জন ও আপনার সম্মান প্রাপণ হেতুত্বাৎ এক কর্ম্ম করা গিয়াছে চলুক না চলুক তাঁহারাই স্বজাতি মধ্যে বুঝুন্,,

নবম প্রশ্নঃ।

পরশুরাম সংহিতা জাতি মালাতে কহে "বৈশ্যাদ্বৃষল কন্যায়াং করণস্যচ সম্ভবঃ,,। রভসাভিধানে লেখে "শূদ্রা বিশোঃ সুতে করণঃ,,। অমর কোষে লিপি করে "শূদ্রা বিশোস্তু করণঃ।,, এই তিনস্থলে প্রমাণ পাওয়াযাইতেছে যে শূদ্রার গর্ব্ভে বৈশ্যের ঔরসে করণ জাতি জাতহয় অতএব শূদ্রার মাতৃ জাতত্ব হেতুক 'মাতৃবর্দ্ধ সঙ্করাঃ,

এই ন্যায়মতে সেই করণ কায়স্থ শূদ্রমধ্যে কেন নিবেশ না হইবেক, ঐ সকল গ্রন্থ কর্ত্তারাকি কথন মনু পাঠ করিয়াছিলেননা তাঁহারদেরকি এপরিজ্ঞান ছিলনা যে করণ বর্ণ সঙ্কর তাঁহারাকি এইক্ষণের নবপণ্ডিতাপেক্ষা সর্ব্ব বিদ্যায় সুনিপুণতম ছিলেননা তবেকেন তাঁহারা কিম্বা অন্য শাস্ত্র বেত্তারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন নাই ?

দশম প্রশ্নঃ।

তুমিবল এদেশস্থ উৎকৃষ্ট অর্থ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কায়স্থেরা মনুক্ত করণ শব্দ প্রতিপাদ্য ক্ষত্রিয়, আর অন্য দেশস্থ নিকৃষ্ট দুঃখি কায়স্থেরা অমরাদ্যুক্ত করণ বর্ণ সঙ্কর শূদ্র, ভাল নিবেদন করি এক কায়স্থ জাতির মধ্যে কতক ক্ষত্রিয় কতক শূদ্র যে কহিতেছে ইহার শাসন কোন্ শাস্ত্রে পাওয়া যায় এক জাতিকে দুই বর্ণ মধ্যে দ্বিধাকরণ কোন শাস্ত্র বা যুক্তি মূলক ?

কৈশ্চিদ্দেবৈঃ।

(দুর্জ্জনদমন মহানবমী ২২ বৈশাখ ১২৫৫ সাল)

১২৫৫ বঙ্গাব্দীয় বৈশাখীয় ১৪ দিবসীয় সম্বাদ ভাস্কর পত্রে প্রকাশিত উত্তর পত্র।

পূজ্যবর গুণাকর শ্রীলশ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক ভট্টাচার্য্য
সদাসয় মহাশয়েসু।

মহাশয়ের যশস্কর ভাস্করে এই পত্র প্রকাশ করিতে
অনুমতি হইবেক।

গত ২২ চৈত্রে এক দুর্জ্জন নাম সম্বাদ পত্রে দ্বিজবর্ণ ধর্ম্ম লোপার্থে বৃদ্ধ কায়স্থ ক্ষত্রিয় গাত্রে কস্যচিৎ ভূদেবস্য (এস্থলে ভূদেব শব্দে পল্লী গ্রামীয় বনভূ গণানাং দেবতা ইত্যভিধেয়ঃ) স্বাক্ষরিত এক ব্যক্তি লেখনী দ্বারা নখাঘাত করিয়া কায়স্থ ধর্ম্ম কুলদ্বেষী হইয়াছেন যে কুলের অনুগত ও আশ্রিত আশীর্ব্বাদক তাবত্ অধ্যাপক সাধক হয়েন ঐ পত্র পঠনে বোধ হইতেছে ঐ ভূদেব মন্ত্রী তন্ত্রী যন্ত্রী যিনি তিনি কোন পল্লীগ্রামীয় বনভূঃ বনচরই বা হইবেন নচেত্ স্বীয় বর্ণ ধর্ম্ম নাশে অক্লেশে দেশে বিদেশে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত কেন হইবেন, যথা।

"উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।।"
ইতি গীতা।।

অর্থাৎ স্বীয় কুলধর্ম্ম যিনি উৎসন্ন করিতে চাহেন তিনি মহানরকে পতিত হয়েন, অতএব এমত অজ্ঞান ব্যক্তির সহিত ধর্ম্ম চর্চ্চা করা উচিত নহে তথাচ কিঞ্চিৎ লোকানুরোধে ভূদেব বোধে প্রত্যুত্তর লিখি।

১। ভূদেব মহাশয় যেকএক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহার তাবতের প্রতিউত্তর ১৭ অগ্রহায়ণে ১২৫৩ সালে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে এবং আর২ পত্রে পূর্ব্বে২ বারম্বার বিশেষরূপে লেখা গিয়াছে সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব, পরন্তু এতদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় অর্থাৎ কাশী, কাশ্মীর, কাঞ্চী, কর্ণাট, ইত্যাদি দেশাধিপতি রাজসভাস্থ

ভূরি পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ সন্দেহো নাস্তি।

২। ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহাশয়েরা করণ শব্দের প্রতিপাদ্য কোন শাস্ত্রে ও ব্যবহার নহেন, করণ এক ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশে বাস, তদ্বিচারে ব্রহ্ম কায়স্থের প্রয়োজনাভাব।

৩। ব্রহ্ম কায়স্থ শব্দ কোন অভিধানে ও কোন শাস্ত্রে শূদ্র বর্ণের মধ্যে লিখিত হয়নাই, কারণ ব্রহ্ম কায়স্থ শব্দ ও ঐ ক্ষত্রিয় শব্দ একি অর্থে গণিত হয়, যথা। কাবলং কবচং বর্ম্মা কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো দ্বিজঃ।। ইতি মহা ভাগবতং তথা স্কন্দে। এহারা বিষ্ণু বসুগণ দেবতা বংশজ ক্ষত্রিয় কৌস্তুভ গ্রন্থের তৃতীয় সংখ্যায় মীমাংসাধ্যায় প্রকাশ হইলেই ইহার প্রমাণার্থে নানা যুক্তি ও ভূরি বচন পাইবেন, হে বিপক্ষ অদক্ষ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং (তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং পদে গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণং) বীর যাবত্ন সঃ প্রকাশয়েত্।

৪। ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব সন্তানেরা শূদ্রবর্ণ আশ্রয় করিলে এবং পুরুষানুক্রমে শূদ্র হইলেও ব্রাত্য দোষে পতিত হয়েন না, অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতিতে হয়েন না, কেবল এক অপ্রকট ক্ষত্রিয় লোকে কহে পুণঃ সংস্কার হইলেই প্রকট ক্ষত্রিয় হয়েন, শ্রীমহাভারতে শান্তি পর্ব্বে স্পষ্ট লিখিয়াছেন স্বচক্ষে লক্ষ দেখিবেন।

৫। দেবস্য ক্রোধোহি বরেণ তুল্যং। অর্থাৎ ভূদেব মহাশয়ের ক্রোধ ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে বরতুল্য

হইয়াছে, যেহেতু তিনি ভবদেব ভ ধৃত এক স্মৃতি বচন লিখিয়াছেন ইহাতেই বঙ্গ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা দেখুন যথা। গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুঃ। তৃণং ন দূর্ব্বা পশবো ন গাবঃ। প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ। ইতি হারীতঃ। এই বচনার্থ এই যে গঙ্গা জল নহে, কনক ধাতু নহে, দূর্ব্বা তৃণ নহে, গো পশু নহে, বঙ্গকায়স্থ শূদ্র বর্ণ নহেন, অর্থাৎ বঙ্গকায়স্থ ক্ষত্রিয় দ্বিজবর্ণ হয়েন, এই অর্থ ব্যতীত অন্যার্থ এ শ্লোকের কদাচ হইতে পারেনা, হে পণ্ডিত পাঠক মহাশয়েরা স্বচক্ষে দেখুন ভূদেব মহাশয় ভুবন কোষের বিদ্যায় লিখিয়াছেন "সচ্ছূদ্র ইত্যর্থঃ।" ভাল, বঙ্গ কায়স্থ শূদ্রবর্ণ নহেন, ইহাতে "সচ্ছূদ্র" শব্দ কোন্ কোষাবলম্বে ভূদেব মহাশয় ব্যাখ্যা করেন, 'শূদ্র' তাহা আমারদিগের সকলের জিজ্ঞাস্য, হারীত স্মৃতির অভিপ্রায় এই যে বঙ্গ কায়স্থ ক্ষত্রিয়, এঁহারা কদাচ শূদ্র নহেন কারণ এক কায়স্থ শব্দাবলম্বে দেশান্তরে নানা জাতি শূদ্র ও বর্ণ সঙ্কর নানা বিশেষণে আছে বঙ্গকায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ এঁহারা শূদ্র নহেন, ঐ স্মৃতি বচনের উপসংহারে বিজ্ঞান তন্ত্রে ব্রহ্মা আপনি কহিয়াছেন যথা। ব্রহ্মোবাচ। মাম্নাত্বং চিত্রগুপ্তোসি মমকায়া দ্ভূবতঃ। তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতি র্লোকেত্ব ভবিষ্যতি॥ কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণোনতু শূদ্র কদাচন। অত ভবেযুঃ সংস্কারা গর্ভাধানা দিকা দশঃ। ইতি বিজ্ঞান তন্ত্রং।

৬। বিশেষতঃ সচ্ছূদ্রের নব শাখায় নবধা নামে নব

জাতি বিখ্যাত হয়েন তন্মধ্যে বৃদ্ধকায়স্থ গণের নাম গন্ধ ও নাই অতএব ভূদেব মহাশয়ের ব্যাখ্যা কেবল মিথ্যা আত্মপক্ষ রক্ষা লক্ষে ক্ষত্রিয়কে সৎশূদ্র কহিয়াছেন, সৎ শূদ্রের দিগের নাম শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যথা গোপ নাপিত ভীলাশ্চ তথা মোদক মূল বৌ। তাম্বুলি পর্ণ কারোচ তথা বণিক জাতয়ঃ॥ ইত্যেব মাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সৎ শূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ইতি বৃদ্ধ বৈবর্ত্তে বৃদ্ধখণ্ডে ১০ অ-ধ্যায়ঃ॥ অস্যার্থঃ সদ্গোপ, নাপিত, তন্ত্রবায়, ময়রা, তাম্বুলি, পর্ণকার, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কংশবণিক. এই নয় জাতি সৎশূদ্র হয়েন, ইঁহারা জলাচরণীয় বটেন, কিন্তু ইঁহারদিগের ভোজ্যান্ন গ্রহণ ও দান গ্রহণ দ্বিজেরা কদাচ করিতে পারেননা, আমরা ক্ষত্রিয়, সমবল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করি, দীন হীন ক্ষীণ ভূদেব প্রণালীকে নমস্কারে পরি হরি ইতি ৯ বৈশাখ ১২৫৫ সাল।

কস্যচিত্ বিশ্বমিত্র বর্ম্মণঃ॥

১২৫৫ সালের বৈশাখ মাসের ১৫ দিবসের সম্বাদ
কাব্য রত্নাকর পত্রে প্রকাশিত লিপি।
পূজনীয় শ্রীযুত কাব্য রত্নাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।—

সম্পাদক মহাশয় কয়েক দিবস দুর্জ্জন দমন মহানবমী পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, কারণ তৎ সম্পাদ-কের অগাধ বিদ্যা প্রভাবে কতক গুলীন অমান্য পচা সংস্কৃত শ্লোক একত্র করিয়া কায়স্থ কৌস্তুভ মত উচ্ছেদ

করিতে অগ্রগামী হইয়াছেন, তিনি লেখেন স্মার্ত্তের মতে কায়স্থ বর্ণ মাত্রের দাস শব্দ সংলগ্ন করিবেন, বসুজ কি ইহা জানেন না যে স্মার্ত্তের মত অগ্রাহ্য স্মার্ত্ত লেখেন, যবনান্ন অর্থাৎ সিদ্ধ তণ্ডুলান্ন আমারদিগের দেশে অশুদ্ধ নহে, তবে কেন দেবতা পূজা কালীন আতপ তণ্ডুলের আবশ্যক করে, কেননা অন্ন প্রস্তুত করিয়া অগ্রে নারায়ণকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ আহার করিতে হয়, অতএব যেখানে স্বয়ং নারায়ণকে যবনান্ন ভক্ষণ করাইলেন, তখন ষষ্ঠী মাখালকে শুষ্ক সিদ্ধ চাউল দিবেন তাহার আশ্চর্য্য কি, এই প্রকার স্মার্ত্ত মহাশয় ভ্রম বশতঃ অনেক অযৌক্তিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব কি মতে আমরা তন্মতাবলম্বী হইতে পারি, পরন্তু বসুজ আপনার লেখাতেই আপনি পরাস্ত হইয়াছেন, যথা, " গঙ্গা ন তোয়ং কনক ন ধাতুস্তৃণং নদর্ভং পশবো ন গাবঃ। প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ ,, ॥ এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন কায়স্থ শূদ্র নহে সৎশূদ্র, মহাশয় ইহা কি প্রকারে হইল, 'কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ, অর্থাৎ ইহারা শূদ্র নহেন, তবে তিনি কি প্রকার তাহার ভিতর সৎশূদ্র শব্দটি ঢুকাইলেন। পরন্তু যে সকল সংস্কৃত লিখিয়াছেন তাহা কেবল করণ কায়স্থের প্রতিই ব্যক্ত আছে, কিন্তু আমরাতো করণ কায়স্থ নহি যে তাঁহার সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা শূদ্র পদে বাচ্য হইব।

অপিচ ক্রুর স্বভাব দুরাত্মা ঠাকুরদাস বসু আমারদিগের পতিত কায়স্থ কুল উদ্ধারকারী চিত্রগুপ্ত অবতার মিত্রজ

মহাশয়কে এই উপলক্ষে অনর্থক কতক গুলীন শ্লেষ বাক্য কহিয়াছেন কহুন বাতুলের বাক্যে সৎ মনুষ্য মিত্রজার ক্ষতি কি, ইতরের বাক্যে মহতের মনের কিছুমাত্র হানি হইবেক না, অদ্য আমি সমতাভাবে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম পরে বুঝিয়া লইব কেমন নবমী।

গ, চ, দেব বর্ম্মণঃ।

২০ সংখ্যক দুর্জনদমন মহানবমীর উক্তি।

গত ১৪ বৈশাখীয় ভাস্কর পত্রে বৃদ্ধ মিত্র বিশ্বামিত্র নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক ভূদেবের পত্রোত্তর দানছলে যেপ্রকার পদন্যাস করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহাকে বেদব্যাস বলিলেও বলাযায় ফলতঃ পঠিত বিদ্যায় এত অসাধারণ বিদ্যা সম্ভবেনা বোধকরি কালীদাসের প্রায় বিদ্যা বিদ্যাবাপীর বারি পানতই এতভারি বিদ্যালাভ করিয়াছেন প্রার্থণাকরি এইকুল তিলক দীর্ঘায় হইয়া স্ববংশে আলোকদান করুন।

তিনি লেখেন "দ্বিজবর্ণ ধর্ম্ম লোপার্থ কায়স্থ ক্ষত্রিয় গাত্রে কস্যচিদ্ভূদেবস্য স্বাক্ষরিত এক ব্যক্তি লেখনী দ্বারা নখাঘাত করিয়া কায়স্থ ধর্ম্ম কুলদ্বেষী হইয়াছেন বনচর না হইলে স্বীয়বর্ণ ধর্ম্ম নাশে কেন প্রবৃত্ত হইবেন যথা" উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাস ইত্যাদি,, মিত্রজর উপর্য্যোক্ত লিপির মর্ম্ম পাঠকগণ বিবেচনা করুন, দ্বিজবর্ণ ধর্ম্ম লোপার্থ এই পদের মুখ্যার্থ দ্বিজবর্ণ স্বভাবত ব্রাহ্মণ বোধকহয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজ পদ বাচ্য হইলেও কলিতে তজ্জাতির অভাব।

অপর " কায়স্থ ধর্ম্ম কুল দ্বেষী হইয়াছেন,, এলেখায় দ্বিজ-বর্ণ ব্রাহ্মণ পরনহে ইহাই বোধ হইতেছে পরে ", স্বীয়ধর্ম্ম নাশে কেন প্রবৃত্ত,, এলেখাদ্বারা ভূদেবের স্বকীয় বিপ্রধর্ম্ম নাশার্থ স্পষ্টীকৃত হইতেছে এস্থানে দ্বিজ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কিপ্রকার একার্থ জ্ঞাপকহয় বলিতে পারিনা, বোধহয় বর্ণাচার বর্ণ বিচার অভাবে বর্ণ মাত্রেই তিনি দ্বিজ কল্পনা করিতেছেন তাহা অযুক্ত নহে যথা ' প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজ স্তমাঃ ,, অপর " লেখনাদ্বারা নখাঘাত ,, ইহার অর্থ সোনারে লোহাবান্ধা রূপার পাতরের বাটা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া লেখনার নখ কোথায় ?

অপর ভূদেবের প্রতি লক্ষ করিয়া " উৎসন্ন কুল ধর্ম্মাণাং,, যে গীতা প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, ঐ গীতা অভীতারূপে বচনেয় যথার্থ ফল মিত্রকেই দান করিবেন, কেননা পূর্ব্ব পুরুষের আচরিত ধর্ম্মের নাম কুল ধর্ম্ম তাহা ভূদেবও মিত্র মধ্যেকে উচ্ছিন্ন করিতেছেন তাহা পাঠকেরাই বিবেচনা করুন, রোগের উপযুক্ত ঔষধ রোগির মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাকেই নরাঙ্কিত বলিতে হয়, যেহেতু ভূদেবের শাসনার্থ উক্ত প্রমাণ বিধেয় নহে, যাঁহারা পৈতৃক শূদ্রধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশাহাশৌচও উপবীতগ্রহণকরত বর্ম্মা হইতে চাহেন, তাঁহারাই উক্ত বচনানুশাসনে ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন।

অপর মিত্র মহাত্মা লেখেন যে " ভূদেবের লিখিত তাবৎ প্রশ্নের উত্তর ১২৫৩ সালের ১৭ অগ্রহায়নীয় পূর্ণ চন্দ্রোদয় পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,, মিত্রের একথা শিশু

বাক্যের ন্যায় মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণ, কোন বিপ্র বালক এক সময়ে ক্ষত্রিয় বালক দ্বারা মল্ল যুদ্ধে নির্জিত হইয়া কহিয়াছিল, পরশুরাম কর্তৃক এক বিংশতিবার মেদিনী নিঃক্ষত্রিয়া হওয়াতে আমারদিগের পৈতৃক জয় প্রসিদ্ধই আছে সেইমত পূর্ণচন্দ্রের উত্তর দানে মিত্রের জয় হইল, ইহার নাম মামার জয়ে জয়।

মিত্র স্বপত্রের দুই ধারায় লেখেন, যে "বঙ্গ কায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা করণ শব্দের প্রতিপাদ্য নহেন, তদ্বিচারে বঙ্গ কায়স্থের প্রয়োজনাভাব., উত্তর যদি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ শব্দের প্রতিপাদ্য না হয়, তবে নব্য মত স্থাপকেরা ভূরি অর্থ ব্যয়ে নব পণ্ডিত দ্বারা যে ব্যবস্থা লইয়াছেন তাহাতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান করণ জাতি কায়স্থ ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যদি তাঁহারা সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় হইতে পারিতেন তবে অর্থ ব্যয়ে অধ্যাপকের ব্যবস্থা লইয়া দুরবস্থা ঘটাইবার ও দেশহাসাইবার আবশ্যক কি ছিল। অপর বঙ্গ কায়স্থ প্রতিপনার্থে মহাভাগবতের ও স্কন্দের যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতেই কায়স্থ জাতি চরিতার্থ হইল। যথা 'কাবলং কবচং বর্ম্ম। কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো দ্বিজঃ, এই অপূর্ব্ব প্রমাণের শেষার্দ্ধ লিখিতে মিত্র মহাত্মা বিস্মৃত হইয়াছেন তাঁহার উদ্বোধার্থ তাহা লিখি যথা " কাবলং কবচং বর্ম্ম। কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো দ্বিজঃ। চীন তাতার তুরস্কঃ ক্ষত্রিয়া পরিকীর্ত্তিতাঃ।,, যেমত হাতুড়িয়া বৈদ্য হাতগড়া ঔষধ প্রয়োগে লোকের প্রাণনাশ করে সেইমত মিত্রজ হাতগড়া বচন প্রয়োগে ধর্ম্ম নাশ জাতি নাশ করিতেছেন, ধন্যকাল

যাঁহার যন্ত্রতন্ত্র বর্ণজ্ঞান ও দ্বিজঃ শূদ্র বর্ণ বিচারনাই তিনিও মত স্থাপক হইলেন। যাহাহউক পৃথিবী অদ্যাপি পাণ্ডিত শূন্যা হয়েন নাই এইরূপ মিত্রজ বৃক্ষ কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে করিতে বৃক্ষ রাক্ষস না হয়েন।

পরন্তু দেখেন যে "বিষ্ণুবসুগণ দেবতা বংশজ ক্ষত্রিয়,, এপদের অর্থে ক্ষত্রিয়েরা বিষ্ণু ও বসু দেবতার বংশ, যদিবল বসু পদবাচ্য কায়স্থ তাঁহারা দেবতা সন্তান, তবে ক্ষত্রিয় কল্পনায় প্রয়োজন কি? দেবপুত্র বিপ্রাদিরও পূজ্য হইতে পারেন, কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ অতএব কোন্ দেবতার ঔরসে কোন্ দেবীর গর্ত্তে কায়স্থের জন্ম লিখিয়া সন্দেহ দূর করিলে ভাল হয়, ক্ষত্রিয় সন্তানেরা সক্রোধ একারণ তিনিও ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশিয়া প্রথমে কটু কাটব্য করিয়া ১ধারার শেষে লেখেন যে " গর্জ্জ২ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং ,, যদিও শেষ চরণ স্পষ্টতঃ না লিখিয়া ইতিমার্কণ্ডেয় লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়, মিত্র মহাত্মা মহামধু কিম্বা পদ্মমধু পানকরিয়া যুদ্ধে আইসেন বলিতে পারিনা ফলতঃ দুইমধুই তাঁহার করস্থ বটে। আমরা তদুত্তরে ইহাই কহি যে "গজ্জশূকর ভদ্রন্তে ব্রুহি সিংহো জিতোময়া। পশ্যন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে সিংহ শূকরয়োর্ব্বলং ॥,, অপর ভূদেব শব্দে পল্লিগ্রামীয় বনভূগণানাং দেবতা এই ব্যাখ্যা করাতে মিত্রকে সহস্রমুখে ব্যাখ্যা করিতে হয় ইহা সামান্য বিদ্যার কর্ম্মনহে কোন্ কোষ ধরিয়া এই নির্দোষ অর্থ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে অক্ষম, তিনি কটুই বলুন্ বা প্রহারই করুন্ যখন

গোচিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তখন শৃঙ্গপদ প্রহার সহ্য না করিলে কৃতকার্য্য কেন হইব ?

পূর্ব্ব পত্রে "গাঙ্গং নতোয়ং কনকং ন ধাতু স্বর্ণং ন দূর্ব্বা পাশবো ন গাবঃ। প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ" এই শূদ্র শব্দে ভূদেব সচ্ছূদ্র লেখাতে কতই আন্দোলন করিয়াছেন এই বচন প্রশংসাবাদ মাত্র ইহাও জ্ঞাত নহেন, যেমত জল মধ্যে গঙ্গাজল, ধাতুমধ্যে স্বর্ণ, তৃণমধ্যে দূর্ব্বা, পশুমধ্যে গো, শ্রেষ্ঠ হয়েন তন্ন্যায় শূদ্র মধ্যে কায়স্থ সচ্ছূদ্র. ফলিতার্থ গঙ্গাজল, জলব্যতীত বায়ু নহে। স্বর্ণ, ধাতু ভিন্ন মুক্তা নহে। দূর্ব্বা, তৃণ ভিন্ন অগ্নি নহে। গো, পশু ভিন্ন মনুষ্য নহে। তদ্বৎ কায়স্থ শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নহে। বিশেষতঃ গঙ্গা শব্দে তোয় প্রয়োগে, কনকে ধাতু প্রয়োগে, দূর্ব্বায় তৃণ প্রয়োগে, গোতে পশু প্রয়োগে, স্বরূপার্থ জল, ধাতু, তৃণ, পশু, জ্ঞাপক হইয়া তত্তদ্বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়াছে, তন্ন্যায় কায়স্থ বর্ণে শূদ্র প্রয়োগ থাকাতে স্বরূপার্থে শূদ্রত্বের অপলাপ হইতে পারে না, কেবল উত্তমতা প্রতিপাদন হয় এতাবন্মাত্র, যদি কায়স্থ বর্ণ স্বতঃ সিদ্ধ ক্ষত্রিয় হইত, তবে শূদ্রত্বের অন্তর্গত হইত না, ব্রাহ্মণ শব্দ প্রতিপন্ন করিতে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় নহেন এমত কেহই কহে না, ঐরূপ ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্য নহেন কি বৈশ্যেরা শূদ্র নহেন, ইহাও ব্যাখ্যা হইতে পারে না, কায়স্থ শূদ্র নহে একথা বলাতে তাঁহারদিগের অবশ্যই শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে শূদ্র না হইলে শূদ্র শব্দ প্রয়োগের আবশ্যক কি ছিল.

অপর কায়স্থ জাতি চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয় জাতিতে গণনা করেন ইহা নিতান্ত ভ্রান্তির কর্ম্ম। চিত্রগুপ্ত যমের দ্বিতীয় রূপ বাস্তবিক তিনিই ধর্ম্মরাজ যথা ‘ যমায় ধর্ম্মরাজায় ইত্যাদি চিত্রগুপ্তায় বৈনমঃ অতএব দেবতার জাতি কি? তবে তাঁহার দোহাই দিয়া কি প্রকারে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, যদি দেবতারা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেন, তবে বিশ্বকর্ম্মা ঘৃতাচি অপ্সরায় উপগত হইয়া যে সন্তানোৎপাদন করেন তাঁহারা নয় জাতি প্রত্যেকেই শূদ্র হইতেন না, তন্ন্যায় চিত্রগুপ্ত হইতে শূদ্রা যোনিতে জন্ম প্রযুক্ত এঁহারাও শূদ্র বটেন, কিন্তু প্রথমাবধি বিপ্র শুশ্রূষা সৎকর্ম্ম দ্বারা শূদ্র মধ্যে সর্ব্ব - - - শ্রেষ্ঠ হয়েন।

“ কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন,, এই বিজ্ঞান তন্ত্রের বচন মীমাংসা মহাবিজ্ঞান তন্ত্রে আছে, যথা মাতৃ দোষেণ কায়স্থঃ শূদ্রত্বং জায়তে ভূবি।

মিত্রের লিখিত বিজ্ঞান তন্ত্রীয় উপর্য্যোক্ত প্রমাণ যে অমূলক কণ্ঠকল্পিত তাহা ৩২ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকীয়োক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

ভূদেবের প্রত্যুত্তর পত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব মতোৎসাদন ও শূদ্রত্ব সংস্থাপন বিষয়িকা পত্রিকা প্রচারিতা করণেতে বিশ্বমিত্র ও গ, চ, নামধারী কোন বিজ্ঞবর বিচার্য্য বিষয় কিছুই অবধার্য্য করিতে না পারিয়া স্থূল ভুল করিয়া কেবল কটু বাক্যে পটুতর ও বাক্ পারুষ্যে ব্যগ্রতর

এবং দুর্ব্বাক্যে অগ্রসর হইয়া সংবাদ ভাস্করে ও রত্নাকরে দুই লিপি প্রকাশিতা করিয়াছেন তাহা এমতি মহতী অলীকা ও অমূলিকা যেতদুত্তর নিরুত্তরেই সদুত্তর, তথাপি পাঠক বর্গের মনোরঞ্জনার্থ মহানবমী সম্পাদক মহাশয় সুলিপি পারিপাট্যে ও অকাট্য সুযুক্তি যুক্ত শাসন দ্বারা যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সুন্দরতম ও মনোরম বটে, যেহেতুক কটূক্তির উত্তর কটূক্তি ব্যতীত সম্ভাব্য নহে, সেই হেতুক আমরা সাধুদিগের অনাদরণীয়া কটূক্তিকে অনাদর কূপমধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া মূল বিষয়ের বিচারকে পুনরাবাহনে শাস্ত্রীয়ানুশাসনে বিজ্ঞ জনগণের মনের তুষ্টির পুষ্টির নিমিত্তে কিঞ্চিন্নিবেদন করিতে একদা যত্নবান্ হইলাম।

বিশ্বমিত্র কিম্বা গ. চ, মহাশয়কে কি বলিব তত্তম্মানের পাত্র লেখক সুনব পণ্ডিত মহাবিজ্ঞকে নমস্কার করিয়া প্রস্তাব প্রারম্ভ করি।

মহাবিজ্ঞ কহেন " ভূদেবের লিখিত প্রস্তাব তাবতের উত্তর ১২৫৩ সালের ১৭ অগ্রহায়ণীয় সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে বিশেষ রূপে লেখা গিয়াছে পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব আর বঙ্গ কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহাশয়েরা করণ শব্দের প্রতিপাদ্য নহেন, করণ এক ভিন্ন শ্রেণী, ভিন্ন জাতি, তদ্বিচারে বঙ্গ কায়স্থের প্রয়োজনাভাব, তাঁহারাতো করণ কায়স্থ নহেন যে ভূদেবের সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা শূদ্রপদে বাচ্য হইবেন,, হংহো সুসংস্কারক মহাশয়! আপনার কি স্মরণ হয় না, যে উক্ত ১৭ অগ্রহায়ণ ও ৬ মাঘ দিবসীয়

পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে ভবল্লিখিত স্বনাম বিনাম পত্রী যাহা বিকাশমানা হইয়াছে, তাহাতে আধুনিক পণ্ডিতের স্থানে সযত্নে গৃহীতা কল্পিতা ব্যবস্থা প্রকাশিতা আছে তত্তাৎপর্য্য এই যে ঝল্লো মল্লশ্চেতি মনু বচনোক্ত করণ শব্দেরি প্রতিপাদ্য কায়স্থ গণ হয়েন, এঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাত্যাম্বষ্ঠ বৈশ্য হইতে উৎকৃষ্ট ইত্যাদি।,,

তদুত্তরে আমরা মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাণাদি সচ্ছাস্ত্র সম্মত ভূরি২ প্রমাণদ্বারা উক্ত করণের অন্ত্যজত্ব নাব্যস্থ ও কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন পূর্ব্বক যে পত্র প্রকটন করিয়াছি তৎ প্রত্যুত্তর পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে কিছুমাত্র নাহি বরঞ্চ তাহাতে মহা বিজ্ঞ মহাশয় পক্ষপাতাত্মিকা যেসকল কথা রচিতা করিয়াছিলেন তাহারি উত্তর আমরা সম্পূর্ণ রূপ দিয়াছি। ঐ সকল অকাট্য অখণ্ড্য প্রমাণ প্রয়োগ তিনি খণ্ডন করিতে না পারিয়া অন্য পথ না দেখিয়া এইক্ষণে পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া বসিয়াছেন। অহো মহাবিজ্ঞ তুমি স্মরণ করিয়া দেখ যে প্রাগুক্তা কল্পিতা ব্যবস্থার অনুবলে তুমি অনুরূপ ব্যবস্থা দিয়া ইতাগ্রে কত২ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিলে তুমি শ্রীমদ্বেদব্যাস প্রণীত অগ্নি পুরাণীয় বচন অপ্রমাণ অথচ সামান্য রভস কোষের লিখন প্রমাণ বলিয়া করণের কায়স্থত্ব দর্শাইয়া ক্ষত্রিয় মানিয়া বহু২ ধুমধাম করিয়াছিলে এবং কায়স্থের উচ্চপদ দানোদ্যমে স্বকীয় পদ দ্বৈগুণ্য মন্যমান করিয়া সমাজান্তরালে জয় পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়াছি বলিয়া কত কতই জাঁকজমক করিয়াছিলে এখন তোমার সেসকল তর্জ্জন

গর্জ্জন দুমধাম জাঁক জমক কোথা গেল, তখন তোমার বৃক্ষ কায়স্থ কোথাছিল, এইক্ষণে তুমি ঝল্ল মল্ল বড় কোষ ছাড়িয়া অন্য কোষ কেন ধরিলে, মনুক্তি স্বরূপিণী লক্ষ্মী ছাড়া-হইয়া অধুনা অন্য কোন কাল্পনিক বচনের অবলম্বন কেন করিলে, কিহেতুতে তোমার মন দোলায়মান হওত আপ-নার প্রাক্ প্রকাশিতাভিমত অন্যথা পুরঃসর অভিনব মত প্রচারিলে, তুমি অগ্রে নাবুঝিয়া মনোরঞ্জিকা ব্যব-স্থার অশাস্ত্রিক মতাবলম্বনে স্বদেশ বিদেশ স্বশ্রেণী মধ্যে কেন লোক হাসাইলে, শাস্ত্রে কহেন " ভুতে পাশান্তি বর্ব্বরাঃ ,, কিন্তু আমরা তাহা কহিনা পাছে কটু হয় ভোঃ সুধী পাঠক বর্গ হে প্রধী সমাজ সমূহ বিবেচনা করুন্ মনুক্ত করণের শক্তিক্রমে মহাবিজ্ঞের ক্ষত্রিয়ত্বাশা একাও প্রত্যাশা হইয়াছে কি না এইক্ষণে তিনি যে বৃক্ষকায়স্থের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা যাদৃশ ভীষ্ম দ্রোণাদির অভাবতঃ শৈল্য দ্বারা দুর্য্যোধনের মনেং রণজয়াশা আজীবন বলবতী ছিল তাদৃশ শ্রুতি স্মৃতির শরাসাভাবে আধুনিক কাল্পনিক কায়স্থ কৌস্তুভের ভেলকীতে আজন্ম শূদ্রের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধহওনাশা প্রবলা আছে কিন্তু সন্দেহ এইযে জ্ঞান চক্ষে দৃষ্টিকরিলে কিজানি সে কৌস্তুভ বা কাঁচ হইয়া উঠে। আমরা সানুনয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসাকরি উপর্য্যোক্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় ও অন্যং পত্রে যাঁহারা স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াং বল পূর্ব্বক কায়স্থগণকে করণ শব্দের প্রতিপাদ্য কহিয়াছিলেন তাঁহারাই এইক্ষণে তাহা মুক্তকণ্ঠে অন্যথা পূর্ব্বক বৃক্ষ কায়স্থ বলিতেছেন ইহার কোন্ কথা সত্যা

কোন্ কথা মিথ্যা তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন্।

করণ যে বর্ণ সঙ্কর অন্ত্যজ এবং কায়স্থ যে ঐ করণের অন্তঃর্গত নহেন ইহা মামক প্রাক্ প্রেষিতা পত্রিকাতে নানা প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছি আর শাসন দিয়াছি যে কায়স্থ সচ্ছূদ্র হয়েন. মহাবিজ্ঞ মহোদয় যদি সেই সকল প্রমাণ প্রয়োগ শাস্ত্রীয়ান্ শাসন দ্বারা অপাক্সব ও খণ্ডন করিতে পারিতেন তবেই তাঁহার পাণ্ডিত্য মানিতাম্ তাহাতো পারেননাই ও পারিবেন না তবে যশস্কর ভাস্কর কে দুর্ব্বাক্য রূপা রাহু দ্বারা গ্রাস করাণ এবং স্বীয় পত্র রূপ কূপকে কেবল কটু ভেক দ্বারা পূরণ করণ অকর্ত্তব্য হইয়াছে কি না শ্রীমান্ পাঠক মহাশয়েরাই বিচার করিবেন যাহাহউক আমরা এই সুযোগে স্বকীয়াভিমত প্রকাশ করি যে কায়স্থ ব্রহ্ম পাদোদ্ভূত শূদ্র জাতি। তিনি যে করণের আশ্রয় ছাড়িয়া পূর্ব্ব ভ্রান্ত্যাচার পরিহার করিয়া এইক্ষণে সোজা পথে দাঁড়াইয়াছেন ইহাতে আমারদের আহ্লাদ হয় কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের কথাটি যে এখনো ছাড়িতেছেন না এই দুঃখের বিষয়। হায় পক্ষপাত! তুমি কি মহাবিজ্ঞের সুকোমল হৃদয়কে সিংহাসন করিয়াছ, আর কত কাল ঐ সিংহাসনে সুখভোগ করিতে পার তাহাও দেখিব। যাহাতে "প্রবৃত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি,, এই ন্যায় প্রমাণ কালে তাঁহার ও আমার আশালতা সুকলে কলবতী হইলেই পরিতাপ খণ্ডিত পরিতোষ উদিত হইতে পারে।

তিনি সংপ্রতি যে নূতন প্রমাণ দিয়াছেন ও উক্তি করি-

য়াছেন তাহা অপহ্নব জন্য ক্রমে ত্রিবিধ প্রস্তাব করি।

আদৌ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিশ্বাস্য প্রমাণ কিছুই দর্শাইতে পারেন নাই তবে যে পৃথিবী অন্বেষিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাস মধ্যে কিছু না পাইয়া বিজ্ঞান তন্ত্রের দোহাই দিয়া দুই একটি বচন বাহির করিয়াছেন তাহাও কার্য্যের নহে, তদ্‌যথা "নাম্নাত্বং চিত্রগুপ্তোসি মম কায়া দর্ভূয়তঃ। তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতি র্লোকে তব ভবিষ্যতি। ১। কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন। অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ব্বাধানাদিকাদশঃ। ২।,, উত্তর শেষোক্ত বচনটি যে সুপণ্ডিত মহাশয়ের স্বকপোল রচিত কষ্টকল্পিত ইহা বচন রচন দৃষ্টেই সুন্দর উপলব্ধি হয় বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক মহাশয়েরা তাহা ধরিয়া ৩২ সংখ্যক পত্রিকাতে বিশেষ বিন্যাস করিয়াছেন তস্মাৎ বাহুল্য লেখা বাহুল্য। অপিচ প্রথমোক্ত বচন মূল গ্রন্থে আছে কি শেষোক্ত বচনের মত হাতগড়া তাহা পুস্তক না দেখিলে বিশ্বাস হয়না যদিও থাকে তথাপি উপপত্তির বিষয় কি, কেন যে উক্ত বচনাধীন ব্রহ্মকায় সম্ভূত চিত্রগুপ্তে যে কায়স্থ খ্যাতি ইহাই প্রকাশমান তদিতর ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ কোথা? অতএব অস্মদাদির নিবেদন এইযে তিনি কেন না স্বীকার করিবেন যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ দিতে অশক্ত, ফলতঃ "মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ,, স্মার্ত্ত মহাশয়ের এই লিখন মতে কলিতে ক্ষত্রিয় অভাব এবঞ্চ "শনৈকেশ্চ ক্রিয়ালোপাৎ,, ইতি মনু বচন প্রমাণে সমগ্র বাহুজাত্মজ বৃষলত্ব

প্রাপ্ত হইয়াছেন এতদবস্থায় নূতন ক্ষত্রিয় হইতে কিমতে বাঞ্ছা করেন ইহারি নাম "শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া,,।

দ্বিতীয় লিখিয়াছেন "ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব সন্তানেরা শূদ্রবর্ণ আশ্রয় করিলে এবং পুরুষানুক্রমে শূদ্র হইলেও ব্রাত্য দোষে পতিতহয়েননা, ইত্যাদি,, যদিচ এতাঁহার মুখের কথা ব্যতীত ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণাত্মক শাস্ত্রের শরননহে তথাপি এইযুক্তি বিরুদ্ধ উক্তির উত্তর নিমিত্তে এবং ভ্রান্তি শান্তি জন্যে মন্বনুশাসনে ব্রাত্যোৎপত্তি ও তদুৎপত্তি কথনে প্রবৃত্ত হইতেছি অবধীয়তাং " দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুযান্। তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ। ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎপাপাত্মা ভূর্জ কণ্টকঃ আবন্ত্য ব্রাট্ বানৌচ পুষ্পধঃ শৈখএবচ ॥২॥ ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যা নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এবচ।৩। বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বা চার্য্য এবচ। কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃ সাত্বত এবচ ॥৪॥ সবর্ণাসু ব্রাহ্মণী প্রভৃতিসু পরভার্য্যাসু অনূঢ়াসু বা দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো যানব্রতান্ গর্ভাধানাদি রূপ শাস্ত্রোক্ত নিয়মা যোগ্যান্ অতএব তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি শব্দেন নির্দ্দিশেৎ॥ যদ্বাতান্ কাল বিশেষ পর্য্যন্ত মকৃতোপনয়ন সংস্কারাংশ্চ ব্রাত্যা ইতি নির্দ্দিশেৎ। পূর্ব্ব কল্পে সাবিত্রী পরিভ্রষ্টানিত্যধিক দোষার্থং পরকল্পে সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ইত্যস্যাত্র কীর্ত্তনং তানিবে ত্যর্থ লাভায়। যত্তু ব্রাত্যাদ্ব্রাহ্মণাৎ পরভার্য্যায়াং ব্রাহ্মণ্যা মনূঢ়ায়াং বা যোজায়তে অতএব পাপাত্মা যথা পতিতাৎ

পতিতো জায়ত ইতি সদ্ভর্জ কণ্টকঃ ভূর্লোক জাতানাং সংস্কার্য্যানাং প্রতিকূলঃ সজ্জাত্রাৎ পুংস্ত্ব মবিরুদ্ধং। বস্তু তস্তু সাবিত্রী পরিভ্রষ্ঠা নিত্যস্ত মাত্র লিখনেন বিবাহ মাত্র সংস্কারং শূদ্রোপি লভতে নদেতি বচনেন চৈষাং শূদ্রতুল্যত্ব মতয়ৈব ক্ষত্রিয়ন্মন্যানাং মানাশৌচাদিকং অদ্যাপি দৃশ্যতে ভূজ কণ্টকাদেঃ শূদ্র তুল্যত্বাৎ তন্ধা-র্য্যায়াং শূদ্রায়াং সেজাতা স্তেষং সুতরাং শূদ্রতুল্যত্ব গতো নতেষামন্যে সংস্কারাঃ। ইতি সিদ্ধান্ত শিবচন্দ্রঃ।

অর্থাৎ সবর্ণা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা পরভার্য্যাতে অথবা সবর্ণা অনূঢ়াতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতি কর্তৃক যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা অনুত অর্থাৎ গর্ভাধানাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অযোগ্য বিধায় সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট ইত্যাদিরাই ব্রাত্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। অথবা সেই উৎপন্ন সন্তানেরা কাল বিশেষ পর্য্যন্ত অকৃতোপনয়ন সংস্কার হেতুক ব্রাত্য বলিয়া কথিত। এই উভয় কল্প মধ্যে প্রথমোক্ত কল্পে সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট পাঠ কেবল অধিকতর দোষ জ্ঞাপনার্থ আর শেষোক্ত কল্পে মূল শ্লোকের মধ্যে সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট শব্দের উৎকীর্ত্তন তত্তুল্যার্থ লাভ নিমিত্ত।১

পরন্তু ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে পরস্ত্রী বা অনূঢ়া ব্রাহ্মণী গর্ভে যে জাত সন্তান সে অবশ্যই পাপাত্মা কেননা পতিত হইতে পতিতই জন্মে সেভূর্জ কণ্টক রূপে খ্যাত বস্তু তস্তু "সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট" এই গুরুতর দোষাত্মক পাঠ গ্রহণ প্রযুক্ত এবং শূদ্রের যে কেবল বিবাহ মাত্র সংস্কার আছে

এই হেতুক উক্ত ভূর্জ্জ কণ্টক ব্রাত্য সন্তানগণের শূদ্রতুল্যত্ব অভিধেয় এজন্য ক্ষত্রিয়ম্মন্য মহাশয়দিগেরদের পৈতৃক বৃদ্ধ পরম্পরাচরিত প্রাচীন ঋষি কল্পিত মাসাশৌচ ব্যবহার অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে, এবং ভূর্জ্জ কণ্টকাদির শূদ্র তুল্যত্ব দোষ হেতুক তৎপত্নী যে শূদ্রা তাহার গর্ভজাত সন্তানগণের সুতরাং অপরিহার্য্য বৃষত্ব অবধার্য্য হইতেছে, অতএব তাহারদের বিবাহ ব্যতীত অন্য সংস্কারো নাস্তি। এভাবতা আধুনিক কাল্পনিক ক্ষত্রিয়ম্মন্য কায়স্থ মহাশয়েরা বাস্তবিক বিরাট্ হইলেও বহু পৌরুষিক ব্রাত্য দোষে দোষী প্রযুক্ত অবশ্য পতিত হইবেন। যে স্থলে প্রাগুক্ত মনুবচনাধীন ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার হীন ব্রাহ্মণের বিবাহের পর ভার্য্যা কি অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা ব্রাহ্মণী গর্ভে জাত সন্তান যাহাকে শাস্ত্রে ভূর্জ্জ কণ্টক কহিয়াছেন, সেই বিপ্র তনয় (ভূর্জ্জ কণ্টক) শূদ্রবৎ গণ্য মান্য হইয়াছেন, সে স্থলে যুগযুগান্তরের পুরুষ পুরুষানুক্রমের বহু কালের ব্রাত্য জঘন্যজ জনক জননী হইতে সম্ভূত যে সুত তাহাকে কাযে কাযেই শূদ্রাদিবৎ বলিতে হয়, ফলে কায়স্থ মহাশয়েরা বিপ্র শুশ্রূষা মগাপুন্য বলে সচ্ছূদ্র রূপে খ্যাত এবং ব্রাহ্মণের আতিদিষ্ট গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষ মিতাক্ষরায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সপ্তম পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কালের ব্রাত্য সন্তান বর্গের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব তবে যে মহারাজ রাজবল্লভের উদাহরণ দর্শাইবেন সে স্বতন্ত্র কথা যেহেতু অম্বষ্ঠেরা সপ্তম পুরুষের মধ্যে সংস্কার থাকার ও উপনয়ন হওয়ার প্রমাণ

দেওয়াতে অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কায়স্থ পক্ষে তাদৃক্ প্রমাণ বা বৃদ্ধ ওরস অসম্ভব। এই সকল প্রমাণ ও অনুমানাধীন পুরুষানুক্রমে শূদ্র হইলেও ব্রাত্য দোষে পতিত হয়েন না, এবং পুনঃ সংস্কার হইলেই প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, যে কহিয়াছেন ইহা কিমতে সঙ্গত হয়। ধন্য তাঁহার সাহস যে বেদবমান্য সুবরেণ্য অগ্নি পুরাণের বচনকে অপ্রমাণ্য বলেন আর নিজে মহামোহপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শিষ্য হইয়া তৎসংগৃহীত ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া গুরু নিন্দা করেন এবং মুক্ত কণ্ঠে কহেন যে "স্মার্ত্তের মত অগ্রাহ্য, স্মার্ত্ত মহাশয় ভ্রম বশতঃ অনেক অযৌক্তিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব কি প্রকারে আমরা তম্মতাবলম্বি হইতে পারি", আমরা বিনয় পূর্ব্বক সকল বঙ্গ সমাচার সম্পাদক মহাশয় দিগকে আবেদন করিয়া প্রার্থনা করি যে যিনি অগ্নি পুরাণের বচন অপ্রমাণ ও স্মার্ত্তের মত অগ্রাহ্য কহেন তাঁহাকে কি বলা যাইবেক ইহার সদুপদেশ কৃপার্দ্র চিত্তে স্বং পত্রে স্থান দান পূর্ব্বক মান দান করণে অনুমন্তা হওনে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, আরো তিনি কহিয়াছেন যে "আমরা কতক গুলীন পচা সংস্কৃত শ্লোক একত্র করিয়াছি", সত্য২ আমরা প্রবীণ মুনি ও প্রাচীন ঋষি বাক্য প্রমাণরূপে ধৃত করিয়াছি তাঁহার মত বিজ্ঞান তন্ত্রের দোহাই দিয়া নূতন শ্লোক করিতে অক্ষম।

তৃতীয় যদ্যপিস্যাৎ এইক্ষণে কায়স্থ মহাশয়েরা

ক্ষত্রিয়াচার করেন তবে এই ইষ্টাপত্তিতে মহাদোষ অর্হে যস্মাৎ পিতৃ পিতা মহাদির আচরিত কুল ধর্ম্মের বিপরীতাচার সহজেই করিতে হয় তাহা শাস্ত্রে পাপকৃত কহিয়াছেন, যথা। উৎসন্ন কুল ধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ইতি শ্রীগীতা। আহা! আশ্চর্য্য এই বচনের ফল তিনি আমারদের উপর প্রযোজ্য করিতে চাহেন) যেনাস্য পিতরো যাতা যেনযাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তত্রগচ্ছন্ন দষ্যতি। দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্ম মগ্র্যং সগোত্র ধর্ম্মং নহিসংত্যজেত॥ যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে। ইত্যাদি মনু বচনাৎ। যস্মিন্ দেশে কুলে যদ্বদাচারাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ তৎকৃতে ধর্ম্ম রক্ষা স্যাদ্ধর্ম্ম লোপাহন্যথা ভবেদিতি মহেশাচ্চ॥ ইত্যাদীনি ভূরীণি বচনানি সন্তি। দেখুন শ্রীমদ্রাম চন্দ্র রাবণাদির বধ নিমিত্তে ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তৎকুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই এবং যুধিষ্ঠিরাদিও তন্ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। ইত্যাদি শরসাৎ কায়স্থ কুল প্রসূত সন্তান স্বকীয় কুলাচার পরিহার করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় যদি ইহা না মান্য করেন তবে নাচার।

অথানন্তর কায়স্থের শূদ্রত্বাবধারণ করিএবং প্রমাণ দর্শাই।

প্রথম প্রমাণং।— আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্ব্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥ পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রীবর্ণ স্যচ সেবকঃ। হীমনামা সূতসস্তস্য প্রদীপ স্তস্য পুত্রকঃ। কায়স্থস্তস্য পুত্রোহভূদ্ভূব লিপি কারকঃ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগ-

ভীতলে ।। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্র সেনো বিচিত্রস্থ তথৈবচ। চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্নিধৌ । চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে ।। ইত্যাগ্নি পুরাণাৎ। বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়েরা ও প্রাজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা প্রণিধান করুন প্রজাপতির পাদ হইতে সম্ভূত যে শূদ্র তৎ সুত হীম তৎপুত্র প্রদীপ কায়স্থের আদি পুরুষ শূদ্র সিদ্ধান্ত হয়েন কি না, আর কায়স্থ মিত্র মিত্র মহাশয়া কি একথা স্বীকার করিবেন না যে বিধাতৃর পাদ হইতে উৎপন্ন যে বর্ণ সে শূদ্র ভিন্ন অন্য নহে বিশেষ যখন ব্রহ্মার পাদোদ্ভব শূদ্র পুত্র কায়স্থের বংশানুচরিত্র বর্ণন পরে শ্লোকের শেষ ভাগেই "ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে,, পাঠ আছে তখন ঐ বংশের সন্তান কায়স্থেরা যে শূদ্র ইহা দৃঢ় প্রতিপন্ন হয় বটে কি না। মহাবিজ্ঞ নিজেই উক্ত বচন সকল পূর্ণচন্দ্রোদয়ে পূর্ব্ব প্রচারিতা স্বকীয়া পত্রীতে ধৃত করিয়াছিলেন এইক্ষণে অস্বীকার করিতে পারিবেন না তবেযদি আরোপিত কল্পনা জল্পনা পূর্ব্বক বিতণ্ডা করেন বা মুখ্যার্থের বাধা জন্মাইয়া বিতর্ক করেন কি ঐ পুরাণ প্রমাণকে অপ্রমাণ বলেন তদা মহাশয়েরাই ক্রমপা পূর্ব্বক ভদ্রাভদ্র বিচার করিবেন, অপিতু কায়স্থ মহাশয়েরা চিত্রসেন সন্তান বলিয়াই যে ক্ষত্রিয় মধ্যে নিবেশ হইবেন এমত শাস্ত্রে নাই যদিবল চিত্রগুপ্ত সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ চতুর্দ্দশ যমান্তর্গত যম ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরদের প্রাধান্য অবশ্যই আছে, উক্তর প্রাধান্য থাকুক না থাকুক সে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্ত্বের প্রমাণ কোথায় ? চিত্রগুপ্ত দেবতা

অতএব দেব ভাতৃপুত্র বিধায় কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ হইতে কেন শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ট না হইলেন, বস্তু তস্তু স্বর্গগত চিত্রগুপ্ত তপঃ প্রভাবতঃ দেবত্ব প্রাপ্তে তাঁহার মহিমা পৃথক্ মন্তব্য তত্মাতুঃ সন্তান পক্ষে বুধ গন্ধের প্রমাণ দেখুন ' মাতৃ দোষেন কায়স্থঃ শূদ্রত্বং জায়তে ভুবি। ইতি মহা বিজ্ঞান তন্ত্রঃ। যথা রাবণ মহামুনি পলস্ত পৌত্র ও মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র হইয়াও রাক্ষস হইলেন তথাহি " মাতা মস্য দোষেণ রাবণো রক্ষস ং গতঃ ইতি বাল্মীকাং ॥ তথা কায়স্থঃ শূদ্রো মাতৃ জাতত্বাৎ শূদ্রএব নসংশয়ঃ।

দ্বিতীয় প্রমাণং।

ব্রহ্মপুত্র প্রদীপশ্চ পাদাদ্দক্ষিণ তোহ সুতঃ। বাম পাদোদ্ভবা পত্নী তেন কায়স্থঃ সম্ভবঃ॥ প্রদীপস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতা ত্রিভুবনে পিচ। চিত্রগুপ্তো বসেৎ স্বর্গে চিত্রাঙ্গো নাগ সন্নিধ্যে। শ্রেণীচ মর্ত্য লোকে বৈক্রমাদ্দেশান্তরং গতঃ॥ - - - - অযোধ্যায়াং পুরাশ্রেণী ক্রমেণ মথুরাংগতঃ। কালিঞ্জনং গুজ্জরাটং নন্দিগ্রামক দ্রাবিড়ং। রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণং রাঢ়মেবচ। ওড্রেচ কামরূপেচ গৌড়ে বারেন্দ্র দেশকে। এতেবাঙ্ক সুতাঃ যে যে তেহপি তদ্দেশ সংজ্ঞকাঃ। ইতি শ্রীপরাশরাৎ।

এস্থলেও কায়স্থের আদি পুরুষ যে প্রদীপ তিনি প্রজাপতির পাদোদ্ভুত প্রযুক্ত অবরবর্ণাবধারণ হইতেছেন যস্মাৎ শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ পাদোৎপন্ন নহেন তথাচ ' পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত, ইতি শ্রুতেঃ। দেখ উপর্য্যোক্ত অগ্নি পুরাণ বচনের সম্পূর্ণ এক বাক্যতা এই পরাশর

বচনে প্রাপ্তি হইতেছে এস্থলে উক্ত পরাণ বচন অম না অথবা এই পরাশরোক্তি অগ্রাহ্য কিম্বা কাপোলিক হওয়া কদাচিৎ সম্ভব নহে।

তৃতীয় প্রমাণং।

সচ্ছূদ্রাণাং (কায়স্থানাং ইতি ধরণী) নামকরণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতি যুক্ত নামঞ্চ বোধ্যং। ইত্যদ্বাহতত্ত্বং। অর্থাৎ কায়স্থ বর্ণের এক নাম যে সচ্ছূদ্র ইহাঁরদের নাম করণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতি যুক্ত নাম জ্ঞাপনায়।

চতুর্থ প্রমাণং।

গাঙ্গং নতোয়ং কনকং ন ধাতু স্তৃণং নদর্ব্বা পশবো নগাবঃ। প্রজাপতেঃ কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ॥ ইতি হারীত স্মৃতিঃ। অর্থাৎ কায়স্থ বর্ণ শূদ্র হইয়াও শূদ্র নহেন সচ্ছূদ্র ইত্যর্থঃ ফলতঃ শূদ্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইত্য ভিধেয়ঃ। যদি বলা যায় মহারাজা হরিশ্চন্দ্র প্রাকৃত মনুষ্য ছিলেন না, ইহার অর্থে কি এমন বুঝায় যে তিনি দেবতা ছিলেন, কদাচ নহে, তবে মনুষ্য মধ্যে তাঁহার উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করে মাত্র। এইরূপ গঙ্গা, জল নহে, কনক, ধাতু নহে, ইত্যাদি স্থলে জল ও কনকার্থের অপলাপ না হইয়া বাস্তবিক বারি ও স্বর্ণের স্বরূপার্থের বাচক ও তত্তদ্বস্তুর জ্ঞাপক এবঞ্চ সেই২ দ্রব্যের উত্তমতা বোধক হয়। এতদনুসারে কায়স্থ শূদ্র নহে এই পদোক্তি-তে শূদ্রত্বের লোপ হয় না কেবল শূদ্র মধ্যে প্রধান ইহাই বুঝায় অন্যথা শূদ্র শব্দ প্রয়োগের আবশ্যক কি ছিল, তবে যে মহাবিজ্ঞ "ব্রহ্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় দ্বিজবর্ণ

হয়েন শূদ্র কদাচ নহেন, এইমত অর্থ করিয়াছেন ইহা পূর্ণিমাকে বল পূর্ব্বক অমাবশ্যা বলা হইয়াছে।

অথ মন্তব্য কথা।

আমারদেরকে কায়স্থ কুল দ্বেষী যে ঠাহরিয়াছেন এতাঁহার ভ্রম, তাহা নহুমাস্তাং। বাস্তবিক আমরা সর্ব্বদা তৎকুল শুভানুধ্যায়ী হই, কেননা কায়স্থ কুল ভূদেব কুলের চিহ্নিত ভৃত্য প্রিয় ভক্ত চিরদাস এবং বিপ্র শুশ্রূষণে সুনিপুণ অতএব সেবকের প্রতি সেব্যের দ্বেষ বা ভৃত্যের উপর প্রভুর ক্রোধ কদাচ সম্ভাব্য নহে। আমরা যে অভিমত করিয়াছি তদ্দ্বারা আদরের ও প্রেমের বয়স্ত বুঝিবেন না যাহা কহিয়াছি ও কহিলাম এবং কহিব সে সকলের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহেন সৎশূদ্র বটেন তদিতর সদ্ভাবের অভাবের বিষয় কি?

অথ যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

মুরক্রাকট ভক্ত ভাক্ত ক্ষত্রিয় মহাশয় অস্মদাদিকে দীন হীন ক্ষীণ ভূদেব বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আমারদের সহিত যুদ্ধেচ্ছা তৃষ্ণা করিয়াছেন। যদিও শাস্ত্রযুদ্ধে ভূদেবগণ কদাপি হীনবল নহেন, তথাপি আমরা তাঁহারদের সহিত যুদ্ধ বাসনা করি না, যদ্ধেতু যাঁহারা অগ্নি পুরাণ অপ্রমাণ বলেন, আর স্মার্ত্তের লিখন অগ্রাহ্য কহেন তাঁহারদেরকে কি কহিব তথাহি "বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং নভবেৎ

প্রমাণং কস্তস্য কর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং ॥., অবধান করেন সং-গ্রাম সম্বরণ বিষয়ে বাদি প্রতিবাদি উভয়ের সম্মতি আছে এপক্ষে যাদৃশ উভয় বিবাদির সিদ্ধান্ত তুল্য তাদৃশ যদি উভয় পক্ষের পক্ষের হেতুবাদ তুল্য মূল্য হইত তবে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হওয়া যাইত, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে পরস্পরের হেতু সাধ্য ভিন্নং, এক পক্ষে নব্য বর্ম্মারা ভূদেবকে শাস্ত্র যুদ্ধে ক্ষীণ কহেন পক্ষান্তরে ভূদেব বলেন যাঁহারা ঋষিবাক্য অপ্রমাণ্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র অগ্রাহ্য কহিয়া-ছেন তাঁহারদের সহিত বিচারাচার করা অকর্ত্তব্য, এখন আপনারা সকলে নিরপেক্ষ রূপে সদ্বিচার করুন।

অথ হিতোপদেশ।

এক কর্ম্ম করুন অগ্রে তুল্যদর্শি পারদর্শি বহুদর্শি পণ্ডিত বর্গের পক্ষপাত শূন্য পরামর্শ লউন এবং দেশীয় কায়স্থ সমাজের সহিত ঐক্য হউন পশ্চাৎ যদি বিনা পক্ষপাতে যথার্থ শাস্ত্রাভিপ্রায় এমত জানাযায় যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ই বটেন তখন বহু পুরুষীয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত যথা বিধি যথা সম্ভব সম্পন্ন পূর্ব্বক ইতি কর্ত্তব্য করিবেন, ইহা বহু ব্যয় বহুকাল বহু আয়াস সাধ্য আর বহু সৌভাগ্য ও বহু সুকৃতির কর্ম্ম দেবানুকূল্য ও বিপ্র কৃপা ব্যতিরেক্ত অতি-রিক্ত উপায় দ্বারা সাধন হইবারনহে, তদন্যথায় শাস্ত্রাভি-মত ঠিক মত না জানিয়া স্বজাতির সহিত ঐক্য না হইয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দেব বর্ম্মণ বলিয়া স্বাক্ষর করা হাস্যাস্পদ কারণ " শর্ম্ম দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতাচ ভূভুজঃ।

ভূতির্দ্দত্তস্য বৈশ্যাস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ। ইতি স্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণু পুরাণ বচনাৎ বেদ পাঠ ব্রাহ্মণেতর বর্ণে সম্ভাবনীয় নহে আরো অবধান আজ্ঞা হয় ইহ জগতে বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে কোন বর্ণই ব্রহ্মার শরীর ছাড়া নহে এতদবস্থায় ব্রহ্ম কায়োদ্ভব বলিয়া অহঙ্কার করা কিম্বা কায়স্থ শব্দের অগ্রে অনাবশ্যক বিশেষণ ব্রহ্ম পদ যোগ করা অনাবশ্যক যস্মাদ্ভগবদ্দত্ত মর্য্যাদার শ্লাঘা জ্ঞান ও জাত্যভিমান অবিধেয় পণ্ডিতৈরুক্তং "উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় নশান্তয়ে, কিন্তু তাহা উক্ত করণে আমারদের স্পৃহা হয় না কি জানি মনে কিছু ভাবেন তবে সৎ কুল প্রসূত জনের মনের ভ্রষ্টাচার দেখিলে মনোদুঃখে হিত বাক্য বলিতেই হয়।

অথ জয়াশীর্ব্বাদ।

পরিশেষে আমরা কায়স্থ মিত্র বৃদ্ধমিত্র বিশ্বামিত্র মহাত্মাকে "জয়োস্তু পাণ্ডু পুত্রাণা মিত্যাদি, মন্ত্র পাঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করাই ইতি।

কৈশ্চিদ্ভদ্রৈঃ।

শ্রীশ্রীগুরুর্বিজয়তে।
নমো ধর্ম্মায় মহতে।

অথ

কায়স্থ কৌস্তুভস্য কুযুক্তি নিবর্হণী ॥

ভ্রম প্রমাদাদি দোষ যে মনুষ্য মাত্রে আছেই আছে ইহা পণ্ডিতাপণ্ডিত সাধু অসাধু সকলেরি স্বীকৃতব্য যথাহ, “ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ,, এতন্মাৎ গ্রন্থকর্ত্তা সকলে গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচার স্বরূপে সজ্জন সন্নিধানে স্তুতি নতি পূর্ব্বকে দোষ পরিহার নিমিত্তে ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিলাম, যে কায়স্থ কৌস্তুভ প্রকাশক মহাপণ্ডিত মহোদয় তদনুরূপ রীত্যবলম্বন কিম্বা যথা পদ্ধতি স্তুতিবাদ করণ দূরে থাকুক বরং অহঙ্কার প্রকাশিয়াছেন তদ্বিশেষ তৃতীয় খণ্ড কৌস্তুভের ৬০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দৃষ্টে বিকাশমান আরো ঐ তৃতীয় সংখ্যায় প্রচারান্তে তাহার একপ্রস্ত সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া স্বীয় পত্রের শিরোভাগে লিখিয়াছিলেন “কায়স্থ কৌস্তুভ গ্রন্থ বেদময় ব্রহ্মা। বিষ্ণু চিহ্নে প্রকাশিত বৈরাটীয় ধর্ম্মঃ ॥,, এবং তিনি আপনার গ্রন্থের বহু প্রশংসা গর্ব্ব পূর্ব্বক আপনি লিপি করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় ১২৫৫ বঙ্গাব্দীয় শ্রাবণস্য ষষ্ঠ বাসরীয় পত্রে লিখিলেন “ফলে যেস্থলে

স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় পত্রে পুস্তকের গুণানুবাদ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন সে স্থলে তাহা পুনরণুবাদে প্রয়োজনাভাব। অতএব যথার্থ কথা না কহিয়া ক্ষান্ত মানিতে পারিলাম না। তথাচোক্তং শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি। সর্ব্বদা সর্ব্ব যত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ।। ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাট্ পর্ব্বণ্যেনপঞ্চাশতাধ্যায়ে হংসধর্ম্মানো বাক্যম্। এতদনুসারে কায়স্থ গণ যে ভূদেব গণের পুত্রবৎ স্নেহাধার ও শিষ্যবৎ প্রিয়কর এজন্য আমরা দোষোল্লাসচ্ছলে হিতবাক্য কথনে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি কহ দোষ কথন হিত কথন কি প্রকারে হইতে পারে, উত্তর জ্ঞান শাস্ত্র বিশারদেরা উৎকীর্ত্তন করিয়াছেন যে সেই সৎবস্তু যিনি আমারদিগের দোষ কহেন এবং কি প্রকারে তাহা মোচন ও শোধন হয় তদুপদেশ করেন যেতৎকরণক আমরা সতর্ক হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে এবং কথিত দোষ বর্জ্জন হেতুক যত্ন করিতে পারি, বিবৈস্তুক্তং। দোষান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায় সম্মিত্র লক্ষণ মিদং প্রবদন্তি সন্তং।।

১ ধারা।

কৌস্তুভস্য প্রথম খণ্ডের ভূমিকার লিখিত বিবরণ ঠিক সেইমত দেখিতেছি যেমত পূর্ব্ব প্রচারিত কায়স্থ হিতার্ণব নামক গ্রন্থের ভূমিকা, একেমন কথা, অন্য গ্রন্থের লিপি স্বকীয় রচনা বলিয়া আপন গ্রন্থে স্থান দান করা কথনতো দেখিনাই শুনিনাই। লোকে কহে গ্রন্থের ভূমিকাতে গ্রন্থ কর্ত্তারা বিশেষ বিদ্যা প্রকাশ করেন ত্রুটি করেননা কিন্তু

মহাপণ্ডিত মহোদয় প্রথম ভূমিকাতেই চমৎকার বিদ্যা প্রকাশিয়াছেন সে যাহাহউক আমারদিগের এই জিজ্ঞাস্য তিনি যদি অন্যের লিপি লিপি করিলেন তবে সেই অন্যের মত কেন গ্রহণ করিলেননা যথা হিতার্ণব গ্রন্থ কর্ত্তা অনাথ নাথ জগন্নাথ মহাত্মা ঐ গ্রন্থের ।৶ পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপ কহিয়াছেন "কলিতে ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনার্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণকেই শূদ্র কহিয়াছেন সুতরাং এ অকিঞ্চনকেও ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্য্যাদার্থ কায়স্থ মহাশয় বর্গকে শূদ্র স্বীকার করিতে হইল,, এই আদ্য বা আদর্শ্য গ্রন্থের লিখন ক্রমে শ্রীমান্ মিত্র মহাশয় যদি ক্ষত্রিয়ম্মন্য না হইয়া শূদ্রম্মন্য হইতেন তবেই উভয় পক্ষে শোভনীয় হইত।—

২ ধারা।—

গ্রন্থারম্ভে লেখেন "কায়স্থ উৎপত্তি দুই প্রকার প্রথমতঃ ব্রহ্মার পদ হইতে এক শূদ্র উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম কায়োদ্ভব ব্রহ্ম কায়স্থ এইজন্য এই নাম লোকে প্রসিদ্ধ আছে,, এইস্থলে ক্ষত্রিয়ম্মন্য বাবু ক্ষত্রিয়ত্বের প্রসঙ্গ মাত্র করেন্ না পরে রাতারাতি বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। আরো কহেন "প্রথম যে ব্রহ্ম পাদোদ্ভব শূদ্র তাহারা শূদ্র কায়স্থ চাতুর্ব্বর্ণের সেবাতী নীচ কর্ম্ম কারী দাস প্রসিদ্ধ ছত্রকায়েত্ কিম্বা করণ বা বর্ণসঙ্কর। দ্বিতীয় ব্রহ্ম কায়োদ্ভব ইহাঁরদিগের নাম ব্রহ্ম কায়স্থ অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র এই দুই মহাবাহু পুরুষ উৎপন্ন হয়েন এই দুই জন দুই ভ্রাতা ব্রহ্ম কায়স্থ

চিত্রগুপ্ত মহাশয় যমের সচিব হইয়া পৃথিবীতে থাকি-লেন ইত্যাদি ,, এইস্থানে ও পূর্ব্ব পক্ষকরি এক এইযে কায়স্থকে কোন্ শরসে দুই ধারাতে বিভাগ করিলেন? ভাল এক কায়স্থ জাতি মধ্যে কতক শূদ্র কতক ক্ষত্রিয় কি কখন সম্ভব হইতে পারে ? বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে এরূপ দ্বিধা কল্পনা কি কাহারো দৃষ্টি বা শ্রুতি গোচর আছে ? তিনি যেরূপ এক কায়স্থকে বর্ণদ্বয় মধ্যে নিবেশ করিলেন সেরূপ প্রমাণ কেন দিতে পারিলেননা যদি তিনি উক্ত রূপ দ্বৈতভাবাত্মক শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দর্শাইতে পারিতেন তবেহি তাঁহার বাক্য মনোরম হইত তদভাবে মিত্রস্যচ মুখাদ্বাক্যং নপ্র-মাণং কদাচন, ইতি মন্তব্য। আমরা প্রমাণ দর্শাইতে পারি যে প্রথমতঃ পারমেষ্টির পদহইতে এক প্রকার শূদ্রই জাত হইয়াছিলেন তৎ প্রমাণ মাহ মনুসংহিতায়াং। লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরু পাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ। ॥

১ অধ্যায়ঃ ৩১ শ্লোক ॥ তথাহি শ্রীপরাশরেণ কৃতা জাতি মালায়াং । আদৌ প্রজাপতের্মুখাজ্জাতা বিপ্রাঃ সদারকাঃ। করাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বো বৈশ্যা বভূবিরে ॥ পাদাচ্ছূদ্রাস্তু সম্ভূতা স্ত্রীবর্ণস্যচ সেবকাঃ ॥ ইতি বচনাৎ দুই প্রকার শূদ্র উদ্ভূত হওয়া প্রকাশ পায়না তন্মনু রেবো-ক্তং দশমাধ্যায়ে। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥ দ্বিতীয় " অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহু হইতে ,, যে লেখেন ইহাক্তি বা বীজ কি ? কি দৃষ্টে তিনি এমত কহেন ? কোন্ শব্দের

স্বর্গ ত্যাগিয়া অর্থাৎ লিখিয়া বাহু শব্দ আনেন? তৃতীয় « চিত্রগুপ্ত মহাশয় পৃথিবীতে থাকিলেন,, যে বলেন্ ইহা নানা শাস্ত্রের বিরুদ্ধ তদ্‌যথা দ্বিতীয় সংখ্যার উপলক্ষ সূত্রে তথা।৶ পৃষ্ঠাতে এবং তৃতীয় সংখ্যার ২৩ পত্রে এই ৩ স্থলে আপস্তম্ব শাখার বচন প্রমাণ ধৃত করেন্ "চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে, এতাবতা কায়স্থ কৌস্তুভ আপন ধৃত প্রমাণের বিপরীত বাক্য কেন প্রয়োগ করিলেন, আরো চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্নিধৌ। এই অগ্নি পুরাণ বচনেরো বিপর্য্যয় কিকারণ লিপি করিলেন ইহার মর্ম্ম গ্রহণে বুদ্ধি অবসন্না, স্বর্গগতো মহাপুরুষকে যিনি মর্ত্যে আনিলেন তাঁহার সোমবারকে শুক্রবার বলা বা শূদ্রকে ক্ষত্র কহা আশ্চর্য্য কি।—

৩ধারা।—

পাঠক বর্গ দেখিবেন যিনি কায়স্থগণকে নামান্তে বর্ম্মন্ শব্দ প্রয়োগ করিতে ভূয়োভূয়ঃ মাথার দিব্য দিতেছেন, ও মিনতি করিতেছেন তিনি নিজেই ১ও ২ সংখ্যক কৌস্তুভে বর্ম্মা বলিয়া স্বনাম লিখেন নাই, পশ্চাৎ ৩ সংখ্যাতে বর্ম্মণঃ ইতি পাঠ ব্যবহার করিয়াছেন, অতএব কখন শান্ত মূর্ত্তি (দাস) কখন বিরাট্ মূর্ত্তি (বর্ম্মণ) ধারণের ব্যভিচার দোষ উপেক্ষা পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিতে হইল কল্য যিনি (দাস) শূদ্র ছিলেন অদ্য তিনি (বর্ম্মা) ক্ষত্রিয় কোন্ মন্ত্র প্রভাবে হইলেন।

৪ ধারা।—

ভূমিকার শেষভাগে ।০ পৃষ্ঠায় পদন্যাস করিয়াছেন "কলিতে অনেক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণকেই শূদ্র শব্দে কহিয়াছেন এজন্য ঐ২ শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণদিগের সম্মান ও তুষ্টি প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ-প্রণব-মন্ত্র না উচ্চারণ করিয়া সৎশূদ্র কায়স্থ পাঠ্য-সেতু-প্রণব-মন্ত্র লিখিলাম দেখিবেন,, এই লিখনের ভঙ্গি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে গ্রন্থকর্ত্তা কায়স্থকে প্রকৃত প্রণবাধিকারি দ্বিজবর্ণ স্বীকার করেন নাই বরঞ্চ শূদ্রাঙ্গীকার করিয়াছেন, অথচ তৃতীয় সংখ্যক কৌস্তুভের নানা স্থানে কৃত সঙ্কল্প হইয়া দৃঢ়তর রূপে বলিয়াছেন, "কায়স্থগণ সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় সত্যযুগ পর্য্যন্ত আছেন, বিষ্ণু বসু বংশজ হোম যজ্ঞ ব্রতাধিকারী,, ইহার কোন্ কথা সত্য। কোন্ কথা মিথ্যা?—

৫ ধারা।

১ সংখ্যার ৩।৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলেন " চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থ সামান্য শূদ্র কিম্বা বর্ণসঙ্কর কদাচ নহেন। ইহাঁরদিগের আচার ও ব্যবহার কোথাও বা ক্ষত্রিয়বৎ কোথাও বা বৈশ্য তুল্য আর ব্যবসায় কেবল বিদ্যা ও লেখন এজন্য ইহাঁরদিগের নাম মসীশ। যথা কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ অতএব কায়স্থ সামান্য শূদ্র কদাচ নহেন, শাস্ত্রে ভূরি প্রমাণ দেখাইতেছে, ইহ ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম লেখা পড়া করণার্থে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাঁরা দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় ইত্যাদি,, পক্ষী পাঠক বর্গ দেখুন এস্থলে ও মহা-

পণ্ডিত মহাশয় কায়স্থকে প্রকারান্তরে শূদ্র মান্য করিতে-ছেন, যেহেতু " সামান্য শূদ্র নহেন ,, এই পদোক্তিতে প্রধান শূদ্র গণিতকেই বলা হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যাতে তিনি অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কায়স্থকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় মানিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ ৩ সংখ্যার ৭পত্রে " কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ নিশ্চয় বিচারে হইয়াছে ,, কহিয়া-ছেন এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ অনৈক্যতা দৃষ্টে বোধহয় কোন সুবুদ্ধিমান জনের লেখনী দ্বারা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরি-শোধিত না হইয়া থাকিবেক যদি তাহা হইত তবে এপ্র-কার পৌর্ব্বাপর্য্য অনৈক্য এবং বৈপরীত্য থাকিত না, দেখ যে বস্তুকে প্রথমেশুভ্র বর্ণ কহেন পশ্চাৎ সেই বস্তু-কেই পীতবর্ণ বলা ধীমান জনের কর্ম্ম নহে যদি কহ " দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় ,, কহাতেই সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় বলায় চরি তার্থ হইয়াছে, উত্তর না না, এমত কহিতে পারিবা না কেননা যদ্যপি কেহ কহেন মহারাজ রণজিত সিংহ বাহাদুর দ্বিতীয় আখণ্ডল ছিলেন, ইহাতে বক্তার তাৎপর্য্য এমত কথন গ্রহ করিতে হইবেক না যে উক্ত রাজা বাহাদুর সর্ব্ব বিধায় ইন্দ্র তুল্য ছিলেন তবে প্রশংসাবাদ মাত্র তন্ন্যায় দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় সংজ্ঞিত করাতে প্রকট ক্ষত্রিয় কথনের ফল সাধন হইতে পারে না কেবল কিয়দংশে ক্ষত্রিয় তুল্য এতাবন্মাত্র অভিধা, যেমন শঙ্করাচার্য্য দ্বিতীয় শঙ্কর এতদুক্তিতে সর্ব্বতোভাবে মহাদেবের তুল্যত্বকে প্রাপ্ত হয় না। আরো অবধান করিবেন " ব্রহ্মার কায়া হইতে উদ্ভব,, কহিয়াছেন, বাহু হইতে জাত এখানে বলেন

নাই, এবং প্রমাণো দর্শান নাই, সুতরাং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে পারিলেন না, যদ্যপি যে বর্ণ বাহুভূত নহে সে বর্ণ বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইবার বিষয় কি? অপিচ কায় অর্থাৎ শরীরের একাঙ্গ বাহু বটে কিন্তু এক পদার্থ নহে যেমন ভাগীরথীর অন্তর্গতা নদী পদ্মা হইয়াও পরস্পর মহিমায় অনেক ই তর বিশেষ অতএব ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন এতাবতাই বাহুজ সিদ্ধ হইতে পারে না কায়ের অন্তঃপাতিত্যে উরু ও বটে তবে কেন কায়স্থকে উরুজ না বল, তিনি যে কায় শব্দের অর্থ ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ লিখিয়া কোনং স্থানে বাহু ব্যাখ্যা করিয়াছেন এতদশ্রদ্ধেয় মত্রা-ত্যজ্য। কায়স্থ বর্ণ যে প্রজাপতির বাহুজাত এমত একটি প্রমাণো কৌস্তুভকার মহাশয় বহু অন্বেষিয়া দর্শাইতে পারেন নাই, তবে কিমতে বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইবেন?

৬ ধারা।—

প্রথম ভূমিকার সর্ব্ব শেষভাগে ও গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এবং অন্যং স্থানে লিপি করেন "কায়স্থ দিগের সৎশূদ্র শব্দে কোনং শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যথা সচ্ছূদ্রশ্চ মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ। অম্বষ্ঠো মাথুরী ভট্টক সূর্য্যধ্বজ গৌড়কঃ॥ ধরণী॥.. এইস্থলে প্রণিধান করিতে হয় যদি ধরণী কোষে কায়স্থকে সচ্ছূদ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠশূদ্র বলিয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ কায়স্থের একনাম সচ্ছূদ্র কহিয়াছেন কৌস্তুভকার লিখিতেছেন তবে তিনি তল্লেখন ক্রমে শূদ্র না কহেন কেন, এইরূপ অমরাদি কোষ কর্ত্তারা ও শূদ্র বর্গে কায়স্থ বর্ণের ব্যপদেশ করিয়াছেন ক্ষত্রিয়

বর্ণ মধ্যে তাহা করেন নাই তথাহি, শূদ্রা বিশোক্ত করণঃ ইহার টীকাতে রায় মুকুট এবং ভরত মল্লিকাদি লিখিয়াছেন, অম্বষ্ঠ কায়স্থো লিপি বৃত্তিকঃ। এই সকল প্রাচীন ও নবীন কোষের অন্যথাচরণে তিনি যদি শূদ্র মান্য না করেন তবে সে শাস্ত্র ছাড়া যুক্তি ছাড়া বাড়া কথা নস্তব্য। যেহেতুক সচ্ছূদ্র পদ বাচ্যে উত্তম শূদ্র ব্যতীত আর কিছু নহে, এই আপত্তি নিবৃত্তি নিমিত্ত তৃতীয় খণ্ডের অষ্টাদশ পৃষ্ঠায় কহেন "উপর্য্যোক্ত সৎশূদ্র শব্দে এস্থানে ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে যেহেতুক ঐ আভিধানিক শব্দার্থ বেদব্যাস মহাশয় স্কন্দ পুরাণে নিশ্চয় করিয়াছেন যথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যানাং সৎশূদ্রানাং যথাপিবা। শালগ্রামেঽধিকারোস্তি নচান্যেষাং কদাচন।।" দেখ২ কৌস্তুভের দর্শান শ্লোকের কোন্ শব্দ দ্বারা সৎশূদ্র কায়স্থ ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হয়েন, ইহার মধ্যেতো এমত কিছু দেখিনা যে সৎশূদ্র শব্দ রাজন্য প্রতিপাদ্য তবে কি বুঝে এমত অযুক্ত বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বুঝে আইসে না। পূর্ব্বোক্ত বচন স্কন্দে শ্রীবুদ্ধ নারদ সংবাদে চাতুর্মাস্য ব্রতে শালগ্রাম শিলার্চ্চণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে বটে কিন্তু তৎকরণক কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের উপপত্তি হয় না, অনাবশ্যকে অকারণে পুঁথি হইতে কতক বচন নকল করিলেই কি পাণ্ডিত্য সিদ্ধ হয়। অন্যচ্চ সৌ শূদ্রশ্চেতি সচ্ছূদ্র এই কর্ম্মধারয় সমাসে শ্রেষ্ঠ শূদ্র মাত্র প্রতিপাদন করে কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশক মহাশয় ৬ সংখ্যার ১১ পাতে লেখেন "সচ্ছূদ্র এই বোধ রূঢ়ি শব্দ দ্বারা কায়স্থ ক্ষত্রিয়

প্রতিপন্ন হইতেছে যেহেতুক কায়স্থ ক্ষত্রিয় পর্য্যায় ধরণী কোষাভিধানে ও টীকায় লিখিয়াছেন" সৎশূদ্রশ্চ মসীশেতি ,, বিজ্ঞ মহাশয়েরা নিরপেক্ষ রূপে বিবেচনা করেন ধরণী কোষের উক্ত শ্লোকে ক্ষত্রিয়ের গন্ধ মাত্র নাই ক্ষত্রিয় পর্য্যা স্বতন্ত্র আছে যথা, মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ; ইত্যমরঃ। তবে কিমতে ধরণী কোষোক্ত সচ্ছূদ্র শব্দ ক্ষত্রিয় প্রতিপাদ্য হইল, কৌস্তুভের দর্শনে হেতু সাধ্যের কিবা পারিপাট্য যথা, যেহেতুক অদ্য রবিবার সেই হেতুক কায়স্থ ক্ষত্রিয় হয়েন, যেহেতুক আষাঢ় মাসে আকাশে মেঘাগম হয় সেইহেতুক কায়স্থ ক্ষত্রিয় হয়েন, ভাল২ হাঁ যদি এই সচ্ছূদ্র আত্মভূর বাহু হইতে উদ্ভূত হওন সূচক প্রমাণ দর্শাইতে পারিতেন তবে তাঁহার অভিপ্রায় এক প্রকার সঙ্গত হইত। অপিচ ঐ ৩ সংখ্যার ৬৪। ৬৫ পত্রে কৌস্তুভ কহেন " সচ্ছূদ্র শব্দে এস্থানে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদ্য যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রানা মথাপি বা ,, এই বচন পুনর্ব্বার ধৃতকরিলেন এবং তাহার অসদর্থ ঐস্থানে তথা১১।১৮পৃষ্ঠায় প্রকাশিলেন "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা ইহারদিগেরি একনাম সচ্ছূদ্র হয় (অথবা ইহারাইসচ্ছূদ্রনামেখ্যাত)ইহারা শালগ্রামশিলাই পূজাধিকারীহয়েন, ফলতঃষষ্ঠীর বহুবচনান্ত 'সচ্ছূদ্রানাং, পাঠ যাহা বচনে আছে তাহার সমানাধিকরণাম্বয়ে যজ্ঞপার্শ্ব কৌস্তুভ করিয়াছেন তাহা বড় ভ্রম কারণ তজ্জপার্শ্ব সংহিতাতে ব্রাহ্মণকেও সচ্ছূদ্র কহিয়াছেন যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যানাং কথংশূদ্রানাং, সচ্ছূদ্রনাং, এপ্রকার সমানা-

দ্বি করণে মহাদোষ অর্হিতেছে যদ্ধেতু ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলা সিংহকে শৃগাল কহা অপেক্ষাও পাপকৃত হয়। বাস্তবিক বৈয়ধিকরণের ভাব জানিবেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং সচ্ছূদ্র ইহারা শালগ্রাম পূজাধিকারী হয়েন। কি দুঃখের বিষয় যাঁহার সমানাধিকরণ বৈয়ধিকরণ ভেদজ্ঞান ও সমাস বোধ এবং যত্ত্বণত্ব বিবেচনা নাই তিনিও নূতন মতের ব্যবস্থাপক হইলেন। যদি কহেন প্রাগুক্ত বচনানুশাসনে সচ্ছূদ্র পদে যে কায়স্থ (তাঁহারা শালগ্রাম অর্চনাধিকারি নির্দ্দেষ্টে কায়স্থের বিশেষ মহিমা প্রকাশ হইতেছে উত্তর হউকনা কেন, কায়স্থ সচ্ছূদ্র দূরে থাকুক অন্যান্য অসচ্ছূদ্র ও স্ত্রী লোক সকলেও শিলাচক্র পূজাধিকারি হয়েন তথাচোক্তং স্ত্রীযোবা যদিবা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তেশাশ্বত পদং ॥ এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥ ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে॥ এই ধারা পরিসমাপনার্থ অস্মদাদির এইমাত্র বক্তব্য যদা সৎকাষ্ঠ কথনে স্বর্ণ বুঝায়না তদেব সৎশূদ্র কথনে ক্ষত্রিয় বুঝায়না। কাষ্ঠ আর স্বর্ণ যেরূপ বিভেদ সেইরূপ শূদ্র এবং ক্ষত্র মধ্যেও বটে।

৭ ধারা।

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং নধাতু স্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ প্রজাপতো কায় সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ, ॥ এই বচন প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠায় তথা দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় বারম্বার লিখিয়া নিতান্ত অসঙ্গতার্থ

প্রকাশ করিয়াছেন " যেমন গঙ্গাজল জল নহে ব্রহ্মরূপা; সুবর্ণ ধাতু ধাতু নহে নারায়ণ স্বরূপ; দর্ভ তৃণ তৃণ নহে পবিত্ররূপ; গাভীপশু পশু নহে, দেবীরূপা; তদ্রূপ কায়স্থ বর্ণ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয়রূপ, এবং তৃতীয় খণ্ডের ঊনবিংশতি তম পৃষ্ঠায় লেখেন " কায়স্থ ক্ষত্রিয় ইহ কদাচ কোন সামান্য কর্ম্মেতেও শূদ্র শব্দের যোগ্য হইবেন না ,, কি আক্ষেপের বিষয় কায়স্থ বর্ণ যে ক্ষত্রিয় এমত অর্থ মূল শ্লোকের কোন্ শব্দ দ্বারা করিলেন তাহা বলুন্। কায়স্থ বর্ণানন্তবন্তি শূদ্রাঃ। এই পদের অর্থ যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ব্রাহ্মণ অর্থও হইতে পারে, বস্তুকত্বে ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়ার্থ বাচক ভাব নহে কেবল শূদ্র মধ্যে উৎকর্ষ্য বোধক স্তুতিবাদ মাত্র। যদি কেহ বলেন বিদুর শূদ্র ছিলেন না, ইহাতে কি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলা সিদ্ধ হইতে পারে, কদাচ নহে, কেবল শূদ্র মধ্যে ধার্ম্মিক চূড়ামণি বৈষ্ণব শিরোমণি প্রতিপাদন করে মাত্র। তদ্বৎ এখানে অন্য২ জল অপেক্ষা গঙ্গাজলের মহিমা ও অপরাপর ধাতু হইতে সুবর্ণ ধাতুর মাহাত্ম্য এবং অপর২ শূদ্র অপেক্ষা কায়স্থ শূদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক ব্যতীত নহে। ঐ সংখ্যার ২৩ পত্রে কহিতেছেন " এই শ্লোকদ্বই স্মার্ত্তকৌস্তুভ গ্রন্থে লিখনের কারণ এইযে শ্লোকের আদৌ ব্যাখ্যা ব্রহ্মার শক্তি রূপবাহু হইতে কায়স্থের উৎপত্তি ইহ ক্ষত্রিয়। দ্বিতীয় চরণে ব্যাখ্যা কায়স্থ ধর্ম্মচ্যুত হইলেও ইহ শূদ্রবৎ কদাচ হইবেন না ,, কিচমৎকার ব্যাখ্যা এবং অপর্ব্ব হেতুবাদ পাঠকগণ পাঠন পূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন তাঁহারা

দর্শন হেতু বাক্যের অনৈক্যতা পৌনঃ পৌনঃ সবিশেষ লিখিতে গেলে লিপি বাহুল্য অতিশয় হয়, সংক্ষেপে বলি যে এক শ্লোক দুই স্থানে লিখিবার কিবা সঙ্কেত প্রকাশিলেন তাহা ধীমান্ সকলে অবধান করেন্। পরন্তু গঙ্গাজলে কৃষ্ণরূপ, সুবর্ণে নারায়ণরূপ, দর্ভে পবিত্ররূপ, গাভীতে দেবীরূপা, ইত্যাদি ন্যায় আমরা স্বীকার করি, কেন যে তদ্বিষয়ক সাধক বচনান্তর দৃষ্ট হয় কিন্তু কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ইহার নির্ম্মল প্রমাণ সাধক নাহি এপ্রযুক্ত প্রামাণ্য নহে অতএব গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা যাহা পক্ষপাত জনিতা তদ্দ্বারা বচনের যথার্থ করা হয় নাই কেবল ক্লেশ পাওয়া মাত্র সার হইয়াছে, প্রকৃতার্থ যাহা তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণেও ত্রুটি হইলনা। এবিষয় দুর্জন দমন মহানবমী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার পাইয়া ২৭ সংখ্যক পত্রে উক্তি করিয়াছেন পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন।

৮ ধারা।

প্রথম খণ্ডের ১ পত্রে ব্যাখ্যা করেন “হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এই উভয় বর্ণ ই শ্রীভগবানের অতিশয় প্রিয় পাত্র” এতদ্বাক্যং ভাবহেয়ং যদ্ধেতু শ্রীমত্ পরমেশ্বর নিত্য নিরঞ্জন নিরপেক্ষ সর্ব্বজীবে সমদয়া সঙ্কীর্ণ রাখিয়াছেন সমতা বিষমতা দোষ রহিত তাঁহার কেহ প্রিয় কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর স্বরূপ ৩ সংখ্যার ১৫ পত্রে গীতা এবং মনুবচন অর্পণ করিয়া তাহার অগদর্থ যেমত প্রকাশিয়াছেন তদ্ব্যাখ্যা স্পষ্ট

তরং, তাহা বলি শুন—মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপিস্যুঃ পাপ যোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেপিযান্তি পরাং গতিং ॥ কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥ " অর্থাৎ নীচ জাতি যে স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র আমাকে অদ্বৈত রূপে আশ্রয়করিলে সংসার হইতে মুক্তহয়। আর আমার প্রিয় পাত্র যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকল আমাকে আশ্রয় করিলে অনায়াসে নির্ব্বাণ মুক্তিকে পায়েন ইহারদিগের মহিমা কি কহিব ,, বুঝি মিত্র মহানুভব বঙ্গ দেশস্থ সকলকেই মূর্খ জ্ঞান করেন এবং ভাবেন যে সংস্কৃত বাক্য বুঝিতে অনেকেই অপটু অতএব তদর্থ ভাষাতে যেমত লিখিব তাহাই বেদবম্মান্য হইবেক। গীতার নবমাধ্যায়ে উক্তবচন যে স্থানে যে ভাবে লিখিত আছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টিগম্য পূর্ব্বক বুঝিলে বুঝিবেন যে ভগবানের প্রিয়াপ্রিয়ের নাম গন্ধ ঐ শ্লোকের মধ্যে নাস্তি, ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষি এই পদদ্বয়ের বিশেষণ বাচক পুণ্য শব্দ হয় এমতাবস্থায় "প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকল,, ইহা কোন্ যুক্তিমতে লিখিলেন। তিনি আরো লিপি করেন "বিশেষতঃ ব্রহ্ম কায়স্থ মহাশয়েরা যম বংশজ এইজন্য দণ্ডধারি যমরাজ নারায়ণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েন মনু মহাশয় কহিয়াছেন যথা, যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ। তেন চেদ বিবাদস্তে মাগঙ্গাং মাকুরূন্ গমঃ ॥ এস্থলেও ঈশ্বরের প্রিয়াপ্রিয়ের উল্লেখ বিরহ, শ্রীকুল্লুক ভট্ট বিরচিতায়াং মন্বর্থ মুক্তাবল্যাং টীকায়াং নারায়ণস্য প্রেম ভাজনাভাজন প্রসঙ্গাভাবাচ্চ। বস্তুতঃ কোন বর্ণ-

ই স্বভাবতঃ পরমেশ্বরের প্রেমাস্পদীভূত নহেন যিনি ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন করেন, তিনি যদ্যপি শ্বপচো হন তথাপি উত্তম, যথাহি, চাণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরি ভক্তি পরায়ণঃ। আর ভগবদাজ্ঞায়ে বেদ তন্নির্দ্দিষ্টে আচারাদি বিহীন যে ব্রাহ্মণ সেও চাণ্ডালাধম ইহা মন্বাদি স্মৃতিতে বিধি ব্যুক্তি দ্বারা সুপ্রকাশ ও সপ্রমাণ আছে কিন্তু শ্রীমান্ মিত্র বাবুজি মহাশয় বিবিধ প্রাগল্‌ভো কায়স্থকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র যে সংজ্ঞিত করিয়াছেন তাহা কার্য্যের বা গ্রাহ্যের নহে যদ্যপি তিনি বহ্বায়াসে ক্ষত্র হওন মানসে জাত্যাভিমানে স্বীয়োৎকর্ষাভিধান জন্যে গীতা ও মনু বচন দর্শাইয়াছেন, সে ভ্রান্তির কর্ম্ম, কারণ পূর্ব্বোক্ত বচনে ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষির গৌরবাধিক্য ব্যতিরিক্ত কায়স্থ বর্ণ যে স্বভাবতঃ প্রিয় এমত ভাবার্থ কোথায় আছে এবং রাজর্ষি ও কায়স্থ বর্ণভেদ জাতিভেদ ধর্ম্ম ভেদ প্রযুক্ত রাজর্ষি সম্বন্ধীয় গৌরব কায়স্থ পক্ষে প্রযোজ্য নহে।—হা পরমেশ্বর! তাঁহার মনে যাহা আইসে তাহাই কি লিখিয়া বসেন সদসৎ বিবেচনা কিছুমাত্র কি করেন না, এবং পণ্ডিতের সাহায্য লন না, তবে কেন "বহু পণ্ডিত সম্মত মীমাংসা দ্বারা গ্রন্থ প্রকাশ হইল,, এমত কথা সর্ব্বাগ্রে সঙ্কল্প করিয়া কহিয়াছেন তাহাতে বিচারে ঠিক থাকিতেছেনা, সে যাহাউক, যম মহাশয় যদি নারায়ণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েন তাহাতেই বা মিত্রের ক্ষত্রিত্ব প্রাপ্তির কি লাভ হইবেক বুঝিনা।—

৯ ধারা।—প্রথম সংখ্যার ৯০ পৃষ্ঠায় কায়স্থ হিতার্থক

নামক গ্রন্থের লিপি স্বীয় লিপি বলিয়া প্রচার করিতেছেন " হে কায়স্থ মহাশয়েরা আপনারা যদনুরূপাচার ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে সকলের মধ্যে অনেকানেক অংশ বিবেচনা করিতে হইলে স্থির হয় যে যুষ্মদাদি একরূপ অন্ত্যজ ,, তাহারি পরে লেখেন " কায়স্থ গণ যাগ যজ্ঞ হোম ভাবৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মের অধিকারী হয়েন ,, যদি কায়স্থকে অন্ত্যজ স্বীকার করিলেন অর্থাৎ স্থির হয়, লিখিলেন তবে পুনর্ব্বার কি প্রকারে যজ্ঞাধিকারী বলিতেছেন, এই প্রশ্নটি। শুভমস্তু বাক্যন্তু যখন বহ্বান্বেষণে নানা প্রবন্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করণের চেষ্টা তৃতীয় খণ্ড কৌস্তুভে প্রকাশিত হইবেক তখন প্রথম খণ্ডের লিখিত এই অন্ত্যজ বাণী, জাজ্বল্য রূপা হইবেন।

১০ ধারা।

হিতার্ণবের ।৶ পৃষ্ঠার লিখিত মর্ম্ম ও তল্লিপি সঙ্কলন পূর্ব্বক কায়স্থ কৌস্তুভ ১ খণ্ডের ৩ পৃষ্ঠায় বিকাশ করেন "২। ৫ পৰ বঙ্গ কায়স্থেরা বেদাধিকারী যজ্ঞাধিকারী গায়ত্রী ও প্রণব উচ্চারণে অধিকারী বটেন তথাচ দেশাচার ব্যবহার ও ব্রাহ্মণ ভদ্রের কায়স্থের গুরু ও ইষ্ট দেবতা ইহাঁরদিগের সম্মান ও প্রীত্যর্থে এবং শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া সমাধা করণার্থে প্রণবের প্রতিযোগি প্রণব মন্ত্র সৎশূদ্র কায়স্থ পাঠ জন্য কোনং শাস্ত্রের প্রযোজক আছে তজ্জন্য সৎশূদ্র পাঠ্য সেতু মন্ত্র প্রণবের অনুরূপ মূর্ত্তি (ওঁ) এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা কায়স্থ সৎশূদ্রের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা কর্ত্তব্য, যথা—চতুর্দ্দশ স্বরো যোহসৌ সেতু

রোংকার বর্জ্জিতঃ। সচানুস্বার নাদাভ্যাং শূদ্রানাং স্মৃত রুচ্যতে॥,, এই মত লিখন দ্বারা কায়স্থকে শূদ্র স্বীকার কি ক্ষত্রিয়াঙ্গীকার করা হইয়াছে ইহা আমরা বিনয় পূর্ব্বক কৌস্তুভ সভার সভ্য মহাশয় দিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাই বিনা পক্ষপাতে ধর্ম্মত বলন যে তৃতীয় সংখ্যাতে প্রকৃত প্রণবাধিকারী তথা রাজন্যবদাচারি হইতে বল পূর্ব্বক যে অবধারণ করিয়াছেন এবং ৪৬পত্রে কহিয়াছেন "সুতরাং নিশ্চয় হইল কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ এইজন্য মন্ত্র দীক্ষা ও বেদাধ্যয়ন প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপের অধিকারী হয়েন ,, তাহার সহিত উক্ত উক্তি পৌর্ব্বাপোর্য ঐক্য কি অনৈক্যং আর কহুন যে প্রাগুক্ত প্রথম সংখ্যার লিখন তথা তৃতীয় সংখ্যার ব্যবস্থাপন পরস্পর ইতরেতরাশ্রয় দোষযুক্ত বটে কি না ইহার একতরের হাস হইলে অন্য তরের মূলচ্ছেদ হয় কি না। দেশাচার ব্যবহার ও ভূদেবাভিমতের বিরুদ্ধতা ভয়ে প্রকৃত প্রণবের পরিবর্ত্তে সচ্ছিদ্র পাঠ্য পন্ন পুরাণোক্ত অনুরূপ সেতু কায়স্থ বর্ণ পাঠ করিবেন, এইরূপ বিধান ১ সংখ্যাতে করিয়া পশ্চাৎ ৩ সংখ্যাতে কহিলেন, "কায়স্থ বর্ণ প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপের অধিকারী ,, অতএব প্রথম সংখ্যা প্রচারকালে গ্রন্থকারের হৃদাকাশে প্রচলিত ব্যবহারের বৈপরীত্যাশঙ্কা আর ব্রাহ্মণের প্রীত্যনুরোধ রূপ নিবিড়জীমূত যাহা ব্যপ্ত ছিল তাহা অধুনা তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ সময়ে ঊনপঞ্চাশত বায়ু মধ্যে কোন্ বায় সহকারে অকস্মাৎ দূরাবসরিত হইল ইহার ভাব বাক্য

মনের পশ্চাত্তীত, ফল পক্ষে ১ কাণ্ডে এক মত ৩ কাণ্ডে অন্যমত আশ্রয় করণ দৃষ্টে বোধহয় আদৌ কাণ্ড জ্ঞান নাই।—

১১ ধারা।—

কায়স্থ সৎশূদ্র দিগের দাস পদবী কি জন্যে হইল তদুত্তরে ১ সংখ্যার ৮। ৯ পাতে কহেন " মিতাক্ষরাতে নারদ মহাশয় দাস শব্দের বিবরণ করিয়াছেন, দাস শব্দে নীচ কর্ম্মকারী এস্থানে নহে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ সঙ্কর দাস শব্দের প্রয়োগ তাবতে প্রতি সম্ভাবিত আছে, যথা—শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ। চতুর্বিধঃ কর্ম্মকর স্তেষাং দাসা ত্রীপঞ্চকাঃ॥ শিষ্যান্তে বাসি ভৃত্যকাশ্চতুর্থস্ত্বধি কর্ম্মকৃত্। এতে কর্ম্মকরাঃজ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ॥ অতএব কায়স্থের প্রতি প্রয়োগ যে দাস শব্দ সে ব্রাহ্মণের শিষ্য বেদ বিদ্যার্থী অথবা শিল্প বিদ্যা শিক্ষার্থী অথবা অধিকর্ম্মকৃত্ ভৃত্যকদিগের অধিকর্তা হয়েন অতএব কায়স্থের দাস শব্দে নীচ কর্ম্মকারী নহে শিষ্য অথবা অধি কর্ম্মকৃত্ প্রযুক্ত কায়স্থের প্রতি দাস শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো নকস্যচিত্। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥,, আরো লেখেন " এবং এইরূপ পদ্মপুরাণে দাস শব্দের তাৎপর্য্য দেখা যাইতেছে, যথা-নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বংহি পুণ্য বতাং বরঃ। নিজদাস স্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিং,, ইত্যাদি উক্ত লিপির ভাবগতিক দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে

যে কায়স্থ মিত্র নিত্র মহাত্মা কায়স্থ বর্গের নামান্তে দাস শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ ও শুদ্ধ মান্য করিয়াছেন, * যদি ইহাই স্থিরকল্প হয় তবে অন্য পদবী বর্ম্মণ্ ব্যবহার করা হয়না কিন্তু তিনি নিজে তৃতীয় সংখ্যাতে দাসভাগ বর্ম্মণ্ পাঠ ধারণ করিয়াছেন এবং তদনুরূপাচার করিতে অন্যং কায়স্থ সন্তানদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রলোভ দর্শাইয়াছেন “যে কায়স্থ মহাশয়েরা শূদ্রত্ব ও দাসত্ব শব্দ পরিত্যাগ করিয়া বর্ম্মণ্ পদ সঙ্কল্পে কৌস্তুভ সমাজে স্বীয়ং নাম স্বাক্ষরিত করিবেন অর্থাৎ বর্ম্মণ্ শব্দ সঙ্কল্পে অঙ্গীকৃত হইবেন তাঁহারা রাজন্য রাজ সভায় ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে ধন্য মান্য গণ্য প্রশংসনীয় হইবেন তাঁহার দিগের প্রত্যেকের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি কৌস্তুভ গ্রন্থে প্রকাশ করিবেন, আর ঐ পুস্তক বিনা মূল্যে দিবেন..। অহো আশ্চর্য্য ! মিশনরি পাদরি সাহেবেরা যেমন যুবতী বিবি এবং নগদ টাকা দিবার লোভ দেখাইয়া অবোধ দিগে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বি করান্ সেইরূপ ইনি বর্ম্মণ্ ধর্ম্ম অভিষেক করাইতে বসিয়াছেন। অপিচ দাস পদবী বিচারমধ্যে উপর্য্যোক্ত যেকয়েক বচন লিখিয়াছেন তল্লি-

* কায়স্থকে দাস স্বীকার করিলে শূদ্র স্বীকার করা পতিকেই হয় যেহেতুক দাসপদবী কেবল শূদ্র পরিপ্রয়োজ্য. কিন্তু স্মৃতিঃ.শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ। ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥ তবে যে তিনি দাস পদবী চতুর্বর্ণ ভাবতেরি প্রতিপাতে কহিয়াছেন তেন্মনোজ্ঞং ॥

পি. (অর্থাৎ পৃথির অকারণ নকল) নিতান্ত বাল মোহিনী প্রায়, কেন যে কায়স্থের নামান্তে দাসোক্তি পাঠ পৃথক্‌পদার্থ আর ঐ সকল শ্লোকোক্ত শিষ্যাদি পঞ্চ প্রকার দাস কি যাথ্যার্থ বাচক দাস বা অনুগত বোধক দাস স্বতন্ত্র বিষয় অতএব এক পদার্থের বিচারে অন্য পদার্থের আরোপ যে পরস্পর সংমিলন না থাকে ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে তিনি দুগ্ধের স্থলে জলের উদাহরণ দিয়া কিসে কিবলেন্ বুদ্ধির চৈতন্য: বুঝানা যাহাহউক আমরাই আবেদন করিতে চাহি যদি প্রথম সংখ্যাতে কায়স্থের, দাসত্ব পদবী সংসিদ্ধ বলিয়া বিধান করিলে তদা পশ্চাৎ তৃতীয় সংখ্যাতে তন্মূল নির্মূল পর্ব্বক বর্ম্মা কিরূপে হইলে, পরস্পর ভিন্ন-ভেদাত্মিকা কল্পনা জল্পনা পৌনঃ পৌনঃ কেন কর। দাস পদস্যার্থ শ্রীলশ্রী অমর সিংহ মহাশয় যাহা শূদ্র বর্গে সপ্তদশ শ্লোকে করিয়াছেন তাহাবলি-ভৃতে দাসের দাসেয় দাস গোপ্যক চেটকাঃ। নিযোজ্য কিঙ্কর পৌষ্য ভুজিষ্য পারিচারকাঃ ॥ এতাবতা কথন দাস সংস্থাপন কথন বর্ম্মা কথন কথন দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় মন্যমান করণ কথন " সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় সত্য যুগপর্য্যন্ত আছেন,, ইতি বর্ণন, অব্যবস্থিত চিত্তের লক্ষণ। ক্ষণেরুষ্টঃ ক্ষণেতুষ্টস্তুষ্টো রুষ্টঃ ক্ষণেং। অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসন্নদোপি ভয়ঙ্করঃ ॥

১২ ধারা।—

গ্রন্থ প্রকাশক মহাশয় নানাস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন যে মহারাজ আদিশূর কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন তিনি বর্ষানু-ষ্ঠান যজ্ঞ সম্পন্নার্থে পঞ্চজন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ আর পঞ্চজন

বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় কায়স্থকে আনাইয়াছিলেন। এতন্মধ্যেমেষ, কস্তু তন্তু প্রোক্ত রাজা বাহাদুর বৈদ্য ছিলেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করেন নাই ইহা প্রভাকর বৎ জাজ্বল্যমান্ লৌকিক কিন্তু কুলশাস্ত্রসিদ্ধ চিরদিন যাবৎ আছে। গৌড় দেশীয় এক বালককে জিজ্ঞাসা করিলেও সে অম্লান বদনে কহিবেক যে বৈদ্যরাজ আদিশূর বাহাদুর ভূসুর পঞ্চজনকে যজ্ঞের কারণ আনাইয়াছিলেন আর পাঁচটি কায়স্থ ঐ ভূদেবেগণের ভৃত্য হইয়া আগমন করিয়াছিলেন, যদি কহেন জনশ্রুতি বালকের কথায় বিশ্বাস কি, উত্তর নহ্য মৃষা জনশ্রুতিঃ। আহচ তদ্বিবরণং রাজাবল্যাং "ধীসেনের পুত্র বল্লাল সেন দিল্লীতে রাজা হইয়া রাঢ়ীয় পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যাদি মর্য্যাদা বিভাগ করেন, পূর্ব্বে আদিশূর নামে বৈদ্য জাতীয় বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন অনাবৃষ্টি হওয়ায় যজ্ঞ করিবার কারণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লইয়া আইসেন ইহার তদন্ত কুলাচার্য্য মিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থে বিস্তারিত আছে ঐ আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ দেশীয় রাজা বীর সিংহ দেবের সহিত প্রীতি করিয়া তদ্দেশীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ লইয়া আইসেন তাঁহারদিগের নাম এই, ভট্টনারায়ণ১, ইহাঁর সাণ্ডিল্য গোত্র। শ্রীহর্ষ ২, ভরদ্বাজ গোত্র। বেদগর্ভ ৩, সাবর্ণ গোত্র। ছান্দড় ৪, বাৎস্য গোত্র। দক্ষ ৫, কাশ্যপ গোত্র। প্রথম ভট্টনারায়ণের ভৃত্য সঙ্গে আইসেন মকরন্দ ঘোষ নামে কায়স্থ, দ্বিতীয় শ্রীহর্ষ সমভিব্যাহারি ভৃত্য কালীদাস মিত্র।

তৃতীয় বেদগর্ভ সমভিব্যাহারি ভৃত্য দশরথ গুহ। চতুর্থ ছান্দড় সমভিব্যাহারি ভৃত্য দাশরথি বসু। পঞ্চম দক্ষ সমভিব্যাহারি ভৃত্য পুরুষোত্তম দত্ত। এইরূপে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদিগের ভৃত্য কায়স্থ পঞ্চজন আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমশঃ পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই হন কারণ তাৎপর্য্য এই যে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৬ সন্তান হইলে রাজা বল্লাল সেন ৫৬ খানি গাঁই অর্থাৎ গ্রাম ব্রাহ্মণের দিয়া বাস করান্ তাহাতেই গাঁই উপাধি হয়, আর ঐ ৫৬ জনের মধ্যে আচারের তারতম্যে মুখ্য ৮, গৌণ ১৪, শ্রোত্রীয় ৩৪ মোট ৫৬ জন,, উপর্য্যোক্ত গ্রন্থের এইরূপ লিখন দ্বারা স্পষ্ট্য প্রকাশ ও সপ্রমাণ হইতেছে যে মহারাজা আদিশূর বাহাদুর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, তৎকর্ত্তৃক পঞ্চজন ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কায়স্থ ভৃত্য ঐ ভূদেব গণের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল মাত্র যথা এইক্ষণেও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাইতে চাকর গমন করিয়া থাকে। পরন্তু দ্বি-বিলাস নামক গ্রন্থেও প্রমাণ আছে যে আদিশূর বাহাদুর বৈদ্য ছিলেন, ইদানীন্তন বিজাতীয় পণ্ডিত যে শ্রীরামপুর নিবাসি মেঃ মার্শম্যান তিনিও স্বকীয় বিরচিত বেঙ্গাল হিষ্টারির ৩১৪ পৃষ্ঠাতে কহিয়াছেন. যথা "হিন্দু দিগের পুরাবৃত্তানুমতে আদিশূর সেন বংশের অর্থাৎ বৈদ্য বংশের আদি পুরুষ ছিলেন তিনি কান্যকুব্জ দেশ হইতে ৫ জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং ব্রাহ্মণ দিগের সঙ্গে ৫ জন ভৃত্য আইসে উক্ত ব্রাহ্মণের সন্তান

সকল বঙ্গদেশস্থ বিদ্যমান ব্রাহ্মণ গণ হয়েন এবং পঞ্চজন ভৃত্যের সন্তান বর্ত্তমান কায়স্থেরা হয়েন,, এতাবতা রাজশ্রী আদিশূরকে সেন বংশের আদি পুরুষ কহাতেই বৈদ্য জাতি সংস্থাপন হইতেছে যতঃ সেন বংশজ মহাশয়েরা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এবং ১৩ পুরুষেতে ১৩০ বৎসর ২ মাস দিল্লীর সিংহাসনে রাজ্য করেন যথা বৈদ্য জাতি বীরসেন তস্য পুত্র বল্লাল সেন তস্য পুত্র লক্ষ্মণ সেন তস্য ভ্রাতা কেশব সেন তস্য পুত্র মাধব সেন তস্য পুত্র শূর সেন তস্য পুত্র ভীম সেন তস্য পুত্র কার্ত্তিক সেন তস্য পুত্র হরিসেন তস্য পুত্র শত্রুঘ্ন সেন তস্য পুত্র নারায়ণ সেন ইত্যাদি। কৌস্তুভ গ্রন্থ সংগ্রহকারী শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয় বেঙ্গাল হিষ্টোরির বঙ্গানুবাদ যাহা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সেন বংশোক্তি, পাঠ প্রকাশ হইবেক। আমরা এক কৌস্তুভ পুথি ভিন্ন কোন গ্রন্থে দেখি নাই এবং কস্মিন্ কালে শুনি নাই যে আদিশূর বাহাদুর কায়স্থ ছিলেন, বা পঞ্চজন ক্ষত্রিয় কায়স্থকে যজ্ঞের কারণ নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার মহাশয় আদিশূর বাহাদুরের রাজনাম্ন প্রতিপন্ন জন্য দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথমাধ্যায়ে বিচার করিয়াছেন যে" ক্ষত্রিয় বংশজ রাজা ব্যতীত অন্য রাজা হইতে ব্রাহ্মণে দান গ্রহণ করিলে মনুর ৪ অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোক ' নরাজ্ঞঃ প্রতি গৃহ্নীয়াদিতি,, প্রমাণে নরবংশে পতিত হইয়া এক বিংশতি নরকে গমন

করেন,, ফলতঃ বৈদ্য জাতি যে বৈশ্য বর্ণ * দ্বিজাতি ইহার দান গ্রহণে ব্রাহ্মণ কদাচ পতিত হয়েন না, তথা-চোক্তং দ্বিজাতিভ্যো ধনং লিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজোত্তমঃ। অপিবা ক্ষত্রিয় বৈশ্যাভ্যাং ন তু শূদ্রাৎ কদাচন॥ ইতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত ব্যাস বচনং। যদি কহেন বৈদ্যাদ্য সাঙ্কর্য্য বিধানাচ্ছূদ্রত্ব সম্ভবেৎ অতএব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ নিন্দিত করিলেন, উত্তর ভবতে তাহা হইলেও যজ্ঞান্যত্র শূদ্র প্রতিগ্রহোপি ন দূষণায়েতে যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনাৎ, যথা, চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞ করণাচ্ছূদ্র ভিক্ষিতাৎ। যজ্ঞার্থং লব্ধমদদদ্ভাসঃ কাকোপি বা ভবেৎ॥ অপর কাল বিশেষে ও প্রয়োজন বিশেষে ব্রাহ্মণ সকলেরি দান লইতে পারেন এমত বিধি শাস্ত্রে আছে। মনুঃ দশমাধ্যায়ে, সর্ব্বতঃ প্রতি গৃহ্নীয়াদ্ব্রাহ্মণ স্ত্বনয়ং গতঃ। পবিত্রং দুষ্যতীত্যেতৎ ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে॥ বিশেষতঃ বৈশ্য বর্ণ যে বৈদ্য, তাহারা তথা প্রণবাধিকারী সে দূরে থাকুক অপর বর্ণ যে শূদ্র তন্নিকটে আপদে অনাপদে

---

* অম্বষ্ঠো বৈশ্যা দ্বিজন্মনোঃ ইত্যমরঃ অর্থাৎ বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ ঔরসে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে অতএব মাতৃবর্ণ সংস্কারাৎ এই প্রকারে বৈদ্য দ্বিজবর্ণ নিশ্চিত হয়েন যদি কহ বৈদ্যাদি সঙ্কর নিমিত্ত নীচজাতি, উত্তর তাহা হইতে পারে না কেননা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজার সন্তান দিগের মধ্যে ও অনুলোম বিলোমে অনেক বর্ণ সঙ্কর দেখাইতে পারি যথা ক্ষত্রিয় রাজ যযাতি পত্নী বিপ্রশ্রেষ্ঠ শুক্র দুহিতা দেবযানীত্যাদি।

স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ প্রতি গ্রহণ নাকরেন এমত ব্রাহ্মণ কলিতে অভাব ইহারদৃষ্টান্ত কৌস্তুভ স্বাক্ষরকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়বর্গ যাঁহারদিগকে গ্রন্থকার চতুর্বেদবেত্তাচতুর্বেদাধ্যাপক বলিয়াং পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রত্যেকের অবস্থা গোপনে মনে মনে আলোচনা করিলেই সুপ্রকাশ হইবেক। অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ) এতদনুসারে ভিন্ন দেশ হইতে ভিক্ষার্থ সমাগত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ দক্ষিণা স্বরূপ যজ্ঞ কর্ত্তাদানে স্বধর্ম্ম যাজন অর্থাৎ প্রতিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে সেই যজ্ঞকর্ত্তা ক্ষত্রিয় গণ্যমান্য হইবেন এমত শাস্ত্র নাই। পুনশ্চ উক্ত মহারাজের নাম কায়স্থ নৃপস্য বলিয়া মহেন্দ্রাচল পর্ব্বতে ভগ্ন প্রস্তরে লিখিত আছে যে কহিয়াছেন তাহা যদি মুরক্রাফট ভক্ত তাক্ত ক্ষত্রিয় মহোদয় সে মুরক্রাফট প্রসাদাত্ ঐপর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিয়া থাকেন তাহা কহিতে পারিনা, আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা বলি দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ থানার ব্যাপ্যাধিকারে মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বোত্তর তটে গৌড় মণ্ডল রাজধানীতে খইগুক পাষাণে নাগরাক্ষরে লিখিত আছে যথা "শ্রীমদীশ্বরচরণ পরায়ণঃ। শ্রীআদিত্য শূর সুবৈদ্যরাজনঃ॥,, এতাবতা এই সিদ্ধান্ত হইল যে আদিত্য শূর বাহাদুর বৈদ্য ছিলেন অত্র সন্দেহো নাস্তি। ৩ সংখ্যার ৬০ পত্রে লিখিয়াছেন "কায়স্থেরা বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া যজ্ঞ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ পদবী পাইয়াছেন,, একথা প্রামণ্য নহে সমাগত ভূদেবগণই যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়াছিলেন

তাঁহারদের সমভিব্যাহারি দাস কায়স্থ বর্গ ত্যাগ হইলাই
তদন্যক যদি উক্ত রাজা ঐ কায়স্থগণকে ঘোষাদি পদবী
দিয়াই থাকেন তাহাতেইবা তাঁহারদের ক্ষত্রিয়ত্বের উপ-
লব্ধি কিরূপে হয়। উপাগত কায়স্থকে ক্ষত্রিয় মানিতেছ,
সেক্ষত্রে কহিতেছ. রাজদরবার হইতে যজ্ঞ দক্ষিণা প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন বলিতেছ, এবাক্য অযোগ্য. নদ্যেক্ত তবদ্যক্ত
যিনি বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয় তিনি শাস্ত্রীয় বিধি হেলা পূর্ব্বক কি-
প্রকারে প্রতিগ্রহণ করিলেন প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের নহে
কোন বিপ্রেরপর নির্ভরীভূত, তৎপ্রমাণ যাহ, ইজ্যাধ্য-
য়ন দানাদি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ। প্রতি গ্রহো ধিকো
বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথেতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ প্রতি
গ্রহো ব্রাহ্মণ মাত্রস্যেতি মনুরপি। যাধ্যাপনাদ্যাজনাদ্বা
গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ। দোষোভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনার্ক
সমোহিনঃ॥ প্রতিগ্রহাৎ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ॥ এই সকল
প্রমাণাধীন যাহার যাহাতে অধিকার নাই তাহার তাহা
আচরণ অর্থাৎ পর ধর্ম্মাবলম্বন অবিধি, উক্তঞ্চ তত্র
গীতায়াং। তৃতীয়াধ্যায়ে ভগবদ্বাক্যং শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো
বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ যৎতু. জনকঃ শৌনকো বৈদেহো
বহু দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে॥ অর্থাৎ জনক শৌনক বৈদেহ
ক্ষত্রিয় রাজারা বহুদক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই
বেদান্ত প্রমাণ ৩ সংখ্যার ১২ পত্রে দর্শাইয়া গ্রন্থ প্রকাশক
মহাশয় যে মকরন্দ ঘোষাদির ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপন করাইল

তে চাহেন সে ভ্রম কেননা জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজা আর উক্ত ঘোষাদি শূদ্র ভৃত্য স্বর্গ মর্ত্ত্য বিভেদ, বিশেষ ' ঈজে, (লিট্যাত্মনে পদৈক বচনং) এই ক্রিয়াপদ যে পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত সূত্রমধ্যে আছে তদর্থ অতীত কালে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এই মাত্র প্রকাশ পায় স্বহস্তে বা পরহস্তের প্রসঙ্গ মূলে কিছুই নাই ভাবের দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করাণই প্রতীতি হয় তাহার কারণ এইযে ' বহু দক্ষিণেন, পাঠ যাহা বচনের মধ্যে আছে তাহা ' স্বহস্তে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্থ করিলে বৃথা হয় কেননা দক্ষিণা দান পরহস্তে ব্যতিরিক্ত সম্ভবেনা সেই দক্ষিণার ভাজন অর্থাৎ প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম পরিচালন এবং যাজন কেবল ব্রাহ্মণেরি পক্ষে নিয়ম যথা মনুঃ ১।৮৮। অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতি গ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানা মকল্পয়ৎ॥ এই যাজন এবং প্রতি গ্রহ ধর্ম্ম যে ক্ষত্রিয়ের সম্পাদ্য এমত্ বিধান কুত্রাপি শাস্ত্রে নাস্তীতি। তিনি যে স্বামির ব্যাখ্যার দোহাই দিয়া স্বহস্তে যজ্ঞ করার প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন সে মিথ্যা স্বামির ব্যাখ্যা এমত্ নহে। আরো ঐ সংখ্যার ১৩ পত্রে কহেন " বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞাধিকারী কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণ নহেন, যথা মধ্বাদিষ্ব সম্ভবাদনধিকারঃ জৈমিনিঃ অর্থাৎ এই বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া ইহার মধ সজ্ঞা দিয়াছেন,, ভোভো সুধী দেখ দেখ মিত্র বাবুর বিদ্যা তাঁহার দর্শান বেদান্ত সূত্রের, কিবা সুন্দর ভাবার্থ প্রকাশিলেন, সেযাহাহউক সারকথা বলি কুচিৎ ব্যভিচারে অবসাদ হয়না যথা অজাগল স্তন দ্বারা উষস্তর বৃদ্ধি

পায় না। বস্তুতস্ত্বে মধ্বাদি যে যজ্ঞ তাহা বিপ্র সম্পাদনীয় অন্যান্য যজ্ঞাপেক্ষা অপকৃষ্ট সুতরাং তৎ করণে ব্রাহ্মণ পাপারূঢ় হয়েন কাযে কাযেই ক্ষত্রিয়াদির স্বয়ং কর্ত্তব্যতা, যদ্রূপ পুং সবনাদি ক্রিয়াতে ঋত্বিজের অপেক্ষা থাকেনা স্বয়ং নিষ্পাদ্য তদ্রূপ মধ্বাদি যজ্ঞও বটে এমতেই জৈমিনি কহিলেন "মধ্বাদিষু অসম্ভবাৎ অনধিকারঃ যদি এমত না কহ এবং যাজন কর্ম্মে ক্ষত্রের অধিকার মান তবে বক্ষমাণ বিরাট পর্ব্বের বচনের সমাধান কিরূপে করিবা? আর যাজনাধিকারে ক্ষত্রিয়কেইবা কিপ্রকারে নির্দেশ করিবা? দেখ দ্বাপরাদি যুগে শ্রীমদ্রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃত মহারাজ চক্রবর্ত্তি সকলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ যাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন সেইং যজ্ঞে বিবিধ সুর-ষি ব্রাহ্মণ মহাপুরুষ সকলে কেহবা হোতা কেহবা আচা-র্য্য কেহবা সদস্য কেহবা ব্রহ্মারূপে বরণ লইয়া ক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন ইহা রামায়নে তথা ভারতে বিশেষ রূপে বর্ণন আছে। আমরা জানিতে বাঞ্ছাকরি যে কোন্ যুগে কোন্ ক্ষত্রিয় কোন্ যজ্ঞ ব্রাহ্মণের যাজন সহকারিতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করিয়াছিলেন, বহু ব্যয় ও বাহুবল সাধ্য যে রাজসূয় যজ্ঞাদি তাহা ক্ষত্রিয়ের নিষ্পাদ্য বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন কারসাধ্য তত্তৎ যজ্ঞ যাজন করায়। বিপ্রক্ষত্র বিট্ শূদ্র বর্ণ চতুষ্টয় তাবতের যাজন অগ্রজ-ন্মারি পর নির্ভর। ১৬০পত্রে ব্যাখ্যা করিতেছেন "পরার্থে ক্ষত্রিয়েরা বেদজ্ঞ ও যজ্ঞ যোগ্য হইলে যজ্ঞ করিতে ও যজ্ঞ করাইতে পারেন্ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যথা-স্বামিনঃ

ক্ষত্র শ্রুতেরিত্যাত্রয়ঃ আর্ত্বিজ্যমিতো ভূলোনি স্বমেম্ব
পরিক্রিয়তে., মহাশয়েরা বিবেচনা করেন তিনি যেমত
অভিমত করিলেন প্রমাণ তেমন দিতে পারিলেননা যেহে-
তুক তাঁহার ধৃত বেদান্ত সূত্রের তাৎপর্য্য এমত কদাচ
নহে যে ক্ষত্রিয়গণ অন্যের যজ্ঞে ব্রতীহইয়া যজ্ঞ করাইতে
পারেন। বস্তুতস্তু অগ্রজন্মা ব্যতিরিক্ত রাজন্য বর্ণ কদা-
পি অন্যের যাজন করাইতে পারেন না শাস্ত্রে প্রতিষেধ
আছে, যথা- অধীত্য ব্রাহ্মণো বেদান্ যাজয়েত্ নজেতচ।
ক্ষত্রিয়ো ধনুরাশ্রিত্য যজেচৈব নযাজয়েদিতি মহাভারতে
শান্তি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈশেষিক্যাং বিরাট্ পর্ব্বণ্য-
ন্তর গোগৃহে দ্বিচত্বারিংশ তমাধ্যায়ে হস্বলামসো বাক্য-
ম্। মনুরেব দশমাধ্যায়ে অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং
যাজনন্তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥৭৫॥
ষন্নান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে
চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥৭৬॥ ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রা-
হ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ম্প্রতি। অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতি-
গ্রহঃ॥৭৭॥ বৈশ্যং প্রতিতথৈব বৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি
স্থিতিঃ। নতৌ প্রতিহিতান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ
॥৭৮॥ এতেন বৈশ্য ক্ষত্রিয় যোর্দানাধ্যাপন বিধানাৎ
এবঞ্চ ব্রাহ্মণ মাত্রস্য যাজন প্রতিগ্রহাবধারণাৎ ব্রাহ্মণস্য
পাত্রত্বাচ্চ দান বাক্যে সর্ব্বৈরেব যথা সম্ভব গোত্র নামনে
ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদানীতি সঙ্কল্পঃ কার্য্যঃ স্পষ্ট রূপ-
ব্যক্তং পুরাণাদৌ বহুতর মনু সঙ্কেয়ং। অপরমপি আগত
পঞ্চজন কায়স্থের বৈরাট্য ভাব প্রমাণ নিমিত্ত ২ সংখ্যার

৪ অধ্যায়ে বিচার করিয়াছেন " এই পঞ্চজন কায়স্থ যদ্যপি শূদ্রবর্ণ হইতেন, তবে কদাচ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া শূদ্রকে সঙ্গে লইয়া পথে গমন করিতেন না যেহেতু শ্রীভগবান মনু মহাশয় শূদ্রের সহিত গমনে নিষেধ করিয়াছেন, যথা " নাতি কল্য মিত্যাদি ,, আরবার ৩ অধ্যায়ে লেখেন " উভয় পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যখন কাম্বোজ দেশ হইতে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যোদ্ধায় এক প্রকার ম্লেচ্ছ বেশে গোযানে আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা কান্যকুব্জ দেশীয় মনুষ্য ছিলেন না, এবং কর্ম্মনাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা আইসেন নাই, যেহেতুক তাঁহারদের বেশ ও আগমনের লক্ষণে নিশ্চয় হইতেছে যে তাঁহারা কাম্বোজ দেশীয় বেদজ্ঞ পুণ্যাত্মা ছিলেন ইত্যাদি,, এস্থলে অস্মদাদির ইহাই বক্তব্য যে ব্রাহ্মণ হইয়া যিনি ম্লেচ্ছ বেশ ধারণ সামরিক কঞ্চুক পরিচ্ছদাবলম্বন তথা গোযানারোহণ করিলেন তাঁহার শূদ্র সঙ্গে আগমন কি আশ্চর্য্য, বিপ্র সম্বন্ধে ম্লেচ্ছ বেশ করণ কিম্বা সাংগ্রামিক পরিচ্ছদ ধারণ শাস্ত্রতঃ বা যুক্তিতঃ শ্রেয়স্কল্প নহে ইহা সকলেরি মন্তব্য, আর গোপৃষ্ঠে আরোহণ বারণ আছে। নবিগর্হ্য কথাং কুর্য্যাদ্বহির্মাল্যং নধারয়েৎ। গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতং ইতি মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ৪। ৭২। কিন্তু গোযানে গোবধঃ প্রোক্ত ইতি চিন্তামণৌ পরন্তু কুলাচার্য্য মিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থে তথা রাজাবল্যাদি পুস্তকে দৃষ্ট হয় যে প্রোক্ত ৫ পঞ্চজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়া

ছিলেন, কিন্তু কৌস্তুভকার মহানুভব কোন্ প্রমাণানুসারে কাম্বোজ হইতে আগমন বার্ত্তা প্রকটিতা করিলেন ইহা বাঙ্মনসের অগোচর. বিশেষতঃ ইহাও সুবিখ্যাত বটে যে কান্যকুব্জ দেশেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল অধিবাস করেন যথা কান্যকুব্জ দ্বিজাঃ সর্ব্বে মাথুরং মাগধং বিনা। আর কাম্বোজ ম্লেচ্ছদেশ পাণ্ডব বর্জ্জিত হয় তদ্যথা মনুঃ ১০ অং ৪৪ শং পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দারদাঃ খশাঃ॥ এই বচনের সাহচর্য্যাধীন কাম্বোজ যে ম্লেচ্ছ দেশ ইহা বিলক্ষণ নিরীক্ষণ হইতেছে, অতএব কান্যকুব্জ যে পুণ্য ভূমি তৎপরিত্যাগে কাম্বোজ যে যবন ক্ষেত্র তদ্গ্রহণ পীযূষত্যাগে গরল গ্রহণ সিব অসদৃশ তথা অপরি দে-বনাক্তেরা কাম্বোজোঽস্ত্রি ভেদেচ শস্থ দেশ বিশেষয়োঃ কাম্বোজোঽপাণ্ডবে সোম বল্কে পুন্নাগ পাদপে। ইতি মেদিন্যাং॥ ইত্যাদি ভূরি প্রমাণ যুক্তভ্যাং কৌস্তুভস্য লিখনং হাস্যাস্পদতরং। ভদ্র বর্গ বৃষল সঙ্গে সমাগত হইয়াছিলেন, বলিয়াই কি সেই বৃষল রাজন্য নির্দ্দিষ্ট হইবেন, এমতি যুক্তি বিজ্ঞ কর্ত্তৃক কদাচ সমাদৃতা হইতে পারেনা, যেমন শ্রীপরাশর দেব ধীবর কন্যাতে উপগত হইয়াছিলেন বলিয়া কি সেই ধীবর কন্যা ব্রাহ্মকন্যা গণ্যা হইবেন? নাকি ঈদৃশী যুক্তি বলবতী হইতে পারে যে যদি উক্তা কন্যা শূদ্রা হইত তবে কখন মুনি শিরোমণি পরাশর মহাশয় তাঁহাকে ক্রোড়ে লইতেন না যেহেতুক বিপ্রের সম্বন্ধে শূদ্রা অভিগমন শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

এতাবৎ ব্যতিকরে কান্যকুব্জাধীশ্বর কর্ত্তৃক পঞ্চ ভূদেব যে প্রেরিত হন তত্তৎ শুশ্রূষার্থ পঞ্চ শূদ্র অথবা কায়স্থ সমাগত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রমেয় হইল, এবং কুল শাস্ত্রেও স্পষ্ট বিধানে বিধি ব্যাবৃত্তি দ্বারা ব্যক্ত আছে, তদ্বৈপরীত্যে বক্তার বক্তৃতাদিনে কায়স্থের বেদবিত্ত্ব বেদজ্ঞত্ব বেদাদিত্ব বুদ্ধ নিষ্ঠত্ব যাজ্ঞিকত্ব যজ্ঞক্ষমত্ব যজ্ঞো প্রযুক্তত্ব যে প্রকাশ পায় তদুক্ত প্রমাণ বিহনা হেতুক অপ্রমাণিকা ও অপ্রসিদ্ধা আর যাজন ক্রিয়া যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সাধ্য নহে, তদ্বিষয়ক বক্তব্য। অনুশাসন উপরে কথিত হইল দেখিবেন। আমরা এই দ্বাদশ ধারা অতি বিস্তার রূপে লিখিলাম অধিক বাড়াবাড়ি উচিত নহে, বক্ষ্যমান আরং প্রস্তাব পক্ষে মনোযোগ কর্ত্তব্য তবু একটি প্রশ্ন না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিনা, প্রশ্নঃ যদি তন্মতে সমাগত কায়স্থ ক্ষত্রিয় মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি বেদজ্ঞ যজ্ঞ যোগ্য অন্য লোকের ক্রিয়া যাজনক্ষম আর সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণ যজ্ঞাধিকারী নহেন, তবে আদিশূর বাহাদুর পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে কি কারণ আনাইয়াছিলেন ঐ মকরন্দ ঘোষাদি দ্বারাইতো যজ্ঞ সম্পাদন চরিতার্থ ছিল। গোবিন্দহ ভাহুরে কলমে যাহা আইসে তাহাই লিপি করিয়া থাকেন।

১৩ ধারা।

১ সংখ্যার ৪ পত্রে আচার নির্ণয় তন্ত্রের বচন ধৃত করিলেন। "অতোঘোরে কলাবেতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতিকাঃ আদ্যা মসীশাঃ কায়স্থাঃ ব্রাহ্মণেশ্বর মানসাঃ॥ মহা বিদ্যা-

পাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ। কলৌতিক্ষত্রিয়া ভাবাৎ বৈশ্যা ভাবাচ্চ স্বতঃ ॥, ইহার যথার্থার্থ এই যে ঘোরতর ঘোর কলিতে মনীশি জাতি কায়স্থগণ দ্বিজাত্ৰক মহা বিদ্যোপাসক এবং গুণের দ্বারা ক্ষত্রিয় ন্যায় হইবেন যেহেতুক কলিতে ক্ষত্রিয়ের অভাব এবং বৈশ্যের অভাব, এই তন্ত্র বচনের সাধক ও পোষক অন্য শাস্ত্রেও আছে যথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তধৃত বচনং ততঃ শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তীতি বিষ্ণু পুরাণ বচনাৎ মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীদিতি। কিন্তু মহাপণ্ডিত মহাশয় তদ্ধৃত কথিত বচনের বাক্যার্থ উৎপুত করিয়া ৫ পত্রে লিখিতেছেন "ইহাঁরা গুণেতে ক্ষত্রিয় জাতি হয়েন বিশেষতঃ ইহাঁরা কলিতে ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইবেন ইহাঁরা কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম ইহাঁরাই করিবেন" কি বিপরীতার্থ পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিদনু মোদন করেন, বচনে আছে "ক্ষত্রিয়া ভাবাৎ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অভাব প্রযুক্ত কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী মহামহিম আশ্চর্য্যার্থ করেন, ক্ষত্রিয় ভাবা। শ্লোকে আছে "গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমা ভবিষ্যন্তী" অর্থাৎ গুণের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইবেন কিন্তু মহাবিজ্ঞ মহানুভব চমৎকারার্থ করেন "গুণেতে ক্ষত্রিয় জাতি হয়েন"। অনুমান করি তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে সংস্কৃত শ্লোকের ভাষার্থ একে আর করিলে সামান্যতঃ কেহ বুঝিতে ও ধরিতে পারিবেননা কিন্তু জ্ঞান নাই যে সমাজে সদসদ্বিবেচিত হইবেক, শাস্ত্রীয় প্রমাণের যথার্থার্থের বাদ জন্মাইয়া অন্যার্থ কল্পনা দ্বারা স্বীয়মত পোষণে উদ্যোগ

করিলেই কি আষাঢ়মাস আশ্বিনমাস ধার্য্য হইতে পারে। অপর উপর্য্যুক্ত আচারনির্ণয় তন্ত্রীয় বচনদ্বয় দ্বারা তিনি যে কায়স্থের রাজন্যত্ব সাব্যস্ত করিতে চাহেন সেহ সমস্ত ভ্রান্তি কেননা কলিতে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইবেন এই মাত্র পদবাচ্য উপমাস্থলে সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব সংসিদ্ধ হইতে পারেনা যস্মাৎ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গত ভূয়ো ধর্ম্ম-বত্ত্বং উপমেয়ত্বং। ভূয়ঃ শব্দের প্রায়িকত্বার্থ যথা চন্দ্রবন্মুখং এস্থলে কেবল আহ্লাদ জনকত্বে উপমা। গুণের অল্পাধিকের অনাদরের প্রমাণ যথা দণ্ডিবচনং "নলিঙ্গ বচনে ভিন্নে নহী নাধিকতো পিবা। উপমাদূষণা যালং যত্রোদ্বেগো নধীমতাং॥ ইতি জ্ঞানাঞ্জনং। ফলপক্ষে তাঁহার ও আমার ধৃত বচনের তাৎপর্য্য যদি কলিতে ক্ষত্রিয়ের অভাব এই সিদ্ধান্ত হইল, তবে নূতন সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় কলিতে কিনতে হইতে চাহেন এতজ্জিজ্ঞাসিতব্যমিতি শিরো-নাস্তি শিরঃপীড়া, কথং সঙ্গচ্ছতে।

১৪ ধারা।

১ সংখ্যার ৫।৬ পত্রে বর্ণন করিয়াছেন " চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ ইহাঁর রাজধানী চিত্রকূট পর্ব্বত ইহ কায়স্থ সৎ শূদ্রনামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ইহার প্রশংসা বেদে উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে অনেকানেক লিখিয়া-ছেন ইহাঁর বিদ্যাগুরু রৈক্য নামে ঋষি ছিলেন ঐ রৈক্য ঋষি চৈত্ররথকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বিদ্যা প্রকরণে ঐ চৈত্ররথ শিষ্যকে অন্য ঋষিরা শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে চৈত্ররথের

শোক উপস্থিত হইল ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া চৈত্ররথ শীঘ্র তাঁহার রৈক্য নামা গুরুর নিকটে গেলেন। গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার জন্য শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন। অতএব ইহাকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে কেবল সৎ শূদ্রের অর্থাৎ কায়স্থের ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক হয়,, গ্রন্থকারের এতদ্রূপ লেখন দ্বারাই কায়স্থের অনিবার্য্য বৃষলত্ত্বাবধার্য্য হইতেছে যেহেতুক চৈত্ররথ কায়স্থ সচ্ছূদ্র ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন তাঁহাকে অন্য ঋষিরা এবং তাঁহার নিজ গুরু রৈক মুনি শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিতেছেন তবে যে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকারেরজ্ঞাপক হয় বলেন একেমন ধারা কথা হাঁগো মহাশয় অশ্বকে অশ্ব বলিয়া সম্বোধন করিলে কি হস্তির জ্ঞাপক হইতে পারে? নাকি শূদ্রেকে শূদ্র বলিয়া আহ্বান করিলে ক্ষত্রিয়ের বাচক হয়? অপর এখানে কায়স্থের আদিপুরুষ চৈত্ররথকে কায়স্থ সচ্ছূদ্র ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন অথচ ৩ সংখ্যার ৭ ও ২৭ পাতে লিখিয়াছেন "কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ নিশ্চয় বিচারে হইয়াছে। কায়স্থগণ সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় সত্যযুগ পর্য্যন্ত আছেন,, যেস্থলে এবম্ভূত পূর্ব্বাপর প্রণালীর এক বাক্যতার অভাব বারম্বার দৃষ্ট হইতেছে সেস্থলে ৩ সংখ্যার ৩০ পত্রের লিখনমত সাহঙ্কার বাক্য প্রকাশ করা যুক্ত হয়না, দেখ অগ্নি দহন দহন করেন অথচ বাক্যহীন, দিবাকর স্বতেজঃ দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল বিধান করেন কিন্তু প্রাগল্‌ভ্য শূন্য,,

সর্ব্ব সম সর্ব্ব সহেন ফলে তমঃ ভিন্না, যথাহ মহাভারতে দহতাগ্নি রবাকস্তু তুষ্ণীং ভাতি দিবাকরঃ। তুষ্ণীং ধারয়তে লোকান্ বসুধাচ চরাচরান্॥ এমতে লুপ্ত গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত বিস্তার করিতেছি বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করা অবিধেয়ঃ বাস্ত বক লুপ্ত বিষ ও নহে সকল পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

১৫ ধারা।

১ সংখ্যার শেষভাগে ১৫ পত্রের লিপির মর্ম্ম এই "ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সদয় হইয়া অস্ত্র ও শাস্ত্র এবং বাণিজ্য ও দাস্য কর্ম্ম কায়স্থ যে নিজদাস তাহার প্রতি অর্পণ করিলেন,, ইহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাস সমগ্র শাস্ত্র বিরুদ্ধ যেহেতু বেদে তথা মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস ও শাস্ত্র ব্যবসা ক্ষত্রিয়ের রক্ষণ ও যুদ্ধ ধর্ম্ম, বৈশ্যের কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্য, শূদ্রের সেবা ও দাস্যকর্ম্ম, তথাচোক্তং মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ১০।৮০। বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্যচ রক্ষণং। বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥ তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে সর্ব্বস্যাস্যতু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং সমহাদ্যুতিঃ। মুখবাহুরু পজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্য কল্পয়ৎ॥ ৮৭॥ অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানা মকল্পয়ৎ॥ ৮৮॥ প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ। বিষয়েষ্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ ৮৯॥ পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যায়ন মেবচ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেবচ॥ ৯০॥ একমেবতু

শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া ॥ ৯১॥ এইরূপ জাতি চতুষ্টয় নির্ণয়ার্থ তাহারদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাধি পৃথক্২ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শাস্ত্রেও স্বতন্ত্র২ চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম উপর্য্যোক্তমত কহিয়াছেন কিন্তু মিত্র বাবু শাস্ত্র ও ব্যবহারাতিরিক্ত চতুর্ব্বর্ণের চতুঃপ্রকার ধর্ম্মই যে কেবল এক কায়স্থ প্রতি সম্বন্ধ ঘটান এ নিতান্ত পক্ষপাত।

১৬ ধারা।—

৩ সংখ্যার দশপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন "বাবু শব্দ স্বভাবতঃ কেবল কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে ইহার নাম স্বরূপ শব্দ স্বরূপে বর্ত্তে যেহেতুক বাহুজ ধাতু হইতে বাবু শব্দ উৎপত্তি হইয়াছে,, কি পরিতাপের বিষয় তাঁহার বিবিধ কুযুক্তির উত্তর লেখনে আমারদিগের লেখনী ম্রিয়মাণা হইতেছে-বাহুভ্যাং জায়তে ইত্যার্থে বাহুজ যে শব্দ ইহাহইতে বাবু সংজ্ঞার উৎপত্তি কোন্ ব্যাকরণ মতে বলিলেন। নারায়ণ নারায়ণ! যাঁহার ধাতু জ্ঞান নাই এবং শব্দ সাধন বোধ নাই তিনিও মত প্রকাশক হইলেন। যদি তন্মতে বাহুজ ধাতু হইতে বাবু শব্দ সংস্কৃত পদ হইল এবং কেবল ক্ষত্রিয় প্রতি প্রযোজ্য হইল তবে কুরু পাণ্ডব কিম্বা অন্য চন্দ্র কি সূর্য্য বংশীয় কোন ক্ষত্রিয়ের প্রতি ঐ বাবু শব্দের প্রয়োগ অষ্টাদশ পুরাণে অথবা উপপুরাণে কিম্বা অন্য গ্রন্থে কেন দেখা যায় না। পরন্তু যাবদায় লিঙ্গ সংজ্ঞার উত্তরে এক বিংশতি স্যাদি প্রত্যায়ান্ত পূর্ব্বক পদ সাধন হইয়া

থাকে কিন্তু সেই সকল বিভক্তি বাবুসংজ্ঞাতে কি কারণ যোগ দৃষ্টি হয়না। এই প্রস্তাব লিখিতে২ পূর্ব্বের এক উপাখ্যান স্মরণ হইল তাহা এইস্থলে সংক্ষেপে লিখিতে হইল, একদা পাণ বিক্রয়কারক এক বৃদ্ধ বারুই আসিয়া কহিয়াছিল যে বারুই সংজ্ঞা হইতে বাবুশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে যেমন মিথ্যা শব্দ হইতে মিত্র পদের উৎপত্তি (মকারাদি প্রযুক্ত) অতএব বকারাদ প্রযুক্ত বাবু শব্দের প্রতি বারুয়ের দাওয়া সিদ্ধ কি কল্পিত বাবুজ মহাশয়ের উক্তি যুক্তি যুক্ত তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

১৭ ধারা।

২ সংখ্যার ৷৷৶ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান তন্ত্রের নামোল্লেখে স্বমত সিদ্ধ্যর্থে একটি বচন রচন করিয়া লিখেন " কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন। অতো ভবেযুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকাদশঃ ৷৷,, তদুপলক্ষে ৩ সংখ্যার ২৫ পত্রে বিচার করেন " বিজ্ঞানতন্ত্রের ব্যবস্থা অতি বলবতী উত্তম প্রমাণ যেহেতু সর্ব্ব তন্ত্রোত্তম বিজ্ঞানতন্ত্র হয়েন ,, । এমতে আজীবন শূদ্র যে কায়স্থ তাহার শূদ্রত্বাপলাপ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন কিন্তু উপর্য্যোক্ত বচনটি যে নূতন রচিত অর্থাৎ হাতগড়া ইহা তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক মহাশয়েরা ধরিয়া ৩২ সংখ্যক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে কথ কল্পিত বাক্য প্রকাশ ও প্রমাণ হইতে পারিবেক।

১৮ ধারা।

২ সংখ্যার ৪ পত্রে তথা ৩ সংখ্যার ২৭ পত্রে ব্যোম

মৎস্যহিতার দোহাই দিয়া উক্তরূপ কাপোলিক এক বচন লেখেন " ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্ম সজ্ঞকঃ। কল্লৌ-হি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষু ব্রাহ্মন,,।। এই বচন যে মিত্র মহাশয়ের অনুগত পণ্ডিতে স্বকপোল রচিত তন্ত্র কল্পিত ইহা আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি বাস্তবিক ব্যোম সংহিতার লিপি নহে।

১৯ ধারা

২ সংখ্যার প্রারম্ভে তথা ।৴ পৃষ্ঠাতে তথা ৩ সংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠাতে আপস্তম্ব শাখার বচন বাক্যত্রয় ধৃত করেন বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে ইত্যাদি,, কিন্তু মূলে পাঠ আছে ' বিখ্যাতা জগতী তলে, সেই বিখ্যাতা শব্দ পরিবর্ত্তনে স্বমত পোষক জন্যে ' কায়স্থা, শব্দ লিখিয়া দিয়াছেন। মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন; যে গ্রন্থে আধুনিক কাপোলিক অত্যলীক বচন স্থান দান পাইয়াছে এবং মূলের শব্দ বিনিময়ে একে আর লিখিত হইয়াছে আর অনেকানেক বচনের অবার্থ ব্যতিক্রম পৃথক বর্ণিত হইয়াছে সে গ্রন্থ বিজ্ঞ সমাজে কিমতে বিশ্বাস্য বা সম্মদৃত্ত হইতে পারে।

২০ ধারা।

আদৌ প্রজাপতের্জাতা ইত্যাদি অগ্নি পুরাণীয় বচন দ্বারা কায়স্থ জাতির বৃষলত্ব অশেষ বিশেষ প্রকারে যে সপ্রমাণ হয় ইহা ক্ষত্রিয়ম্মন্য মহাশয় ভঙ্গিক্রমে স্বীকার রাখিয়া ৩ সংখ্যার ২৮। ২৯। ৩০। ৩১ পৃষ্ঠাতে বিচার করেন " ঐ সকল বচন অগ্রাহ্য যেহেতুক ইহার বেদ

বিরুদ্ধ হয়েন সুতরাং শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অগ্নি পুরাণীয় বচন মান্য নহে. এবং তামস কাল্পনিক ঐ বচন মিথ্যা অন্যমা রচনা হইয়াছে জানিবেন তৎপ্রমাণং মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈবচ। অগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধমে ।। ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ,, পাঠক মহাশয়েরা শুভাবলোকন করিবেন যে পদ্মপুরাণীয় যে বচনদ্বারা তিনি অগ্নি পুরাণকে তামস বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছেন সেই বচনেই স্কন্দপুরাণাদিরো উল্লেখ আছে অতএব তাঁহার মতে অগ্নি পুরাণ তামস হেতুক অমান্য হইলে কাযেই স্কন্দ পুরাণো ঐ হেতুতে অগ্রাহ্য সম্ভব, কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশক মহাশয় নিজেই ঐ স্কান্দের নানা বচন ১।২। ৩ সংখ্যাতে নানা স্থানে ধৃত করিয়া আপন কুযুক্তি রক্ষা করিয়াছেন, এবং শাসন দিয়াছেন বিশেষ ও সংখ্যার ১৪৪। ১৪৫ পত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের প্রথম ব্যবস্থা যাহা উদিতা হইয়াছে তাহাও ঐ স্কন্দ পুরাণীয় রাম দাল্ভ্য, সংবাদীয় বচন সকল দ্বারাই শোভিতা তথা মূল প্রাপ্তা হইয়াছে এমতে স্কন্দ পুরাণকে তামসিক পুরাণ বলিয়া অশ্রদ্ধা করিলে কৌস্তুভ গ্রন্থের মূলচ্ছেদ একেবারে হয়, বস্তুকত্বে পুরাণ বচন হেয়ঃ বা অবজ্ঞেয় কদাচ হইতে পারে না তবে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক প্রকার ভেদ অনেক বিষয়েই সম্বন্ধ রাখে এবং সর্ব্ব প্রাণি ব্যাপক লক্ষণ, যথা চ। সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগ দ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং। এতদ্ব্যপ্তি মদে তেষাং সর্ব্ব ভূতাশ্রিতং বপুঃ।। ইতি শ্রীমানবে ধর্ম্ম শাস্ত্রে ভৃগু প্রোক্তায়াং সংহিতায়াং

দ্বাদশোহধ্যায়ে॥ এত যুক্তি অনুক্রমে যদা কোন পুরাণ বচনি অগ্রাহ্য না হইল তদা আদৌ প্রজাপতের্জাতা ইত্যাদি অগ্নিপুরাণের বচন সকল দ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্ব সুদৃঢ় রূপে সিদ্ধান্ত হইল যদি কহেন এই যুক্তিমতে ততো রামঃ সমাযাত ইত্যাদি স্কন্দ পুরাণ প্রমাণেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপন হইতে পারে, উত্তর সেই প্রমাণ কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তাহা আমরা বিশেষরূপ দৃষ্টিগম্য পূর্ব্বক পশ্চাৎ কহিব এইক্ষণে এইমাত্র বলি যে কায়স্থের বৃষলত্ব প্রমাণ পক্ষে উক্তাগ্নি পুরাণ বচন ভিন্ন অন্যান্য নানা নির্ম্মল শাসন ও শরস পূর্ব্বং পত্রে বিস্তার করিয়াছি তাহা পণ্ডিত সকলে অকাট্য অখণ্ড্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কায়স্থের রাজন্যত্ব সংস্থাপন সম্বন্ধে কৌস্তুভ মধ্যে ঐ স্কান্দীয় প্রমাণ ছাড়া বাড়া সাধক ও বচন আর কিছু নাহি যদি থাকিত তবে কৌস্তুভ মধ্যে প্রকাশিত ১।২। ৩।৪ ব্যবস্থা পত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে অবশ্যই সেই প্রমাণ অর্পণ করিতেন তবে যে মিত্র মহাশয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্নাত্মক বচন বলিয়া বহুবিধ বচন আপন গ্রন্থের ১।২।৩ সংখ্যাতে নানাস্থানে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোরম এবং ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণাত্মক জ্ঞান করেন নাই বরং জাত্যভিমান ও পক্ষপাত কহিয়াছেন অপিতু তিনি যে অগ্নিপুরাণের বচন শ্রুতি বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন এ তাঁহার বুঝিবার ভ্রান্তি যেহেতুক ঐ পুরাণ বচনে আছে ব্রাহ্মণ দারার সহিত প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন আর

শ্রুতিতে আছে ব্রাহ্মণ প্রজাপতির মুখ হইতে জাত হইয়াছেন কেবল 'দারার সহিত, এইমাত্র পাঠ অভাব প্রযুক্ত বিরুদ্ধ কথা যায়না এবং অনন্বিত হয়না বিরুদ্ধও অনন্বিত কাহার নাম যেমন জলকে অগ্নি বলা, অন্ধকারকে জ্যোৎস্না ব্যাখ্যা করা, শূদ্রকে ক্ষত্রকহা, প্রথমে কায়স্থের দাস পদবী বিচারে সিদ্ধান্ত করিয়া পশ্চাৎ বর্ম্মা সংজ্ঞা দেওয়া, অগ্রে কায়স্থকে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন মন্যমান করিয়া পরে স্যক্ষাৎ ও প্রকট ক্ষত্রিয় প্রকাশকরা, ইহারি নাম বিপরীত বর্ণন বস্তুতঃ শ্রীমদ্বেদব্যাস প্রণীত সুপাবিত অগ্নিপুরাণ বচন সকলকে যিনি অগ্রাহ্য কি অমান্য বলেন তিনি হিন্দু নাহইবেন উক্ত পুরাণ সামান্য নহে অতি প্রামাণ্য এজন্য প্রাচীন ও নবীন স্মৃতি সকলে তাহার বচন ধৃত হইয়াছে ফল ব্যাস বাক্য অনাদর পূর্ব্বক অন্য কৃত্রিম বচনের শরণে তিনি যে স্বীয়াধুনিকাভিপ্রায় পরিপোষণ করণ জন্য প্রযত্নবান্ হইয়াছেন ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হওয়া দূর পরাহত যতঃ ওড়ুম্বরাদি যজ্ঞ কাষ্ঠাগ্নি অগৌরব পূর্ব্বক তৃণাগ্নিতে হোম করিলে কার্য্য সিদ্ধি না হইয়া বরং হবিঃ দ্বারা সেই তৃণাগ্নি অচিরাৎ ভস্মসাৎ হয়। এমতে জ্বলিত দাবাগ্নিরূপ ব্রহ্মর্ষি বাক্য মিত্রের নিন্দা বাদরূপ কূপোদক দ্বারা নির্ব্বাণ হইবার নহে বরঞ্চ ঘৃতাহুতি প্রাপ্তিবৎ সেই জ্বলতাগ্নি আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবেক। সাধু সকলে কহেন ব্যাসদেব বচনের নিন্দা বজ্রা প্রণালীযুক্ত কায়স্থ কৌস্তুভ বুঝি এই মোহ, কলিতে ধর্ম্ম লোপ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়।

২১ ধারা ।

দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকাদৌ যুক্তি যুক্ত উক্তি করিয়াছেন “ মনুষ্যের স্বীয়ং জাতীয় ধর্ম্ম সনাতন হয়, ঐ স্বধর্ম্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত বাস করেন ,, এ ভালকথা যদি তোমার এমন বুদ্ধি আছে তবেকেন ক্ষত্র হইতে চাহ, জাতীয় ধর্ম্ম তাহাকে বলাযায় যাহা পিতৃ পিতামহাদি কুল গুরুকুল পুরোহিত বান্ধবাদি সৎকারিস্থায় সমাদরণ আচরণ করিয়া আসিয়াছেন যদি সেই কুলোচিত বৃদ্ধ পরম্পরাচরিত ধর্ম্ম শূদ্র ধর্ম্ম হয় তবে তাহা লোপকরা তোমার কর্ত্তব্য হয়না যদিস্যাৎ কহ স্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে যদ্যপি পিতৃ লোকের ভ্রান্ত্যাচার শাস্ত্র বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় এবং নিশ্চয় জানাযায় যে কায়স্থ ক্ষত্রই বটে তবে পূর্ব্ব পৌরুষীয় কৃত ব্যবহার সদ্ব্যবহার বলিয়া কেন মান্য করিব, উত্তর এমত বাক্য উক্তকরা যুক্ত হয়না যেহেতু এই যে দেশানুশিষ্ট শ্রেষ্ঠ যেকুল ধর্ম্ম ও সগোত্র ধর্ম্ম তাহা কদাপি ত্যাগ বিধেয় নহে যথাহ-মনুরপি-দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্ম মগ্র্যং স্বগোত্র ধর্ম্মং নহিয়ং ত্যজেচ্চেতি। অতএব দেখ তুমি আপনার কথাতেই আপনি বিষম বন্ধে পতিত হইতেছ। অপরন্তু ৮ সংখ্যার ৭ পত্রে পদবিন্যাস করিয়াছেন “ শাস্ত্র প্রমাণ হইতে শাস্ত্রাভাস যুক্তিকে শ্রেষ্ঠ ও বলবান্ জানিবেন ,, এক্ষণে দীপিকানের বিশেষ চরিতার্থ কার সাধ্য বুঝিয়া উঠে সচেতনা অচেতনা হয় সূক্ষ্ম মর্ম্ম তাঁহারি জ্ঞানগম্য, অনুমানকরি প্রসিদ্ধ অগ্নি পুরাণীয় বচন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয়ানুমিকা যুক্তি যাহা প্রকাশ

করিয়াছেন তাহারি প্রতি পোষণ্ড লোকানুরঞ্জন হেতুক এতাদৃশী বাণী বিন্যস্তা করিয়াছেন, ব্যাসবাক্য যে শাস্ত্র তাহা অপ্রমাণ আর মিত্রবাক্য কিম্বা যুক্তি যে অশাস্ত্র তাহা প্রমাণ ইহা এক বালকেরো প্রত্যয়ার্হ নহে বস্তু তস্তু শাস্ত্র প্রমাণাপেক্ষা যুক্তি কদাচ বলবতী নহে, যুক্তির কি শক্তি যে শাস্ত্রাগ্রে ধাবরতী হইতে পারে তবে যেখানে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ বিধি নিষেধ নাথাকে কেবল সেই স্থানেই সযুক্তি মান্যাহয়।

২৮ ধারা।

৩ সংখ্যার ৬৭ পৃষ্ঠারম্ভে লিপিজ্ঞাস্য করিতেছেন,, কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ অস্য প্রত্যক্ষ লক্ষণে নির্ণয়ং যথা মনুঃ "প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধয়ন মেবচ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চ সমাসতঃ।,, নিবেদন করিমহ ইহার তৎকৃত মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ১ অধ্যায়ে ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চতুঃবর্ণের ধর্ম্ম কথনে ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম ও উক্ত বচনে নির্দ্ধারণ করিলেন যথা প্রজার রক্ষণাদি লক্ষণ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের হয় কিন্তু ঐ বচন কায়স্থের রাজন্যত্বের প্রত্যক্ষ লক্ষণ কিমতে হইল। পুনশ্চ ঐ সংখ্যার ১৩ পত্রে লেখেন " বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ ও আরং যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের দিগের অধিকার ও স্বধর্ম্ম হয় তৎপ্রমাণার্থ প্রজানাং রক্ষণং মিদ্যাদি ঐ শ্লোক পুনর্ব্বার যুক্ত করেন ফলতঃ উক্ত বচনার্থ কায়স্থ জাতির পর কিমতে প্রযোজ্য ইহা বুদ্ধির অগোচর যদি কহ যিনি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলেন তাঁহার মতে উপর্য্যোক্ত বচনের তাৎপর্য্য

বেদ প্রতি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন তাঁহার ক্ষত্রিয় কথন সন্ধি-চারে সাধিত হইয়াছেনা, আদৌ প্রথম খণ্ডে যেরূপ করেন তদ্দ্বারাতো অবর বর্ণত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে তন্নিকরণ উপলক্ষে লিখিলাম। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকস্যার্থ যাহা লিপি করিয়াছেন তাহা অত্যন্যায্য তদ্যথা -"প্রজার রক্ষণ দান যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন নৃত্য গীত বাদ্য এবং নানাবিধ উপভোগ বিষয় সুখে আসক্তি ক্ষত্রিয় জাতির স্বধর্ম লক্ষণ হয়," ফলতঃ মূলে আছে 'বিষয়েষু অপ্রসক্তিশ্চ,' এর উকারের স্থানে অচিপরে ব হইয়া অপ্রসক্তির অকার যুক্তারের দৃঢ় হইয়াছে, এমতে বিষয়ে অপ্রসক্তি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ, বাক্যার্থ করিতে হইবেক যথা কুলুক ভট্ট মহাশয় ব্যাখ্যা করিতেছেন 'প্রজা রক্ষণাদীনি ক্ষত্রিয়স্য কর্ম্মানি কল্পিতবান্। বিষয়েষু গীত নৃত্য বনিতোপভোগাদিষু অপ্রসক্তি স্তেষাং পুনঃ পুনর সেবনং সমাসতঃ সংক্ষেপেণ॥, এতাবতা সন্ধি জ্ঞানাভাব-তঃ অভাবার্থ বাচক পদের অর্থ বিধি বাচক প্রকাশ করা অর্থাৎ অপ্রসক্তি কিম্বা অনাসক্তি শব্দার্থ আসক্তি ব্যাখ্যা করা সেইরূপ অজ্ঞতা যেরূপ রাত্রিকে দিবা কহা।

ইতিবার্ত্তা।—

অতঃপর লক্ষণেন কায়স্থস্য ক্ষত্রিয়ত্ব র্ষিনিঃর্য মিতি কৃত সন্দর্ভের তৃতীয় সংখ্যার প্রথমাধ্যায়ে লেখেন "নানা প্রকার সুখভোগে বিহিত মাংস ভোজনে পানে ও নৃত্য গীত গানে রণে ও অধ্যয়নে বৃদ্ধ কায়স্থ মহাশয়দিগের বিশেষ রূপে উৎসাহ হইয়া থাকে এবং ইহাতে ইহার-

দিগের দোষাভাব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যথা নমাংস ভক্ষণে দোষো নমদ্যে নচ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।,, এই বচনের ভাবার্থ মাংস ভোজন মদ্য পান পরদারে গমন করণ যেনন তিনি বুঝিয়াছেন এবং আভাস লিখিয়াছেন সে ভ্রমাত্মিকা বুদ্ধি বশাৎ. বস্তুকত্ত্বে উক্ত বচন ঐ২ নিষিদ্ধ কর্ম্মের বিধিবাচক নহে, বিদ্বদগ্রগণ্য দেশমান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আভাস লিখিতেছি তদ্দারা পাঠক মহাশয়েরা কৌস্তুভের আত্মনাদ অনুবোধ করিবেন যথা,—" নমাংস ভক্ষণে দোষো এই বচন অনেকে পাঠ করিয়া মদ্যপানাদি বিধেয় জ্ঞানে যথেষ্ট মদ্য পানাদিতে রত হয়। বস্তু তস্তু ঐ বচনের তাৎপর্য্য তাহা নহে কেননা মনু যাবদায় ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি আচারের নিয়ম কহিয়া নিষেধ বিধির অতিরিক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন তৎযথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মদ্যপান নিষিদ্ধ, অসৎ শূদ্রাদির গৌড়ী মাধ্বী মদ্যে নিষেধ নাই, এবং পরদার নিষেধ, স্বদারে ঋতুকালে বিধান, স্বদারে অঋতুকালে কোন বিধান নাই এবং অষ্টম্যাদিতে মাংস নিষেধ পঞ্চম্যাদিতেও বিধান নাই এমতস্থলে কি ব্যবস্থা হয়, তাহাতেই কহিয়াছেন যে অসৎ শূদ্রাদির কিঞ্চিৎ মদ্য পানে ও স্বদারে অঋতুতে পর্ব্ববর্জ্জ গমনে ও পঞ্চম্যাদিতে প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই বটে কিন্তু যে তাহা না করে তাহার পুণ্য হয়। এই মত ভাবার্থ ও পৌর্ব্বাপর্য্য তাৎপর্য্য না বুঝিলে কোন পুস্তকের অর্থ করা অতি অজ্ঞতা হয়,, কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশক মহাশয় উপর্য্যোক্ত

বচনের অসঙ্গত্তাভিপ্রায় প্রকাশিয়াছেন যথা,—" পলান্নং মাধুকং ভক্ষণে ও স্ত্রীসঙ্গ করণে ব্রহ্ম কায়স্থ দিগের দোষ নাই। যেহেতু এই সকল উপভোগ বিষয় সুখে কায়স্থ দিগের প্রবৃত্তি জাতি স্বভাবে হইয়া থাকে,, প্রাগুল্লিখিত বচনের তাৎপর্য্য কায়স্থপর সম্বন্ধ ঘটাইয়া কৌস্তুভ যা-দৃশ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন সে অযোগ্য, কারণ মূল শ্লোকে কায়স্থের লেশমাত্র নাস্তি ফলিতার্থ উক্ত বচনের অভিপ্রায় ব্রাহ্মণাদি তাবদ্বর্ণেরি উপর প্রযোজ্য যথা শ্রীকুল্লুক ভট্টেনোক্তং ব্রাহ্মণাদিনাং বর্ণানাং যথাধিকার মবিহিতা প্রসিদ্ধ ভক্ষণাদৌ ইত্যাদি। অপর তিনি "রণে ও অধ্যয়নে ব্রহ্ম কায়স্থ মহাশয় দিগের বিশেষ রূপে উৎসাহ হইয়া থাকে,, যে কহিয়াছেন ইহার ঘ্রাণ বচনে প্রাপ্তি হয় না অতএব সে কথা কাকথা। মৃদু স্বভাব কায়স্থ দিগের রণে যত উৎসাহ হইয়া থাকে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই যে একজন তলবারধারি ব্যক্তিকে দেখিলে শতং কায়স্থ মহাশয়েরা শতং ক্রোশাভ্যন্তরে পলায়ন পরায়ণ হয়েন এতাবতা শাস্ত্রীয় শাসনের যথার্থ যে বাক্যার্থ তাহা নিজে নাবুঝিয়া অন্যকে দুষ্কিয়ার কুপ্র-বৃত্তি জন্মাওন সল্লোকের কর্ম্ম নহে। সে যাহাহউক পূর্ব্ব কথিত ধৃত বচন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রত্যক্ষ লক্ষণ নির্ণয় জনক কিবর্ণ চতুষ্টয়েরু মাংস ভোজনাদি বিধি নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা সূচক তাহা আমি আর কি বলিব তুমিই শাম্য হইয়া গম্য কর।—

২৪ ধারা। ১ সংখ্যার ১৩। ১৪ পত্রে বর্ণন করেন " ক্ষত্রি

ও কায়স্থ এই দুই শব্দ এক পর্য্যায়েই পর্য্যাপ্তহয় অর্থাৎ এক শব্দার্থের অন্তর্গত হয়, যেহেতুক ক্ষেত্র ও কায় উভয় শব্দার্থেই শরীর বুঝায় „। গ্রন্থকর্ত্তা মহামহিমের এতল্লিখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণাত্মক নহে যস্মাৎ এতাদৃশ একার্থ বাচক অনেক শব্দ আছে কিন্তু পদার্থ ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য যথা ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ এতদুভয় এক বেদাঙ্গ পর্য্যায়ে পর্য্যবসান হইয়াছে এতাবতাই ঐ দুই যে এক বস্তু এমত নহে, ব্যাকরণ প্রকৃতি প্রত্যয় পরিকল্পনা দ্বারা সাধু শব্দ সাধন জ্ঞানকে প্রদান করেন আর জ্যোতিষ দ্বারা তিথি বার বিবেচন শুভাশুভ কাল পরীক্ষণ রাশিচক্র নক্ষত্রাদির লক্ষণ বুৎপত্তিজন্মোফলজ্ঞ ভূগোলীয় ও খগোলীয় ভেদে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষীকরণ বোধাধিকার হয়। যাহাহউক তাঁহার এই সকল বাগ্জাল দ্বারা প্রাসঙ্গিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত কারণ কায়স্থ বর্গের শূদ্র বদাচার পদ্ধতি এমত বদ্ধমূলা হইয়াছে যে তাহা অন্যথার কোন উপায় নাই অতএব অসাধ্য সাধনীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা শ্রেয়স্কর বা যশস্কর নহে।

২৫ ধারা।

১ সংখ্যার ২ পত্রে „ অনেক ব্যবহারস্থাঃ ইত্যাদি „ পাদ্মপুরাণীয় বচনদ্বয় যে ধৃত করেন তাহাতে লিখিত আছে ‘কায়স্থ দ্বয় বৈশ্য বর্ণস্থ’, তথা ঐ সংখ্যার ৪ পত্রে „ দেবযোগ্যা নৃপাশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি „ আচার নির্ণয় তন্ত্রীয় যেসকল প্রমাণ দর্শান তাহাতে বর্ণিত আছে ‘কায়স্থবর্গ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ, অর্থাৎ গুণের দ্বারা ক্ষত্রিয় আর

অ রবার ৩ সংখ্যার ৩৬ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় স্কান্দ পুরাণীয় রেণুকা মাহাত্মীয় যে সমস্ত শ্লোক বিন্যাস করেন্ তাহাতে প্রকাশিত আছে ' শ্রীপরশুরামোক্ত ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ হয়ে ম ক্ষত্রিয়াগর্ব্ভে ক্ষত্রিয় ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন, ১ সংখ্যার ৪ পত্রে কহেন " ইহারা (কায়স্থেরা) দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়", পুনশ্চ ৩ সংখ্যার ২৭ পৃষ্ঠায় বলেন ' কায়স্থ সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয় সন্তান গণ পর্য্যন্ত আছেন ,, ১ সংখ্যার ৩ পত্রে ব্যাখ্যা করেন্ " প্রকট ক্ষত্রিয় ঐ রাজা (আদিশূর বাহাদুর) ছিলেননা ,, ৩ সংখ্যার ৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন্ " কায়স্থ প্রকট ক্ষত্রিয় বর্ণ নিশ্চয় বিচারে হইয়াছে ,, ৮৩ পত্রে বর্ণন করেন্ "গায়ত্রী পতিত ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হইবেন যজ্ঞে অশক্ত হইলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেন, ১৫০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেন্ " ওঁকারযুক্ত বর্ম্মন্ উল্লেখ করিলেই একপ্রকার ইহারদিগের ব্রাত্যত্বের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ,, ১৫২ পাতে লেখেন "অতএব ব্রাত্য কায়স্থ ক্ষত্রিয় পনঃ সংস্কার জন্য অল্প প্রায়শ্চিত্ত করিলেই অর্থাৎ ওঁ তৎসৎ বেদমন্ত্রে উপনয়ন হইলেই মহৎ শঙ্কা যে ব্রাত্যত্ব এই অশৌচীয় প্রত্যবায় হইতে পরিত্রাণ হইবেন ,, এইসকল দুর্নিবার ব্যভিচার পরিহার করিলে ভাল হয়। চতুর্থের ১ পাতে ও অন্যস্থানে লেখেন " ব্রহ্মার কায়া হইতে উদ্ভূত একারণ কায়স্থ নাম, অথচ ঐ এক খণ্ডের ১৫ পত্রে বিচার করেন ,, পরশুরাম ভয়ে পলায়িত ক্ষত্রিয়গণকে ব্রাহ্মণেরা নিজকায়ায় ক্রোড়স্থ করিয়া রক্ষা করিলেন এতদর্থে কায়স্থ নামে বিখ্যাত ,, ইত্যাদি রূপ

অগ্র পশ্চাৎ অনৈক্য লক্ষে গ্রন্থস্য যাথার্থ্যপক্ষে সংশয়। এক গ্রন্থ মধ্যেই এক ব্যক্তি দ্বিজিহ্ব হইয়া যদি নানা স্থানে ভিন্ন২ মত উক্তি করেন তবে তাঁহার সত্য বাক্যও মিথ্যা জ্ঞান হয়। পয়োপিশৌণ্ডিকী হস্তে বারুণীত্য ভিধীয়তে।

২৬ ধারা।

৩ সংখ্যার ৩৭ পত্রে লিখিতেছেন "কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ জন্মদাতা ইহঁ। দানেমানে পানে কেহ ইহতুল্য নয়।। ব্রাহ্মণ ভিক্ষক জাতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৈশ্য জাতি ব্যবসায়ী নাহি কিছু দান।। শূদ্রের শুশ্রূষা ধর্ম্ম অন্য কর্ম্ম নাই। বর্ণাধম মহানীচ ভ্রমে ঠাঁই ঠাঁই।। ইতি সত্যনারায়ণং" এই পয়ার প্রবন্ধ সত্যনারায়ণের কি রাজনারায়ণের তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা কিন্তু মনু অত্রি বিষ্ণু হারিত যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক মহর্ষিগণ চতুর্ব্বর্ণের নাম করণে অগ্রে বর্ণ জেষ্ঠ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উৎকীর্ত্তন নানাগ্রন্থে করিয়াছেন ফল প্রোক্ত পয়ার রচক মহাশয় তদ্বিপরীত কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া বিপ্রাগ্রে পদন্যাস করিয়াছেন এবং ভাবার্থে অনুভূত হইতেছে যে সকল বর্ণাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের উৎকর্ষাভিলাষ্য বিজ্ঞাপন করাই বক্তার তাৎপর্য্য. ইহারদ্বারা বোধ হয় শেষোক্ত নারায়ণেরি কৃত হইবেক নচেৎ ঈদৃশী বিদ্যা অন্যে অসম্ভাবনীয়া এবং এবম্ভূত পক্ষপাত জানিকা বাণী অপরের লেখনী হইতে বিনির্গতা হওয়াও অসম্ভাব্য। যাহা হউক সত্যনারায়ণ পুঁথির পয়ারে নির্ভর করিয়া জঘন্যজের

মূর্দ্ধাভিষিক্তত্ব প্রতিপাদন করার যদি চেষ্টা পাইয়া থাকেন সেমহতী দূরাশা যেমন উড়ুপে আশ্রয় করিয়া পারাবার পারাবার হওনের মানস-খলাঙ্গুলেনাপি তির্ত্তি সিন্ধুং ॥

২৭ ধারা।

তৃতীয় সংখ্যার কায় প্রকাশ নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমেই প্রকাশ করিতেছেন "প্রজাপতির দুই বাহুহইতে অর্থাৎ তাঁহার বল ও বিদ্যা শক্তি হইতে ক্ষত্রিয় দুই শ্রেণীতে হয়েন। শ্রীভগবানের দক্ষিণ ভাগ হইতে উৎপন্ন দাক্ষায়ণ্য নামা ক্ষত্রিয় (১) বামভাগ হইতে উৎপন্ন বিষ্ণু বসু নামা ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তীয় শ্রেণী মনঃসিদ্ধারি কায়স্থ (২)„ কিন্তু দুই প্রকার ক্ষত্রিয় জাত হওনের কথা যাহা বলিলেন তাহার প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না বাস্তবিক সচ্ছাস্ত্রে এরূপ দ্বিধা কল্পনা দৃষ্টি গোচর হয়না, আদৌ একমত রাজন্য উৎপত্তি হওয়াই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যথাহ শ্রুতিঃ ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীত্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূতদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত॥ তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে উর্দ্ধবং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ। বিপ্র ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ। বৈরাজাত্ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ॥ তত্রৈব-মুখ বাহূরু পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রা দয়ঃ পৃথক্॥ এই প্রমাণ সকলের মধ্যে এমত কিছুমাত্র সঞ্চার পাওয়া যায় না যে আদৌ প্রজাপতির বাহু হইতে দুই প্রকার ক্ষত্রিয় দুই শ্রেণীতে উৎপন্ন হইয়াছেন তবে কৌস্তুভকার মহাশয়

প্রাগুল্লিখিত মনোরচিত অপ্রমাণীকৃত দ্বৈত মত ঘটিত ভৌতিক বাক্য কোথা হইতে আনেন ইহাই আমারদিগের জিজ্ঞাস্য পরন্তু "প্রজাপতির দুই বাহু হইতে অর্থাৎ তাঁহার বল ও বিদ্যা শক্তি হইতে,, যে লেখেন ইহাও আশ্চর্য্য হেতু এই যে বাহু শব্দার্থ বল বা বিদ্যা নহে বাহু শরীরের এক অঙ্গ হয় বলও বিদ্যা গুণ পদার্থ এস্থলে অর্থাৎ লিখিয়া কি চমৎকার অর্থ প্রকাশিলেন তন্মর্ম্ম বুঝিতে বুদ্ধির শক্তি হয় না। যদি তিনি সত্যযুগের ঋষি হইতেন তবে তাঁহার মুখের কথা আর্য্য বলিয়া কাযেই গ্রাহ্য করিতে হইত তদভাবে তদভাব।

২৮ ধারা।

তৃতীয় সংখ্যার প্রথমাধ্যায়ে বিচার করিয়াছেন "কায়স্থ বর্গের উদ্বাহাদি ক্রিয়া পদ্ধতির প্রণালি দৃষ্টে লক্ষ্য হয় যে এঁহারা ক্ষত্রিয়,, তন্নসুন্দরং যদ্ধেতু যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আর যজুর্ব্বেদী কায়স্থ এতদুভয়বর্ণের শ্রাদ্ধ বিবাহ দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি ক্রিয়া সকলের রীতি প্রায় একিমত হয় এ ভাবতা উক্তোভয় বর্ণ কি সাম্যত্ব পরিগ্রহ হইবেক? নাকি ক্রিয়ামতের একতা হেতুক কায়স্থকে ব্রাহ্মণ বলিতে হইবেক? অপর বেদমন্ত্র বিনা যে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না সেই বেদ মন্ত্র সকলেরি পক্ষে সমান তবে যজুর্ব্বেদী কায়স্থকে ব্রাহ্মণ না কহেন কেন, ক্ষত্রিয় কথনোর হেতু সাধ্যের বিশেষ পারিপাট্য বুঝিলাম না। তিনি লেখেন " কায়স্থ ক্ষত্রিয় দিগের পূর্ব্বাবধি সগোত্রে বিবাহ হয় না যেহেতু এঁহারা দ্বিজবর্ণ শূদ্রনহেন

শূদ্র হইলে সগোত্রে বিবাহ হইত,, এতদ্ভিন্ন অস্মদা-দির শ্রান্তমতী লেখনী এই মাত্র সাক্ষ্যপার্থিক করিতে ছেন যে করণ কায়স্থকে কৌস্তুভ যে শূদ্র স্বীকার পাইয়া-ছেন তাহারদের এবং কামার কুমার পোটেলী গোপ না-পিত গোসালী তিলী মালী তামলী প্রভৃতি অসচ্ছূদ্র অ-র্থাৎ নবশাক গণের মধ্যে অনেকের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না এমত রীতি আছে একারণি কি ঐ সকল শূদ্র ক্ষত্রমধ্যে পরিগণিত হইবেক? হা অদৃষ্ট! আমারদিগের বৃদ্ধ মিত্র নাকে চস্‌মা দিয়া দক্ষিণ বাম ঊর্দ্ধ অধঃ যেদিগে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিগেই কি ক্ষত্রিয় বই আর কিছু দর্শন করেন না। হে পক্ষপাত কৌস্তুভকে কি তোমার এত অনুগ্রহ।

২৯ ধারা।

১ সংখ্যার ১০ পত্রে সচ্ছূদ্র শব্দস্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে ছেন যথা "সৎশূদ্র—অর্থাৎ নব্বল বর্ণ সৎপাদ পরমার্থ দর্শী অর্থাৎ বেদ বিদ্যার্থি কায়স্থ,, সুপণ্ডিত মহাশয়স্য অমরবিবেক কিবা মাধরী. শ্রীস্বামির ব্যাখ্যা হইতেও এতাঁর ব্যাখ্যাকে অধিক ব্যাখ্যা করিতে হয় সচ্ছূদ্র শব্দার্থ যথার্থ যাহা তাহা আমরা পদ সাধিয়া সমাস ভাঙ্গিয়া ৯ ধারাতে লিখিয়াছি অতঃপর লেখ্য এই যে সর্প যে এক শব্দ তাহার অর্থ যদি মিত্র মহাত্মার ন্যায় পশ্চাল্লি-খিত মত ব্যাখ্যা করিতাম তবে পাঠক মহাশয়েরা আ-মারদিগকে কি কহিতেন যথা-সর্প অর্থাৎ নভুজঙ্গং-চিত্র বিচিত্র সাক্ষাৎ যম।

৩০ ধারা। খণ্ডত্রয় কৌস্তুভ মধ্যে অন্য২ যে সকল

ব্যাকরণ দোষ অলঙ্কার দোষ পদ বিন্যাস দোষ বর্ণাশুদ্ধি দোষ অযুক্তাভাস দোষ অনন্বিত বর্ণন দোষ ব্যবহিত যোজনাপত্তি বাক্য ভেদাপত্তি রচনানুপপত্তি ভূরিং আছে, তাহা তৎপুস্তক পঠনেই সামান্যতঃ সকলেরি উপলব্ধি হয় লিপি গৌরবাশঙ্কায় তদুল্লেখে মৌনী থাকিলাম যে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম তাহারো কিছু আবশ্যক ছিলনা কেবল গ্রন্থ প্রকাশকের তর্জ্জন গর্জ্জন দৃষ্টে অহঙ্কারান্ধকার সংহার তথা ভ্রম রজ্জুচ্ছেদ নিমিত্ত লেখনীধারণ করিতে হইয়াছে কিমধিকং প্রাজ্ঞেষু মহাজনেষ্বিতি।—

কৈশ্চিদ্ভদ্রদেবৈঃ।—

অথ মীমাংসা পত্র।

সজ্জন বিশারদ মহাজন কোবিদ সকাসে নিবেদনমেতৎ। কায়স্থ বিষয়ে আমারদিগের পূর্ব্বাপর পক্ষপাত মাত্র নাই, কিম্বা মানসিক শক্তি বা দৈহিক বল প্রকাশ করিতে চাহিনা কেবল শাস্ত্রীয় বিষয় বিচার করা মাত্র অভিধা তাহাতে যদি নিরপেক্ষ পণ্ডিত বর্গের বিবেচনাও বিচারে আমারদের মত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত হয় তবে তাহা অন্তর হইতে অন্তর করিতে প্রস্তুত আছি, যদিস্যাৎ মিত্রস্যাভিমত বাস্তবিক শাস্ত্র সম্মত হয় তবে তাহা বাঙ্মনোভিরেব গ্রহণ ও আচরণ করণে স্বীকৃত আছি যদ্যপি তাঁহারদের সাদ্বচারে আমার মত সিদ্ধ তাঁহার মত অসিদ্ধ হয় তদা যে বিধান কর্ত্তব্য পণ্ডিত মহাশয়েরাই বলুন।ছে

মিত্র মহাশয় তুমি যদি কৃপা পূর্ব্বক আমারদিগের মনের সন্দেহ দূরীকরণ পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম মত ক্ষত্রিয়ত্ব মত বুঝাইয়া দিতে পার তবে আমরা নিঃসন্দেহ তোমার মত পোষক হই এবং আমারদের কায়স্থ শিষ্য সেবক যজমানাদি যে আছেন তাঁহারদেরকেও তব মতের অনুগ হইতে উপদেশ করি এবং পরামর্শ দেই। তোমার অভিপ্রেত বিষয় আমরা সুন্দররূপ গম্য করিয়াছি তাহাতে কয়েক সন্দেহ উপস্থিত তুমি তাহা ভঞ্জন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয়ানুশাসন দ্বারা স্বমত রক্ষা কর। প্রথম এই যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন বিষয়ক বিচার লিপি যাহা একাল পর্য্যন্ত লিখিত পাঠিত হইয়াছে তাহা দুই স্থানে সিদ্ধ হয়, এক আন্দুলীয় রাজ সভার সদস্যতায় সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় পত্রে কয়েক পত্র প্রকটন হয়। দ্বিতীয় সিমুলার মিত্র বাটী হইতে কায়স্থ কৌস্তুভ প্রকাশ পায়, এই দুই স্থানের মতের চরম স্থান একি অর্থাৎ উভয়েই ক্ষত্রিয়ন্মন্য বটেন, তবে কেন মত স্থাপনের প্রণালী পক্ষে এবং প্রমাণ পক্ষে পরস্পরের ভিন্নং প্রস্তাবাবলম্বন দেখি, উক্ত রাজসভা কর্ত্তৃক ধৃত পমাণ যথা ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥ অর্থাৎ ঝল্ল মল্লাদি এবং করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু। কায়স্থে কচ বদ্ধেনা তথা শূদ্রা বিশোঃ সুতে॥ ইতি রভস লিখনাৎ। করণ শব্দে কায়স্থ বুঝায় এতাবতা করণ যে কায়স্থ এঁহারা ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েন,

ব্রাত্যাম্বষ্ঠ বৈশ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অথচ দেখ শ্রীযুক্ত মিত্র বাবু তুমি তব কৃত কায়স্থ কৌস্তুভে তদ্বিপরীত কহো যে তোমরা করণ শব্দ প্রতিপাদ্য কায়স্থ নহো, করণ শূদ্র কায়স্থ রূপে খ্যাত নীচ কর্ম্মকারী দাস প্রসিদ্ধ এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ও ব্যাপন্ন বাক্যের ভাব বুঝিনা। আরো লিখিয়াছো যে তোমরা ব্রহ্ম কায়স্থ ব্রহ্মজ অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষত্রিয় কিন্তু কায়স্থ বর্ণ যে বাহুজ অর্থাৎ প্রজাপতির বাহু হইতে জাত হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ কোন্ শাস্ত্রে আছে তাহা দর্শাইয়া সংশয়চ্ছেদ কর। পিতামহের বাহু হইতে কায়স্থোৎপত্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ যাবৎ তুমি না দর্শাইতে পার তাবৎ তোমার অভিপ্রায় কিমতে সিদ্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় এই যে তুমি কহ " শ্রীবাস্তব কায়স্থ কুলোদ্ভূত শ্রীঅমর সিংহ জৈনেন্দ্র নামে বিখ্যাত ছিলেন ইনি নবরত্ন সভার মধ্যে একজন প্রধান রত্ন ইনি জৈন দিগেরও বৌদ্ধ মতের নানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন,, তবে কেন তোমার জ্ঞাতি বিজ্ঞ পণ্ডিত ঐ অমর সিংহ মহাশয় তৎকৃত অভিধানে কায়স্থ শব্দ ক্ষত্রিয় বর্গের মধ্যে বিন্যস্ত না করিয়া কায়স্থার্থ বাচক করণ পদ শূদ্র বর্গের মধ্যগত করিলেন, এতাদৃশ মহা মহোপাধ্যায় মহাজন হইতে স্বজাতীয় মহিমা পরিষ্কার বিষয়ক রচনা হওয়া এবং বর্ণ ভেদ কল্পনা করা কি প্রকারে সম্ভব হইতেপারে, তৃতীয় এই যে যদি কায়স্থ গণ বাস্তবিক বিরাট্ তবে তদ্বিষয়ক স্পষ্ট বিধান বা বিধানা প্রমাণ কি জন্য শাস্ত্রে পাইনা। তোমার কৌস্তুভ ২ খণ্ড উৎপাটন করিয়া দেখিলা

ছি কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্ব সাব্যস্ত সূচক মনোজ্ঞ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই ভবল্লেখনে পৌর্ব্বাপর্য্য অনৈক্য ও অনন্বিত বর্ণন বারম্বারাবলোকনে বিবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদি আমারদেরি দেখিবার ভ্রম বা বুঝিবার ভ্রান্তিথাকে তাহা তুমি দেখাইয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া যথার্থ বিচার দ্বারা আমারদিগকে পরাস্ত কর তবে আমরা ক্ষান্তি মানিয়া তোমার রীতি গ্রাহ্য করি। যদ্যপিস্যাৎ তোমার পক্ষ সিদ্ধ তবে তুমি দুই একটী হাতগড়া বচন রচন পূর্ব্বক কি নিমিত্ত কৌস্তুভ মধ্যে দিয়াছ এবং কোন২ শ্লোকের দুই এক শব্দ বিনিময় অর্থাৎ হের ফের করিয়া কি কারণ আপন গ্রন্থে স্থান দান করিয়াছ তথা অনেকানেক বচনার্থ ভাষাতে একে আর কেন লিখিয়াছ তদ্বিস্তার স্বতন্ত্র লিখিয়াছি এইক্ষণে এই নিবেদন করি যে সত্য কথার তো বেশ ভূষার অপেক্ষা নাই স্বতঃ সিদ্ধ পবিত্রা দুশ্চিন্তা বিনা সহজে স্বরূপ উক্তি করিলেই চরিতার্থ হয়, তথাচ সত্যং সদা পল্লবিতা বিশূন্যং বাক্যং সভায়াং বিশোভতেচ। মিথ্যাহি বাণী বহু পল্লবাচ ন শোভতে হধর্ম্মকরী নরাণাং॥ চতুর্থ এই যে কায়স্থ জাতি রাজন্য বর্ণ হইলে ইহাঁরদের শূদ্রাচার ভাগীরথী স্রোতঃ প্রবাহ ন্যায় অনবচ্ছিন্ন রূপে পুরুষানুক্রমে কি জন্যে প্রচলিত আছে আর পূর্ব্বেই বা কেন ইহা সংশোধন হয় নাই এবং বহু পুরুষ সম্বন্ধীয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত এইক্ষণে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

আম:। নানা শাস্ত্রের ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব মত খণ্ডন পূর্ব্বক পর্ব্ব২ পত্র প্রকটন করিয়াছি এবং

...য়াছে যে কায়স্থ মহাশয়েরা যদি এক্ষণ বিরাড়া-চার করেন তবে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ শাস্ত্রতঃ যুক্তিতঃ মহান্ প্রত্যবায় ঘটনা হয় পুনরুক্তির দোষাশঙ্কায় পুনরুক্তি করণে নিবৃত্ত হইলাম ধীমান্ পাঠকবর্গ অস্মদাদির প্রাক্ পত্রী দৃষ্টি পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন, যে সে সকল প্রমাণ প্রয়োগ অদূষণীয় অখণ্ডনীয় বটে কি না, এবং পিতৃ লোকের আচরিত কুল ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ আর অশাস্ত্রিক ক্ষত্রিয়ত্ব মতাবলম্বন তথা অযৌক্তিক নূতন ধর্ম্ম সমাদরণ ইষ্টাপত্তিতে ঘোরতর দোষ ও গুরু-তর পাপ অর্হে কি না?—

পরন্তু কায়স্থ বর্গ যে শূদ্র ইহাতো মধ্যাহ্ন কালের দিবাকরবৎ জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিবার অপেক্ষা নাই, তথাপি মিত্র মহাত্মার উদ্বোধ হেতুক কতিপয় প্রমাণ নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত পূর্ব্বক নিম্নে লিপি করিলাম, যদি তিনি কিম্বা তন্মত পোষক অথবা তদধ্যাপক কেহ বক্ষ্যমান প্রমাণ সকল সদ্বিচার দ্বারা নিরাস করিতে পারে-ন তবে আমরা সুখিত মনসে নির্ম্মলান্তঃকরণে পরাজয় স্বীকার করিব এবং কায়স্থকে ক্ষত্রিয় মানিব এই প্রতিজ্ঞা।

আগচ কায়স্থস্য শূদ্রত্ব প্রমাণানি।

প্রথম প্রমাণং।—

আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহুভ্যাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥ পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্যচ সেবকঃ। হীন নাম সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য

পুত্রকঃ॥ কায়স্থ স্তস্য পুত্রোক্তভূদ্ভব লিপি [illegible] কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতী তলে। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ॥ চিত্রগুপ্তো গত স্বর্গে বিচিত্র নাগ সন্নিধৌ। চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে॥ ইত্যাগ্নি পুরাণাৎ॥

এতেষামার্থো ভাষায়াং।

প্রথমতঃ ব্রহ্মার মুখ হইতে দারার সহিত ব্রাহ্মণ জাত হয়েন, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র উৎপন্ন হইলেন, সেই শূদ্রের পুত্র হীন, তৎপুত্র প্রদীপ তদাত্মজ কায়স্থ জানিবেন তিনি লিপিকারক সেই কায়স্থের ৩ পুত্র জগতে বিখ্যাত চিত্রগুপ্ত ১ চিত্রসেন ২ বিচিত্র ৩। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে বিচিত্র পাতালে চিত্রসেন পৃথিবীতে গমন করিলেন ইহারদিগকেই শূদ্র কহে। এই অগ্নি পুরাণের বচনার্থ।

এতদ্দারা অশেষ বিশেষরূপ প্রকাশও প্রমাণ হইতেছে যে লিপিকারক কায়স্থ বর্ণ শূদ্র, ব্রহ্মার পাদ হইতে জাত হইয়াছেন এবং স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের সেবক যে শূদ্র তিনি পাদোদ্ভব বর্ণ তৎ সুত হীন কায়স্থের আদিপুরুষ অতএব কায়স্থগণ শূদ্র ব্যতীত বর্ণান্তরে কখন নিবেশ হইতে পারেন না বিশেষ যে স্থলে কায়স্থের আদি বংশাবলীর নাম সকল বর্ণন পরে শ্লোকের শেষ ভাগেও "ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে,, পাঠ আছে সেস্থলে তদ্বংশের সন্তান কায়স্থ বর্গের অপরিহার্য্য শূদ্রত্ব সাব্যস্ত হইতেছে আরো পৃথিবীতে বাস

কারণ যে চিত্রসেন তাঁহারি ঔরসে সুবর্ণ অর্থাৎ শূদ্রী গর্ব্ভজাত সন্তান বিদ্যমান কায়স্থগণ হয়েন যখন সেই চিত্রসেন পাদ সম্ভূত শূদ্র তখন শূদ্র তনয় শূদ্র ভিন্ন অন্য কি গণ্য হইতে পারে ফলতঃ বৃষল বৃষলী জনক জননী হইতে উৎপন্ন যে সন্তান তিনি তদ্বর্ণত্বেই নিশ্চয় নির্দ্দিষ্ট হয়েন তৎপ্রমাণ যাহ স্ববর্ণেভ্যঃ স্ববর্ণাসু জায়ন্তে হিস্বজাতয়ঃ।। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ তবে যে তুমি "মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈবচ। আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধমে।। " পদ্মপুরাণীয় এই বচনোল্লেখে অগ্নি পুরাণকে তামস বলিয়া তল্লিখিত উপর্য্যুক্ত বচন সকল অগ্রাহ্য কর এবং কাল্পনিক বচন অধুনা রচনা হইয়াছে কহ ইহা ৩ কারণে অন্যায় মন্তব্য আদৌ স্বদেশস্থ বিদেশস্থ সমাজস্থ সমস্ত মূল পুস্তকেই ঐ সকল শ্লোক লিখিত আছে বিশেষঃ শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর বহুতর পণ্ডিত সম্মত শব্দকল্পদ্রুম যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অগ্নি পুরাণোক্ত প্রাগুক্ত লিখিত বচন নিচয় ধৃত করিয়াছেন এমত স্থলে "অধুনা রচনা হইয়াছে" যে বল ইহা কিমতে সঙ্গত হয় মিথ্যা বচন হইলে কল্পদ্রুমে কখন স্থান দান পাইতনা। দ্বিতীয় শ্রীশ্রীভগবদ্বেদব্যাস প্রণীত জগদ্বিখ্যাত অগ্নিপুরাণ প্রমাণকে অগ্রাহ্য লেখন হিন্দুকুল প্রসূতজনের কদাচ কর্ম্ম নহে তৃতীয় যদ্যপি তোমার মতে অগ্নিপুরাণ তামস হেতুক অমান্য হয় তদা তোমারি দর্শান ঐ প্রমাণাধীন স্কন্দ পুরাণো ঐ হেতুতে অগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব তাহা হইলে কায়স্থ কৌস্তুভের মূল

একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় কেননা কৌস্তুভ মধ্যে যেসকল যুক্তি বিধান করিয়াছ তাহার সার ভাগ স্কন্দ পুরাণেরি উপর নির্ভরীভূত এবং প্রমাণীকৃত এমতে অগ্নি তথা স্কন্দ দুই যদি তামস পুরাণ বলিয়া অগ্রাহ্য হইল তবে বাদি প্রতিবাদির জয় পরাজয় অনির্দ্দিষ্টে অর্থাৎ ক্ষত্র কি শূদ্র ইহার অনবধারণে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করাই যুক্ত হইতে পারে তুমি তাহার বিপরীতাচরণে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ সেত সৎকর্ম্ম নহে যথাহ মনুশ্চ ৪। ১৭৮। যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহঃ। তেনযাযাৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে ॥ পক্ষান্তরে যদিস্যাৎ এমত স্বীকার করাযায় যে মহর্ষি ব্যাস বাক্য অমান্য করা পাপ-কৃত অতএব উক্তোভয় পুরাণি গ্রাহ্য ও মান্য এমতেও তোমার পক্ষে গুণ দায়ক বা ফল দায়ক হয়না কেননা অগ্নি পুরাণ বচন অটল থাকিলে কায়স্থের বৃষলত্ব সুদৃঢ় রূপে সাব্যস্ত হয় যদি বল স্কন্দ পুরাণ বচন সুস্থির রহিলেও কা-য়স্থের রাজন্যত্ব সন্দেহ মত প্রতিপন্ন হয় উত্তর কায়স্থ যে পরমেষ্ঠির বাহুজাত বর্ণ এতদ্বিষয়ক প্রমাণাভাবাৎ তো-মার ধৃত স্কান্দীয় বচন যদ্যপি সত্য ও যথার্থ হয় তবে সেই রেণুকা মাহাত্ম্য উপাখ্যান ভুক্ত পরশুরামোক্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়কে নকল ক্ষত্রিয় বলিতে হইবেক অর্থাৎ পুত্তিত যেমন ব্যাসোক্ত বর্ণের ব্রাহ্মণ। যদি কায়স্থ জাতি আত্ম-ভুব বাহু হইতে উৎপন্ন হওনাত্মক প্রমাণ থাকিত তবেই আসল ক্ষত্রিয় বলা যাইত। এতাবতা উভয় গর্ত্তকের কে গর্ত্তকেই বিবেচনা করা যাউক ভবদীয় করুণায় নিস্তার

এবং তোমার পৌত্ত্রিক দ্বীন সংখ্যাতে ১।১, ৩।১ ব্যবস্থা পায় যাহা প্রচার করিয়াছ সেই সকল ব্যবস্থাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি পক্ষে কেবল স্কান্দ ও রাম দাস্যভা সংবাদীয় রেণুকা মাহাত্ম্য শ্লোক মাত্র দর্শাইতে তোমার যত্ন ও পণ্ডিতগণ সমর্থ হইয়াছেন তদিতর অন্য প্রমাণ ভাঁহারা বহুতর যত্নে দিতে পারেন নাই। উক্ত দর্শান শ্লোক সমূলক কি অমূলক অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্য কি নব পণ্ডিত বাক্য তাহা পুঁথি না দেখিলে আমরা কহিতে পারিনা যদি সত্য ও হয় তথাপি বৃহৎ প্রমাণাদিক ভূরি নির্মূল প্রমাণ মধ্যে কেবল এক রেণুকা উপাখ্যান [illegible] হইতে পারেনা এবং আমার মূলকে ছিন্ন করিতে শক্ত রাখে না এতদ্ব্যতীত নহ পক্ষের প্রাচীন ব্যবস্থা এবং পিতৃ পিতামহাদি কর্তৃক সমাদৃত বঙ্গলা রীতি আমার পক্ষে অনুকূল তোমার পক্ষে প্রতিকূল।

দ্বিতীয় প্রমাণং।

ব্রহ্মপূর্ণ প্রতি পাদ পাদাদ্দক্ষিণতঃ শূদ্রঃ বাম পাদাত্তৎপত্নী তেন কায়স্থঃ সম্ভবঃ। প্রদীপঃ [illegible] [illegible] খ্যাতা ত্রিভুবনে পিচ। চিত্রগুপ্তো বসেৎ দর্গ চন্দ্রাদি নাগস্থিতৌ। প্রেষিত মর্ত্ত্য লোকেভব [illegible] কায়স্থং সততং। ইতি পরাশরাৎ।

ভাবার্থ।

ব্রহ্মার দক্ষিণ পাদ হইতে ব্রহ্মপার আর প্রদীপ শূদ্র হইলেন এবং বামপদ হইতে তৎপত্নী জাত হইয়াছিলেন তদ্দ্বারাই কায়স্থ সম্ভূত হয়। সেই প্রদীপের তিন পুত্র [illegible]

বাস করিত, তাহার মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, চিত্রাঙ্গ পাতা-লে, শ্রেণি পৃথিবীতে বাস করত ক্রমে দেশদেশান্তর গমন করিলেন। এস্থলে ও কায়স্থের আদিপুরুষ প্রতাপ সৃষ্টি কর্ত্তার পাদোদ্ভব প্রযুক্ত শূদ্রাবধারিত হইতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপুরাণোক্ত বচন সহিত ঐক্য হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন বহুল উত্তম প্রমাণ আছে তাহা পূর্ব্ব গত পত্রে অর্পণ করিয়াছি পুনরুক্তির প্রয়োজন কিং এতাবতা এই মীমাংসা হইল যে কায়স্থ শূদ্র হয়েন, ক্ষত্র নহেন অলমি-[illegible]॥

কৈশিচন্দ্রদেবের॥

পরি সমাপ্তঞ্চ।

বক্তব্য।

এই পুস্তক অনেক বিলম্বে প্রচারীভূত হওনে যথেষ্ট[illegible] কাল জন্মিতেছে। ইহার জ্যেষ্ঠ যন্ত্রভবন হইতে [illegible] এবং কর্ত্তার অবস্থিতি। ১। সাগর পুত্রালয় স্থানান্তর [illegible] ক্ষুদ্রাক্ষরছাপের জন্য গোলযোগ। ২। যদি এই [illegible] পণীয় ব্যাঘাত না হইত তবে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে প্র-চার হইতে পারিত এতদ্বিষয়ে [illegible]